চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 100 Sunday, 12 March, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ১০০ সংখ্যা ✱ ২৭ ফাল্গুন, ১৪২৯, রবিবার, ১২ মার্চ, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

'জেলবন্দিরা ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন আমাকে'

কোর্টে ঢোকার আগে বললেন শান্তনু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চঃ বিস্ফোরক দাবি নিয়োগকাণ্ডে ধৃত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শুক্রবার ইডির হাতে গ্রেফতার হন হুগলির জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তাঁকে বিধাননগর মহকুমা আদালতে মেডিক্যাল পরীক্ষার পর পেশ করা হয় ব্যাঙ্কশাল আদালতে। আদালতে তোলার আগে সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন। একইসঙ্গে বলেন, ''জেলের মধ্যে যারা আছে, তারা ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। আমি নির্দোষ।'' এদিন আদালতে শান্তনু দাবি করেন, ''তাপস মণ্ডলের বয়ানে আমার নাম আসে। এ বছর ২০ জানুয়ারি আমার বাড়িতে তল্লাশি হয়। তল্লাশিতে সহযোগিতা করা হয়েছে। এরপর আমায় ডাকা হল। প্রথমদিন ১২ ঘণ্টা ছিলাম। বিভিন্ন নথি, আইটি ফাইল জমা দিয়েছি। যতবার ডেকেছে, ততবার গিয়ে সাহায্য করেছি।'' যদিও এদিন আদালতে উঠে আসে শান্তনুর স্ত্রীর নামে থাকা সম্পত্তির খতিয়ানও। ইডির আইনজীবী তা তুলে ধরেন। ইডির আইনজীবী বলেন, ''ওনার স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা বন্দ্যোপাধ্যায়। আইটি ফাইল যা দেখিয়েছেন, সেখানে নেই। অথচ ওনাদের ধাবা আছে হুগলিতে। ইভান কন্ট্রাক্ট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি আছে, শান্তনুর স্ত্রীর নামে তা আছে। আরও বেনামি সম্পত্তি রয়েছে। আরও জমি নিয়েও তদন্ত চলছে। এই ঘটনায় সামাজিক প্রভাব বিরাট। আমাদের বাচ্চারা যাদের কাছে পড়ছে, সেই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে। ১৪

দিনের হেফাজতে চাইছি।'' যদিও আদালতে এদিন শান্তনু বলেন, ''৩০০ প্রার্থীর তালিকা পাওয়া গিয়েছে বলে ইডি দাবি করেছে। আমি নাকি টাকা নিয়েছি চাকরি দেওয়ার নামে। আমি কীভাবে চাকরি দিলাম? আমি তো তৃণমূলের যুবর প্রাক্তন নেতা ছিলাম। আর বলা হচ্ছে আমি নাকি অসহযোগিতা করেছি। অথচ যতবার ডেকেছে, ততবার গিয়ে সাহায্য করেছি।'' শান্তনুর আইনজীবী এদিন প্রশ্ন করেন, ''আমরা জানিয়েছিলাম কোথা থেকে টাকা এসেছে। সেই লেনদেন সম্পর্কিত কথা শুনল ইডি। কিন্তু কোনও নথি নিল না। কেন নিল না ইডি? ক্ষমতার অপব্যবহার করছে ইডি। মিথ্যা গল্প সাজাচ্ছে।'' যদিও ইডির আইনজীবী এদিন আদালতে বলেন, ''গ্রেফতারির পর ওনার স্ত্রীকে জানানো হয়েছিল, উনি আসেননি। আমারদের কিছু করার নেই গ্রেফতার করতে হয়েছে। মানিক ভট্টাচার্যের সময় যা হয়েছিল তেমনটাই শান্তনুকে গ্রেফতারের সময়ও হয়েছিল। নিজের বয়ান নিজের হাতে লিখেছেন। উনি একজন রাজনৈতিক নেতা হতেই পারেন। সাধারণ যোগ্যরা চাকরি পাননি। বিভিন্ন সরকারি অফিসে যোগাযোগ করা হয়েছিল শান্তনুর বাড়ি থেকে পাওয়া ডকুমেন্ট পাওয়ার পর। তথ্য প্রমান পাওয়ার পরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুধু প্রাইমারি নিয়ে এই দুর্নীতি ছিল। কিন্তু পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই দুর্নীতিগ্রস্ত।'' ইডির দাবি, শান্তনুর কথাতেই তাপস মণ্ডল ১৯ কোটি টাকা দিয়েছিল কুন্তলকে। ১৩ মার্চ পর্যন্ত ইডি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শান্তনুকে। সেদিন ইডি বিশেষ আদালতে পেশ করা হবে তাঁকে।

ইডি-র জেরায় 'অসুস্থ' হয়ে হাসপাতালে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী

সিবিআই তলব এড়ালেন তেজস্বী

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চঃ বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। তাই শনিবার সিবিআইয়ের তলবে সাড়া দিতে যেতে পারলেন না তেজস্বী। হাসপাতালে ভর্তি স্ত্রীকে দেখতে যাওয়ার জন্যই আরজেডি নেতা সিবিআইয়ের মুখোমুখি হতে পারলেন না বলে তেজস্বী যাদবের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যাচ্ছে। তবে স্ত্রী অসুস্থ হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন লালু-পুত্র। তেজস্বী যাদবের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা যাচ্ছে, টানা ১২ ঘণ্টা ধরে ইডি-র জেরায় তেজস্বী যাদবের স্ত্রী রাজস্বী যাদবের রক্তচাপের সমস্যা হয় এবং তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। তার জেরেই হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে তাঁকে। ফলে স্ত্রীকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার জন্যই এদিন সিবিআই তলবে সাড়া দিতে পারলেন না তেজস্বী যাদব। জানা গিয়েছে, জমি-দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছে বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা লালু-পুত্র তেজস্বী যাদবের। সেই মামলাতেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এদিন তেজস্বী যাদবকে তলব করেন সিবিআই গোয়েন্দারা। এদিন দুপুরের মধ্যে তাঁকে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। উল্লেখ্য, শুক্রবার (১০ মার্চ) চাকরি দুর্নীতি রয়েছে, এরকম দু-ডজনের বেশি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। সেই তল্লাশি অভিযানে দেড় কেজির বেশি সোনার গয়না এবং নগদ ৭০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। এর আগে চাকরি দুর্নীতি মামলায় বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা

মামলায় তেজস্বী যাদবের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিলেন ইডি গোয়েন্দারা। সকাল থেকে প্রায় ১১ ঘণ্টা ধরে তেজস্বীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন গোয়েন্দারা। পাশাপাশি তেজস্বী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগ-সাজশ লালু-পত্নী রাবড়ি দেবীর পাটনার বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল সিবিআই। তারপর একই মামলায় দিল্লিতে লালু-কন্যা তথা সাংসদ মিসা ভারতীর বাড়িতেও অভিযান চালায় সিবিআই। সেখানে মিসা ভারতীর পাশাপাশি আরজেডি সুপ্রিমো তথা প্রাক্তন রেলমন্ত্রী ও বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবকেও জেরা করেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। প্রসঙ্গত, সিবিআইয়ের চার্জশিট অনুযায়ী, ২০০৪ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে এই দুর্নীতি হয়। ভারতীয় রেলওয়ের অধীনে থাকা পুরী ও রাঁচীর হোটেল প্রথমে আইআরসিটিসির হাতে তুলে দেওয়া হলেও, পরে তা পাটনার সুজাতা হোটেল প্রাইভেট লিমিটেড নামক একটি বেসরকারি সংস্থাকে লিজ দেওয়া হয়। পরে তদন্তে নেমে জানা যায়, জলের দরে বা উপহার হিসাবে জমি দেওয়ার পরিবর্তে ভারতীয় রেলওয়েতে চাকরির সুযোগ দেওয়া হত। যাদব পরিবার ও তাদের ঘনিষ্ঠরাই এই দুর্নীতিতে উপকৃত হয়েছিলেন। সিবিআইয়ের চার্জশিটে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব, তাঁর স্ত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী ও ১৪ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আগামী ১৫ মার্চ চার্জশিটে উল্লেখ করা সমস্ত ব্যক্তিদের হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।

ধর্মঘটে প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুপস্থিতিতে কী পদক্ষেপ?

নবান্নের মতামত চাইল স্কুল শিক্ষা দফতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চঃ শুক্রবার ডিএ ইস্যুতে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ডাকা ধর্মঘটে বেশ কিছু জেলায় স্কুল কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছিল। কয়েকটি জায়গায় তুলনামূলক কম সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষিকা এসেছিলেন। শুক্রবার সকাল থেকেই এমনটাই অভিযোগ এসে পৌঁছচ্ছিল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের কাছে। যদিও নবান্নের তরফে বিভিন্ন দফতরের বিভাগীয় প্রধানকে নির্দেশ দেওয়া হয় বিকেল পাঁচটার মধ্যে কারা কারা অনুপস্থিত রয়েছেন তাদের তালিকা পাঠাতে। স্কুল শিক্ষা দফতর ও অনুপস্থিত থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকা তৈরি করতে বলে বিভিন্নে জেলার স্কুল বিদ্যালয় পরিদর্শকদের। সেই তালিকায় ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের কাছে। সূত্রের খবর প্রায় ৫ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা অনুপস্থিত ছিলেন গোটা রাজ্যজুড়ে শুক্রবার। অনুপস্থিত থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নামের তালিকাও ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর। সূত্রের খবর জেলাভিত্তিক সেই তালিকা তৈরি করতে গিয়ে দেখা গেছে কোচবিহার জেলায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুপস্থিত থাকার সংখ্যা সব থেকে বেশি। পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার অন্যদিকে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেও লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিতির হার বেশি। অনুপস্থিত থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে কী ধরনের পদক্ষেপ হবে তা নিয়ে নবান্নের মতামত রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর চেয়েছে বলেই এই সূত্রের খবর। নবান্নের তরফে সবুজ সংকেত পেলেই রাজ্য অর্থ দফতরের নির্দেশিকা মেনে পদক্ষেপের পথে হাঁটবে বলেই স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য অর্থ দফতর আগেই নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়েছিল শুক্রবারের ডাকা ধর্মঘটের দিন কোনও সরকারি কর্মচারী অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সার্ভিস ব্রেক এবং শোকজ করা হবে। পাশাপাশি বেতনও কাটা যাবে। শো কজের উত্তর

যথাযথ না হলে বিভাগীয় তদন্তের মুখে পড়তে হবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে। এর পাশাপাশি শুক্রবারই চার দফায় উপস্থিতির হার নেওয়া হবে বলেও নবান্নের তরফে বিভিন্ন জেলা ও প্রত্যেকটি দফতরকে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল। যদিও শুক্রবার নবান্নের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছিল রাজ্য জুড়ে উপস্থিতির হার ৯০-এর বেশি ছিল গতকাল। এর পাশাপাশি যাঁরা অনুপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে বেশিরভাগই ছাড় দেওয়া চারটি কারণের মধ্যে পড়েছিলেন বলেও দাবি করা হয় বিবৃতি দিয়ে। পাশাপাশি নবান্নের তরফে বিবৃতি দিয়ে এও জানানো হয়, এ ছাড়া যাঁরা অনুপস্থিত ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। তবে স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে অনুপস্থিত থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকা তৈরি করা হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত কী পদক্ষেপ তাঁরা নেবেন তা অপেক্ষা করছেন নবান্নের সবুজ সংকেতের জন্য বলেই সূত্রের খবর।

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ আনলেন পার্থ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চঃ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে আরও একটি স্বাধিকারভঙ্গের প্রস্তাব জমা পড়ল বিধানসভায়। এই নিয়ে গত প্রায় ২ বছরে মোট সাতটি প্রিভিলেজ জমা পড়েছে বিরোধী দলনেতার নামে। সপ্তম প্রিভিলেজটি শনিবার জমা দেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী তথা নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিক। শুক্রবারই এই প্রিভিলেজ জমা দেওয়ার বিষয়টি জানিয়েছিলেন তিনি। এই প্রিভিলেজ সম্পর্কে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্রিভিলেজ কমিটি তদন্ত করে আগামী অধিবেশনে রিপোর্ট জমা দেবে। কেন এই স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস জমা দিলেন পার্থ? শুক্রবার ঘটনার সূত্রপাত। বাজেট অধিবেশন চলাকালীন বক্তা হিসাবে বলতে ওঠেন শুভেন্দু অধিকারী। সে সময় তিনি প্রশ্ন করেন, বিশ্বজিৎ দাস, কৃষ্ণ কল্যাণীরা বিজেপি না তৃণমূল করেন? পাল্টা পার্থ ভৌমিক বলেন, ''আমি তখন সম্মানীয় বিরোধী দলনেতাকে জিজ্ঞাসা করি আপনি যখন তাঁদের সম্পর্কে বলছেন, আপনি কি দয়া করে বলতে পারবেন শিশিরবাবু কোন দলের? তার উত্তরে উনি আমাকে চিৎকার করে বলেন, এক মাসের মধ্যে জেলে ঢুকিয়ে দেবেন।'' এরপরই পার্থ ভৌমিক বলেন, তিনি নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। এ নিয়ে প্রিভিলেজ আনবেন। এদিন পার্থ ভৌমিকের প্রিভিলেজ হাউজে আসার পরে কমিটিতে পাঠানো হয়। ১৭তম বিধানসভায় এখনও পর্যন্ত শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মোট সাতটি স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রথমটি এনেছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। দ্বিতীয়টি এনেছিলেন বিশ্বজিৎ দাস। তৃতীয়টি এনেছিলেন কৃষ্ণ কল্যাণী। চতুর্থটি এনেছিলেন সৌমেন রায়। পঞ্চমটি এনেছিলেন তন্ময় ঘোষ। ষষ্ঠটি এনেছিলেন পার্থ ভৌমিক। সপ্তমটিও তিনিই আনলেন। এ দিন পার্থ ভৌমিক বলেন, ''সম্মানীয় বিরোধী দলনেতা বিধানসভায় প্রকাশ্যে আমাকে বলেন আমাকে এক মাসের মধ্যে জেলে ঢুকিয়ে দেবেন। অথচ আমি জানি না আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে, যাতে এক মাসের মধ্যে জেলে ঢোকানো যায়। স্বাভাবিকভাবেই আমি মনে করেছি এটা আমার নিরাপত্তা অভাবের একটা কারণ হতে পারে।'' যদিও এ নিয়ে বিরোধী দলের মুখ্যসচেতক মনোজ টিগ্গা বলেন, ''আমাদের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ আনা হয়েছে। কিন্তু উনি তো আজ বিধানসভায় উপস্থিত নেই। তবে শুভেন্দু অধিকারী কখনওই জেলে ভরার কথা বলেননি। আমি পাশে ছিলাম। তা সত্ত্বেও পার্থ ভৌমিক এই প্রিভিলেজ আনলেন। অথচ উনিই বিরোধী দলনেতার বাবার নাম তুলে বলেছেন। আমরাও প্রিভিলেজ আনব।''

ফের বিসি রায় হাসপাতালে শিশুমৃত্যু

৮ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠন রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চঃ বিসি রায় শিশু হাসপাতালে আরও এক শিশুর মৃত্যু। শনিবার ভোরের দিকে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর হেলেঞ্চা এলাকার বাসিন্দা ওই শিশুপুত্রের বয়স ৭ মাস। ওই শিশু আইসিইউয়ে চিকিৎসাধীন ছিল। ৯ দিন ধরে ভর্তি ছিল সে। এর আগে তাকে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জ্বর ও শ্বাসকষ্টের জেরে মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। আইসিএমআর নাইসেডের সমীক্ষায় ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। অ্যাডিনো সংক্রমণে 'শীর্ষে' বাংলা। ইতিমধ্যেই এ নিয়ে নাইসেডের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে স্বাস্থ্যভবন। অ্যাডিনোর তীব্রতা এখন কমেছে। তবে কেন এমন হল? কীসের ভিত্তিতে এই সমীক্ষা। সে সব জানতে চেয়ে নাইসেডের কাছে রিপোর্ট চাইবে স্বাস্থ্য ভবন। জানিয়েছেন স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। বিসি রায় হাসপাতালে একের পর এক শিশুমৃত্যুকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ বাড়ছে বিভিন্নমহলে। বিভিন্ন জেলা থেকে নিয়মিত জ্বর, শ্বাসকষ্ট, সর্দিকাশি নিয়ে শিশু আসছে বিসি রায় হাসপাতালে। নিয়মিত শিশুমৃত্যুর খবরও আসছে। ইতিমধ্যেই নাইসেডের ডিরেক্টর শান্তা দত্ত বলেন, ''জানুয়ারির প্রথম দিন থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত, একমাত্র বাংলাতেই ৩৮ শতাংশ আক্রান্ত অ্যাডিনো ভাইরাসে। কেরল তারপরে। সাধারণত এই ভাইরাস শ্বাসনালিতে সংক্রমণ ঘটায়।'' কিন্তু বিসি রায় হাসপাতালের ছবিটা কেন এমন ভয়াবহ? বিসি রায় শিশু হাসপাতালের উপর অতিরিক্ত চাপ রয়েছে এখন। শহরের অন্যান্য হাসপাতাল এমনকী জেলাগুলিতেই শিশু জ্বর, সর্দির মতো উপসর্গ নিয়ে গেলে তাকে বিসি রায়ে রেফার করে দেওয়া হচ্ছে। পরিকাঠামোর উপর একটা চাপ বাড়ছে এর জেরে। চিকিৎসকমহল মনে করছে, রেফার

সমস্যাটা একটা বড় চাপ হয়ে উঠছে বিসি রায় হাসপাতালের জন্য। রাজ্যে শিশুদের মধ্যে শ্বাসকষ্ট নিউমোনিয়া ও অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা নিম্নমুখী বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। আগে যেখানে এই রোগে প্রতিদিন আক্রান্তের সংখ্যা ৮০০ থেকে ৯০০র মধ্যে থাকছিল এখন তা দৈনিক ৫০০ থেকে ৬০০ র মধ্যে থাকছে বলে মুখ্য সচিব হরি কৃষ্ণ দ্বিবেদী জানিয়েছেন। তবে রাজ্য সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর এবং সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এরই মধ্যে দেশের নানা রাজ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ মাথাচারা দিয়ে ওঠায় সরকার উদ্বিগ্ন। অ্যাডিনো ভাইরাস জনিত পরিস্থিতি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার গতি প্রকৃতির ওপর নজরদারিতে মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। ৮ সদস্যের টাস্কফোর্স এর সদস্যরা হলেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, সাস্থ্য দপ্তরের ডিএম ই, ডি এইচ এস, ডক্টর সুকুমার মুখার্জী এবং ডক্টর গোপালকৃষ্ণ ঢালী। এই টাক্স ফোর্স প্রতিদিন সন্ধ্যায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। মুখ্য সচিব জানান, এখনও পর্যন্ত নিউমোনিয়া ও অ্যাডিনো জনিত কারণে ১৯টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে ১৩ জন শিশুর কোমর্বিডিটি ছিল। এ রাজ্যে এই ভাইরাস পরীক্ষা অনেক বেশি করানো হচ্ছে বলে আক্রান্তের সংখ্যাও বেশি হচ্ছে বলেও মুখ্য সচিবের দাবী।

কৌশিকের অ্যাকাউন্টে ঢুঁ মারতেই প্রায় ৩৩ কোটির হদিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চঃ বিমার নামে প্রতারণা করার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া কৌশিক পালের ব্যাঙ্ক লেনদেন খতিয়ে দেখতে গিয়ে তদন্তকারী আধিকারিকদের চক্ষু চড়ক গাছ। ৩২ কোটি ৮১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকার লেনদেন হয়েছে বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। বিমার প্রিমিয়াম ডিঅ্যাক্টিভ করতে মেসেজ বক্সে এল লিঙ্ক। আর সেই লিঙ্কে ক্লিক করতে ৪০৯৪০ টাকা উধাও হয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে বিধাননগর সাইবার শাখার পুলিশ কসবার টেগর পার্ক থেকে কৌশিক পালকে গ্রেফতার করে। এদিন তাঁকে বিধাননগর আদালতে পেশ করা হয়। সূত্রের খবর, সল্টলেকের ডি এ এর বাসিন্দা রতনলাল আগারওয়ালের অভিযোগ, বিমার প্রিমিয়ামের টাকা ডিঅ্যাক্টিভেট করতে হবে। গত বছর এই মর্মে তাঁর কাছে একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে। আসে একটি মেসেজেও। লিঙ্কটিতে ক্লিক করতেই ৪০৯৪০ টাকা উধাও হয়ে যায়। গত বছর ২২ সেপ্টেম্বর এই অভিযোগ করেন তিনি রতনলাল। তদন্তে নামে পুলিশ। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে বিধান নগর সাইবার শাখার তদন্তকারী আধিকারিকরা শুক্রবার রাতে টেগর পার্ক থেকে কৌশিক পালকে গ্রেফতার করে। তাঁর কারেন্ট অ্যাকাউন্টের লেনদেনের হদিশ মিলতেই চোখ কপালে ওঠে তদন্তকারীদের।

গ্রামে গ্রামে ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা, সাত দফা প্রচারের কৌশল বলল নবান্ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্য নিজের টাকায় ১২ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তার নির্মাণ ও সংস্কার করতে চলেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্যের শাসকদল এই ১২ হাজার কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারকেই অন্যতম প্রচারের হাতিয়ার করতে পারে। আর সেই রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের কাজের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ব্লকে ব্লকে কীভাবে প্রচার করতে হবে তার জন্য সাত দফা কৌশল তৈরি করে দিল নবান্ন। প্রশাসনিক মহলের ব্যাখ্যা এই প্রথম কোন প্রকল্পের প্রচার করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহারের পাশাপাশি গ্রামবাসীদের দুয়ারে যাতে এই খবর পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্যই এই কৌশল। এর জন্য রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরের তরফে গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে। (১) বিভিন্ন কর্মস্থলে ইনফরমেশন বোর্ড তৈরি করে লাগাতে হবে। অর্থাৎ গ্রামীণ রাস্তা যে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন জেলায় জেলায় তা জানিয়ে বিভিন্ন কর্মস্থলে তথ্যভিত্তিক এই বোর্ডগুলি লাগাতে হবে। (২) জেলাশাসকের অফিস, মহকুমাশাসক, ব্লক স্তরে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের হেডকোয়ার্টার গুলিতে বিভিন্ন ধরনের হোর্ডিং লাগাতে হবে। যে রাস্তা গুলি নির্মাণ হচ্ছে তার তথ্য নিয়ে এই হোর্ডিংগুলি লাগাতে হবে। (৩) গ্রামীণ রাস্তায় নির্মাণ ও সংস্কারের কাজের তথ্য জানিয়ে গোটা জেলা জুড়ে মাইকিং করতে হবে। (৪) গোটা জেলাজুড়ে লিফলেট বিলি করতে হবে। গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের কাজের কথা জানিয়ে বিভিন্ন ধরনের কালারফুল ট্যাবলো দিয়ে বিভিন্ন রুট ধরে প্রচার করতে হবে। (৫) জেলাশাসক এসডিও বিডিও গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস গুলিতে কোন কোন রাস্তা তৈরি হচ্ছে এবং সংস্কার হচ্ছে তার তালিকা দিয়ে দিতে হবে যাতে যে কোনও সাধারণ মানুষ তা দেখতে পান। (৬) সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম গুলিকে ব্যবহার করে এর প্রচার করতে হবে। (৭) বিভিন্ন কেবিল বা লোকাল টিভি চ্যানেলগুলির মাধ্যমেও এর প্রচার করতে হবে। এর জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরের তরফে বিভিন্ন জেলাগুলিকে লোগো দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে গ্রামীণ রাস্তার নির্মাণ ও সংস্কারকে প্রচারের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে চাইছে নবান্ন। মুখ্য সচিব ও একাধিকবার এই গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার কার্য নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন। ৩০ মার্চের মধ্যেই এই কাজ শেষ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ও অ্যাডিনোভাইরাস মোকাবিলায় সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে বিশেষ পরামর্শ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চঃ কোভিডের পর এবার উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। তাই এবার পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর হল কেন্দ্র। ইনফ্লুয়েঞ্জা সতর্কতায় শনিবারই দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচটিব এবং স্বাস্থ্য সচিবকে চিঠি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। মূলত, ইনফ্লুয়েঞ্জার সতর্কতা জানানোর পাশাপাশি ইনফ্লুয়েঞ্জার বাড়বাড়ন্তের দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন রাজেশ ভূষণ। জানা গিয়েছে, এদিন নীতি আয়োগের (স্বাস্থ্য) সদস্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। সেই বৈঠকেই ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই বৈঠকের পরই সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচটিব এবং স্বাস্থ্য সচিবকে চিঠি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব। চিঠিতে ঠিক কী লিখেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব? এদিন সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে দেওয়া চিঠিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ জানিয়েছেন, ঋতু পরিবর্তনের সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি সাধারণ ঘটনা। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে আবহাওয়ার বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ বাড়ছে। এপ্রসঙ্গে তিনি মানুষের আচরণগত পরিবর্তনগুলিও উল্লেখ করেছেন। যেমন, বর্তমানে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। পর্যাপ্ত সুরক্ষা ছাড়াই হাঁচি এবং কাশির ফলে ইনফ্লুয়েঞ্জা A (HINI, H3N2 ইত্যাদি), অ্যাডিনোভাইরাসের সংক্রমণ পরিবেশে সহজেই ছড়িয়ে পড়ছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার পাশাপাশি কিছু রাজ্যে পুনরায় কোভিডের প্রকোপও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সচিব রাজেশ ভূষণের কথায়, ''গত কয়েক মাসে কোভিড -১৯ সংক্রমণ 'যথেষ্টভাবে হ্রাস পেয়েছে', কিন্তু, কিছু রাজ্যে কোভিড-১৯ পরীক্ষায় পজিটিভিটি হারের বৃদ্ধি

পেয়েছে, যা উদ্বেগজনক।'' তাই হাসপাতালে রোগী ভর্তির সংখ্যা কম হলেও এবং ভ্যাকসিন অধিকাংশের নেওয়া থাকলেও সকলকে সতর্ক থাকতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা জরুরি বলে পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব। বর্তমানে কোভিড সংক্রমণ তীব্রতর না হলেও এবং স্বল্প এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে বয়স্কদের জ্বর এবং কাশির সঙ্গে শ্বাসযন্ত্রের তীব্র সংক্রমণ উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। বিশেষত, স্থূলতা, ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাসকুলার রোগ, লিভারের অসুখের মতো বিশেষ অসুখ থাকলে এবং গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে এরকম সংক্রমণ ঘটলে অবস্থা গুরুতর হতে পারে এবং হাসপাতালে ভর্তি করতে হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রাজেশ ভূষণ। চলতি বছরের গোড়া থেকে অ্যাডিনোভাইরাসের সংক্রমণের হারের পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি বলেন, ''আইসিএমআর-এর VRDL ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা অনুযায়ী ১ জানুয়ারি, ২০২৩ থেকে এখনও পর্যন্ত শ্বাসযন্ত্রের নমুনার যত পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে ২৫.৪ শতাংশের নমুনায় অ্যাডিনোভাইরাস মিলেছে।'' তাই অ্যাডিনোভাইরাস মোকাবিলায় সতর্কতা অবলম্বনের উপরই জোর দিয়েছেন রাজেশ ভূষণ।

অ্যাডিনোভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে? কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব জানান, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হাঁচি-কাশির সময় সতর্কতা মেনে চলা জরুরি। বারবার হাত ধুতে হবে। হাঁচি-কাশির সময় রুমাল দিয়ে নাক-মুখ ঢাকতে হবে। সর্বোপরি, শ্বাসকষ্ট সহ ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো সংক্রমণ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং নিজেকে আইসোলেশনে রাখতে হবে। অন্যদিকে, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও অ্যাডিনোভাইরাস মোকাবিলায় সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, চিকিৎসা অক্সিজেন ইত্যাদি সহ হাসপাতালের প্রস্তুতির মজুত রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। অর্থাৎ কোভিড-১৯-এর মতো বিশেষ গাইডলাইন দেওয়া, নজরদারি বাড়ানো সহ হাসপাতালে বিভিন্ন চিকিৎসার বন্দোবস্ত বাস্তবায়নের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

“এ বছরের বাজেট মহিলা-চালিত উন্নয়নের প্রয়াসে এক নতুন মাত্রা দেবে”

নয়াদিল্লি,১১মার্চঃপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহিলাদের অর্থনৈতিক সশক্তিকরণের বিষয় নিয়ে বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখেন। ২০২৩-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত উদ্যোগের সফল রূপায়ণের লক্ষ্যে মতামত এবং পরামর্শ চেয়ে সরকার আয়োজিত বাজেট পরবর্তী ১২টি ওয়েবিনারের এটি একাদশতম। প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ২০৪৭-এর মধ্যে ‘ বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্য অর্জনে দেশ এ বছরের বাজেটকে এক পুণ্য সূচনা হিসেবে দেখছে। ভবিষ্য অমৃতকালের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবারের বাজেট পরীক্ষিত। এটি দেশের পক্ষে এক শুভ লক্ষণ যে দেশের মানুষেরা আগামী ২৫ বছরকে তাঁদের কাঙ্খিত লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করছেন বলে শ্রী মোদী জানান। প্রধানমন্ত্রী পুনরায় বলেন, বিগত ৯ বছর ধরে মহিলা-চালিত উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে দেশ এগিয়ে চলেছে। তিনি জানান, এই প্রয়াসকে ভারত বিশ্বস্তরে নিয়ে গেছে এবং জি-২০-তে ভারতের সভাপতিত্বে এটা এক উল্লেখযোগ্য জায়গা পেয়েছে। মহিলা-চালিত উন্নয়নের প্রয়াসের ক্ষেত্রে এ বছরের বাজেট এক নতুন গতিশক্তি সঞ্চার করবে বলে তিনি জানান।শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে সঙ্কল্পের ক্ষেত্রে নারীশক্তির দৃ।তা, তার কল্পনা, তার ইচ্ছাশক্তি, লক্ষ্য অর্জনে তার সক্ষমতা এবং কঠিন প্রয়াস মাতৃশক্তির প্রতিফলন। তিনি বলেন, এই সমস্ত গুণবত্তা এই শতাব্দীতে দেশের অগ্রগতিসাধন গতি এবং শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক নির্ণায়ক ভূমিকা নিচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহিলা সশক্তিকরণের প্রয়াসের ফল প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে এবং দেশের সমাজ জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আমরা অনুভব করছি। তিনি বলেন, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গত ৯-১০ বছরে হাইস্কুল ও তার পরবর্তী শিক্ষাক্রমে পাঠরত ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি এবং গণিতশাস্ত্রে মেয়েদের যুক্ত হওয়ার সংখ্যা আজ প্রায় ৪৩ শতাংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং জার্মানির তুলনায় এই সংখ্যা বেশি। চিকিৎসা, ক্রীড়া, ব্যবসা অথবা রাজনীতির মতো ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের সংখ্যা বাড়ছে তা নয়, তাঁরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৭০ শতাংশ ‘ ঋণের সুবিধাভোগী হলেন মহিলারা এবং ‘ অধীন বন্ধকবিহীন ঋণ প্রকল্পে মহিলারা সুবিধা লাভ করছেন। এছাড়াও, পশুপালন, মৎস্যচাষ, গ্রামীণ শিল্প, এফপিও এবং ক্রীড়াক্ষেত্রেও মহিলাদের সংখ্যা বাড়ছে।শ্রী মোদী বলেন, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের সাহায্য নিয়ে দেশ কিভাবে এগিয়ে যেতে পারে এবং মহিলাশক্তির সক্ষমতার প্রসার কিভাবে ঘ্টানো যায়, এবারের বাজেটে তা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, ‘ সম্মান সঞ্চয় সার্টিফিকেট’ প্রকল্পে মেয়েরা ৭.৫ শতাংশ সুদ পায়। ‘ আবাস যোজনা’র ৮০ হাজার কোটি টাকা মহিলা সশক্তিকরণের লক্ষ্যে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ৩ কোটি আবাসনের সংখ্যাগরিষ্ঠই মহিলাদের নামে। এক্ষেত্রে ‘ আবাস যোজনা’য় সশক্তিকরণের বিশেষত্বের দিকটির ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রথাগতভাবে মহিলাদের নামে আগে কোনও সম্পত্তি থাকতো না। তিনি বলেন, গৃহস্থালীর অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ‘ আবাস’ মহিলাদেরকে নতুন কন্ঠ দিয়েছে।শ্রী মোদী বলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সরকারের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য হল এদের মধ্যে নতুন ইউনিকর্ন গড়ে তোলা। তিনি বলেন, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে মহিলাদের সশক্তিকরণে দেশের দৃষ্টিভঙ্গি এতে ধরা প।ছে। আজ দেশের পাঁচটি অ-কৃষি ব্যবসা মহিলা দ্বারা চালিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। গত ৯ বছরে ৭ কোটিরও বেশি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছেন। তাদের মূলধনী চাহিদার ক্ষেত্রে এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ৬ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ যে এক গুরুত্বপূর্ণ মূল্যশৃঙ্খল তৈরি করেছে তা ব্যাখ্যা যায়।প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে ছোট উদ্যোগপতি হিসেবে মহিলারা যে অবদান রাখছেন তাই নয়, সক্ষম আর্থিক ব্যক্তি হিসেবেও তাঁরা নিজেদের গড়ে তুলছেন। ‘ ব্যাঙ্ক সখী’, ‘ কৃষি সখী’, ‘ পশু সখী’ কর্মসূচিগুলি গ্রামীণ বিকাশে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমবায় ক্ষেত্রগুলির রূপান্তর ঘটছে এবং এই ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকাকেও রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। ২ লক্ষেরও বেশি বহু উদ্দেশ্যসাধক সমবায়, দুগ্ধ সমবায়, মৎস্য সমবায় আগামীদিনে তৈরি করতে হবে। প্রাকৃতিক চাষবাসের সঙ্গে ১ কোটি কৃষককে যুক্ত করার একটি লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। মহিলা কৃষক এবং উপাদক গোষ্ঠী এক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারেন বলে তিনি জানান।শ্রী অন্ন-র প্রসারের ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা ব্যাখ্যা করে শ্রী মোদী বলেন, শ্রী অন্ন-র ক্ষেত্রে ১ কোটিরও বেশি আদিবাসী মহিলার প্রথাগত অভিজ্ঞতা এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির অঙ্গ। শ্রী অন্ন-কে প্রক্রিয়াজাত খাবারে রূপান্তরিত করে তার বিপণনের সম্ভাবনার দিকগুলিকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। বহুক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা ক্ষুদ্র বনজ উপাদনকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বাজারে নিয়ে আসছে। প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে অনেক স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে এবং আমাদের আরও বৃহত্তরে স্তরে একে নিয়ে যেতে হবে বলে তিনি জানান।দক্ষতা বিকাশের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এই বাজেটে ‘ প্রকল্পের যে কথা বলা হয়েছে তা মহিলা সশক্তিকরণে নতুন সম্ভাবনার এক সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করবে। অনুরূপভাবে, জিইএম এবং ই-কমার্স মহিলাদের ব্যবসার সুযোগকে ক্রমেই সম্প্রসারিত করছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি জানান।প্রধানমন্ত্রী পুনরায় জোর দিয়ে বলেন, দেশ ‘ সবকা সাথ, সবকা বিকাস, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস’ - এই ভাবধারা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, মহিলারা জাতীয় সুরক্ষায় ভূমিকা নিতে দেখা যাচ্ছে। রাফায়েল যুদ্ধবিমান ওড়াচ্ছেন তাঁরা। তাঁরা নিজেরা যখন উদ্যোগপতি হয়ে উঠবেন এবং ঝুঁকি ও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, তখন তাঁদেরকে নিয়ে চিন্তারও পরিবর্তন ঘটবে। তিনি উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক নির্বাচনে নাগাল্যান্ডে এই প্রথমবার দুই মহিলা বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। এঁদের একজন মন্ত্রী পদে শপথও নিয়েছেন। মহিলাদের প্রতি সম্মান এবং সমতার বোধের উত্তোরণ ঘটানোর মধ্য দিয়েই দেশ এগিয়ে যেতে পারবে। আমি আপনাদের সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি, মহিলা, ভগিনী এবং কন্যাদের চলার পথে যে কোনও রকম প্রতিবন্ধকতাকে উপাটিত করার সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে চলুন। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণ শেষ করেন। রাষ্ট্রপতি লিখেছেন - অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা আমাদের ওপর নির্ভর করছে। এর ফলে আজ আমি আপনাদের প্রত্যেককে আহ্বান জানাচ্ছি আপনাদের পরিবারে, এলাকায় বা কর্মক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন আনার কাজে আপনারা যুক্ত হন। এমন পরিবর্তন যা একটি মেয়ের মুখে হাসি ফোটাবে এবং জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পথকে মসৃণ করবে। এটি একটি অনুরোধ, আমি আগেও যা বলছি, হৃদয় থেকে উৎসারিত।

নাগরিকদের জীবনযাত্রার সহজলভ্যতা বাড়াতে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকারঃঅমিত শাহ

আহমেদাবাদ, ১১ মার্চ ঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার আহমেদাবাদে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এদিন সকালে আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং আহমেদাবাদ নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর ১৫৪ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন।এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকদের জীবনযাত্রার সহজলভ্যতা বাড়াতে কাজ করছে। তিনি বলেন, সরকার দেশকে সুন্দর ভবিষ্য দিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং জনকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা তৈরির ওপর জোর দিচ্ছে।অমিত শাহ আরও বলেন, আমাদের শিশুদের ভবিষ্য চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত করার জন্য সরকার জাতীয় শিক্ষানীতিতে পরিকল্পিত স্মার্ট স্কুলও স্থাপন করছে।গান্ধীনগর লোকসভা কেন্দ্রে আজ উদ্বোধন করা উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির মধ্যে সানাথালে একটি উড়াল সেতু, পাঁচটি স্মার্ট স্কুল এবং সিনিয়র সিটিজেন পার্ক রয়েছে।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বীকে তলব সিবিআইয়ের, বড় কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার

পাটনা, ১১ মার্চ ঃবিহারে বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি কাণ্ডে চাপ বাড়াচ্ছে ইডি, সিবিআই।শুক্রবার লালুপ্রসাদ যাদব ঘনিষ্ঠ বিধায়কের বাড়িতে ইডি হানা হওয়ার পর, শনিবার উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব-কে তলব করেছে সিবিআই। চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে জমি দখল দুর্নীতি ইস্যুতে লালু পুত্র তেজস্বীকে সমন করে সিবিআই। বিহারের বিরোধী নেতা ও তাঁর ডেপুটিকে সিবিআই তলব নিয়ে বলতে গিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বললেন, ২০১৭ সালে যখন আমরা (জেডিইউ, আরজেডি) একসঙ্গে সরকার চালাচ্ছিলাম, তখনও বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি হানা চালানো হচ্ছিল। এখন আমরা আবার এক হয়ে সরকার গড়েছি। তাই আবার সক্রিয় হয়েছে কেন্দ্রীয়এজেন্সিগুলি।

অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কিরণ রেড্ডি যোগ দিচ্ছেন বিজেপিতে

হায়দরাবাদ, ১১ মার্চ ঃ তেলেঙ্গনা গঠনের আগে অন্ধ্রপ্রদেশের শেষ মুখ্যমন্ত্রী কিরণ কুমার রেড্ডি বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন। খুব শীঘ্রই বিজেপিতে নাম লেখাতে চলেছেন এক সময়ের দাপুটে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী। তেলঙ্গানায় দারুণ শক্তিশালী হলেও অন্ধ্রে এখনও অনেকটাই দুর্বল বিজেপি। কিন্তু জগনমোহন রেড্ডির রাজ্যে এবার পদ্ম ফোটানোর কাজ শুরু করে দিল পদ্ম শিবির।২০১০ সাল থেকে তিন বছর অন্ধ্রের সিংহাসনে থাকা কংগ্রেসের এক সময়ের দাপুটে নেতা কিরণ রেড্ডি সদলবলে বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন। ২০১৪ সালে কংগ্রেস ছেড়ে নিজের দল গড়েছিলেন অন্ধ্রের ১৬ তম মুখ্যমন্ত্রী। এবার বিজেপি-তে ঢুকে রাজ্য রাজনীতিতে ঝড় তুলতে চাইছেন রেড্ডি।

বিতর্কে জড়ালেন সাকিব, মেজাজ হারিয়ে মারলেন এক ভক্তকে

ঢাকা, ১১ মার্চ ঃ মেজাজ হারিয়ে বিতর্কে জ।ড়িয়ে প।লেন বাংলাদেশের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে সিরিজের প্রথম টি-২০ ম্যাচে হারায় বাংলাদেশ। তারপরে এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন সাকিব। সেখানেই তাঁর ভক্তরা ঘিরে ধরলে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন সাকিব। ওই অনুষ্ঠানে সাকিবকে দেখে সই নেওয়ার ও সেল্ফি তোলার জন্য ঘিরে ধরেন বহু ভক্ত। নিরাপত্তারক্ষীদের বেড়াজাল টপকে সাকিবকে ঘিরে ফেলে জনতার ঢল। কার্যত জনতার মাঝে বন্দি হয়ে যান

ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভায় সদস্যদের মধ্যে দফতর বন্টন, বড়সড় রদবদল

আগরতলা, ১১ মার্চ ঃ ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে দফতর বন্টন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে দফতরের বন্টনের ক্ষেত্রে পুরনো মন্ত্রিদের দফতরগুলিতে ব।স। রদবদল করেছেন তিনি। মুখ্য সচিব জে কে সিনহা ওই দফতর বন্টনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা)ঃমানিক সাহা স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পূর্ত, নগরোন্নয়ন, গ্রামোন্নয়ন এবং তথ্য ও সংস্কৃতি সহ বাকি সমস্ত অবণ্টিত দফতরের দায়িত্ব নিজের কাছেই রেখেছেন।এছাড়া রতন লাল নাথ বিদ্যুত, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং নির্বাচন দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন। গত মন্ত্রিসভায় তিনি শিক্ষা, তপশীলি জাতি কল্যাণ, আইন এবং সংসদ বিষয়ক দফতরের দায়িত্বে ছিলেন। নতুন মন্ত্রিসভায় প্রণজি সিংহ রায় অর্থ, পরিকল্পনা এবং তথ্য-প্রযুক্তি দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন। গত মন্ত্রিসভায় তিনি কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, পরিবহণ ও পর্যটন দফতরের দায়িত্ব সামলেছেন।এবার সুশান্ত চৌধুরী খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা বিষয়ক এবং পরিবহণ ও পর্যটন দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন। গত মন্ত্রিসভায় তিনি তথ্য ও সংস্কৃতি, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান এবং যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দফতরের দায়িত্বে ছিলেন। সান্তনা চাকমাকে শিল্প ও বাণিজ্য, কারা এবং ওবিসি কল্যাণ দফতরের দায়িত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত মন্ত্রিসভায় তিনি সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্য এবং নগরোন্নয়ন দফতরের দায়িত্বে ছিলেনএদিকে, টিংকু রায় যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা এবং শ্রম দফতর, বিকাশ দেববর্মা জনজাতি কল্যাণ, হস্ততাঁত, হস্তকারু ও উদ্যান এবং পরিসংখ্যান দফতর, সুধাংশু দাস তপশীলি জাতি কল্যাণ, প্রাণিসম্পদ বিকাশ এবং মৎস এবং শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া সমবায়, জনজাতি কল্যাণ(টি আরপি এবং পিটিজি) এবং সংখ্যালঘু কল্যাণ দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন।

পানিপথের ঐতিহাসিক ভূমিতে আয়োজিত হচ্ছে সঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক, অংশ নেবেন ১৪০০-র বেশি প্রতিনিধি

নাগপুর, ১১ মার্চ ঃ হরিয়ানার পানিপথের ঐতিহাসিক ভূমিতে এবার আয়োজিত হচ্ছে সঙ্ঘের সর্বভারতীয়. প্রতিনিধি সভার বৈঠক। ১৪০০-র বেশি প্রতিনিধি সঙ্ঘের শতবর্ষ কাজের পরিকল্পনা করবেন। ১২ মার্চ সকাল থেকে ১৪ মার্চ বিকাল পর্যন্ত সঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রতিনিধি সভা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা হল সঙ্ঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ। এই বৈঠকে বিগত বছরের কাজগুলি পর্যালোচনা করা হয় এবং আগামী বছরে সঙ্ঘ কাজের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই বছর, তিন দিনের প্রতিনিধি সভা পানিপথ জেলার সমলখায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সারা দেশ থেকে সঙ্ঘের ১৪০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি এই বৈঠকে অংশ নেবেন। এতে সর্বভারতীয় ৩৪টি সংগঠন থেকে প্রতিনিধি অংশ নেবেন।আগামী ১৪ মার্চ প্রতিনিধি সভা বৈঠকর শেষ দিন, সরকার্যবাহ শ্রী দত্তাত্রেয় হোসাবোলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার পর বৈঠকে আলোচিত বিষয়ে তথ্য দেবেন। সুনীল আম্বেকর বলেছেন, ১২ মার্চ সকালে প্রতিনিধি সভার উদ্বোধন হবে। সরসঙ্ঘচালক মোহন রাও ভাগবত, সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবলে, সমস্ত সহ-সরকার্যবাহ, সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী, সমস্ত ক্ষেত্র ও প্রান্তের সঙ্ঘচালক এবং কার্যকর্তারা এবং আনুষঙ্গিক সংগঠনের পদাধিকারীগণ উপস্থিত থাকবেন। তিনি বলেন, ২০২৫ সালে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার শত বর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে। প্রতিনিধি সভায় সংগঠনের শতবর্ষ কাজের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ২০২২-২৩-র পর্যালোচনা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে,২০২৩-২৪-র জন্য একটি কার্য পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। আগামী বছরের পর্যালোচনার পাশাপাশি, ২০২৫ সালের মধ্যে সঙ্ঘের সাথে নতুন ব্যক্তিদের যোগদান, ২০২৩-২৪ বছরের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা নিয়ে আলোচনা করা হবে। তিনি বলেন, সঙ্ঘের শাখা সঙ্ঘের মেরুদণ্ড এবং শাখা সামাজিক পরিবর্তনের কেন্দ্র। স্বয়ংসেবকরা সামাজিক অবস্থা অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে বিষয় নির্বাচন করে এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কাজ করে। সমাজকে স্বাবলম্বী করতে, সেবামূলক কাজের সম্প্রসারণ, সমাজে সামাজিক সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি, পরিবেশ সুরক্ষা, অমৃতকালের অধীনে দেশে কী কী কাজ করা উচিত, এই সমস্ত বিষয় সমাজে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। শ্রী আম্বেকর আরও বলেন, ২০২৪ সালে মহর্ষি দয়ানংেদর জন্মের ২০০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে এবং ভগবান মহাবীরের ২৫৫০ তম নির্বাণ বর্ষ সম্পর্কে একটি বিশেষ বিবৃতিও জারি করা হবে।

বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল বৃহৎ অর্থনীতি হওয়ার জন্য বিশ্বে শিরোনাম হচ্ছে ভারতঃঅনুরাগ ঠাকুর

পুণে, ১১ মার্চ ঃ বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল বৃহ অর্থনীতি হওয়ার জন্য বিশ্বে শিরোনাম হচ্ছে ভারত। বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। পুণের সিমবায়োসিস আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু হচ্ছে চতুর্থ যুব-২০ পরামর্শ বৈঠক। শনিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া এবং তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী

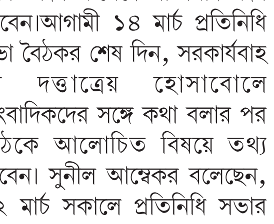

অনুরাগ সিং ঠাকুর।তিনি এদিন বলেছেন, যুব-২০ পরামর্শ বৈঠক তরুণদের জন্য তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং ধারণা ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম উপস্থাপন করে। পাশাপাশি সমাধান ও সুপারিশ তৈরি করে যা জি-২০ নেতৃত্বের কাছে উপস্থাপন করা হবে। এই শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের ভূমিকা শুধু কথা বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি যুবকদের শোনানো এবং সক্রিয়ভাবে বৈশ্বিক এজেন্ডা গঠনের লক্ষ্যও রাখে।তিনি উল্লেখ করেছেন, ভারত বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধনশীল বৃহ অর্থনীতি হওয়ার জন্য সারা বিশ্বে শিরোনাম হচ্ছে। অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, ভারত এখন বিশ্বের প্রথম পাঁচটি অর্থনীতির মধ্যে রয়েছে। মহামারী সম্পর্কে কথা বলার সময়, তিনি বলেছেন ভারত কোভিড-১৯-এর মানবিক সংকটের প্রথম প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন, সাহায্যের সন্ধানকারী থেকে আমরা সাহায্য এবং সহায়তা প্রদানকারী হয়েছি।

দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে ৪৫৬ উর্ধ্বমুখী, সক্রিয় রোগীর সংখ্যা, করোনায় একজনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৩,৪০৬-এ পৌঁছে গিয়েছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪৫৬ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৪০৬-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিসাধীন রয়েছেন ভারতে। নতুন করে ৪৫৭ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,৪৬,৮৯,৯৬৮ জন। একজনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭৮০-এ পৌঁছেছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৫,৭৮২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৭ হাজার ১৪৭ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৪,৪৮,৩৭৭। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসি এমআর) জানিয়েছে, ১০ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৯০,৫৪৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর আগমণের অপেক্ষায় কর্ণাটক, ১২ মার্চ উৎসর্গ করবেন একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগমণের অপেক্ষায় কর্ণাটকের জনগণ। ১২ মার্চ, রবিবার কর্ণাটক সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন কর্ণাটকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১২ মার্চ কর্ণাটক সফর করবেন। সেখানে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।প্রধানমন্ত্রীর দফতর জানিয়েছে, কর্ণাটকে প্রায়

১৬ হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প উসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন তিনি। ১২ মার্চ কর্ণাটক সফরকালে বেঙ্গালুরু-মাইসুরু এক্সপ্রেসওয়ে এবং আইআইটি ধারওয়াদ দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী।

রাষ্ট্রপতি মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ গত শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবেনিজ।প্রধানমন্ত্রী আলবানিজ এবং তাঁর প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ। দুদেশের মধ্যে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করেছে। তিনি আস্থা প্রকাশ করেন যে এই সফর ভারত-অস্ট্রেলিয়া সম্পর্ককে আরও গতি দেবে।রাষ্ট্রপতি ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক গভীর হওয়ার বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, দুদেশের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, জ্বালানি, সাইবার কূটনীতি এবং উদ্ভাবনের উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতে তাদের ব্যবহারিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখা উচিত।রাষ্ট্রপতি বলেন, অস্ট্রেলিয়ায ভারতীয় সম্প্রদায় কঠোর পরিশ্রমী এবং শান্তিপ্রিয়, পাশাপাশি উদ্যোক্তা দক্ষতার অধিকারী হিসাবে পরিচিত। তিনি আস্থা প্রকাশ করেছেন যে অস্ট্রেলিয়া সরকার ভারতীয় সম্প্রদায়কে একটি নিরাপদ, ভয়-মুক্ত এবং ইতিবাচক পরিবেশ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেবে।

২৪ মে-র আগেই কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, জানিয়ে দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

বেঙ্গালুরু, ১১ মার্চ চলতি বছরের ২৪ মে-র আগেই বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কর্ণাটকে। জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। শনিবার বেঙ্গালুরুতে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেছেন, কর্ণাটক বিধানসভার মেয়াদ ২০২৩ সালের ২৪ মে পর্যন্ত। তার আগেই নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার আরও বলেছেন, কর্ণাটকে এই প্রথমবার সমস্ত ৮০ ঊর্ধ্বে বয়সী এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ভোটারদের সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি তাঁরা ইচ্ছা করেন, তাঁরা বাড়ি থেকেও ভোট দিতে পারবেন। একটি ফর্ম ১২ডি রয়েছে যা বিজ্ঞপ্তির ৫ দিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে, কোনও ৮০ ঊর্ধ্বে বয়সী এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী, যাঁরা বাড়ি থেকে ভোট দিতে ইচ্ছুক, তাঁরা সুবিধা পাবেন।

সতীশের মৃত্যু ঘিরে ঘনাচ্ছে রহস্য, বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু ওষুধ উদ্ধার করল পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ প্রবীণ অভিনেত্রী সতীশ কৌশিকের মৃত্যু ঘিরে ক্রমেই রহস্য দানা বাঁধছে। দিল্লিতে এক বন্ধুর খামারবাড়িতে হোলির পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন সতীশ। সেখানেই থাকাকালীনই অস্বস্তি বোধ করেন তিনি। গাড়ি করে হাসপাতালে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় অভিনেতা-পরিচালকের। সতীশের মৃত্যুর দিন কয়েকের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির ওই খামারবাড়িতে তল্লাশি চালায় দিল্লি পুলিশ। ওই খামারবাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক ওষুধ।এদিকে, শনিবারই অভিনেতার দেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেয়েছে দিল্লি পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে পুলিশ। ইতিমধ্যেই দিল্লির খামারবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু ওষুধ উদ্ধার করেছে দিল্লি পুলিশ। ওই পার্টিতে কারা কারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সম্পূর্ণ তালিকা চেয়েছেন তদন্তকারীরা।

একের পর এক মিসাইল ছুড়ে হুঁশিয়ারি কিম জং উনের

পিয়ংইয়ং, ১১ মার্চ ঃ আগামী সপ্তাহেই আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়ার মিলিত সামরিক মহড়া হওয়ার কথা রয়েছে। সেই সময়ই মিসাইল ছুঁড়ে নিজেদের শক্তি জাহির করছেন কিম জং উন । বৃহস্পতিবার উত্তর কোরিয়ার তরফে শর্ট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল ছোড়ে। পশ্চিম উপকূল লক্ষ্য করে এই মিসাইল ছোড়া হয়। সূত্রের খবর, একসঙ্গে কমপক্ষে ছয়টি মিসাইল ছোড়ে উত্তর কোরিয়া। সে দেশের প্রশাসক কিম জং উন আসল যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে।উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে বিবাদ দীর্ঘদিনের। দেশ ভাগ হওয়ার পর থেকেই ক্রমাগত দক্ষিণ কোরিয়ার জমি দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করেছে উত্তর কোরিয়া। পাল্টা জবাব দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়াও। একদিকে যেখানে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে আমেরিকার মত শক্তিধর দেশগুলির বন্ধুত্ব, সেখানেই উত্তর কোরিয়ার সখ্যতা রয়েছে রাশিয়া, চিনের মত দেশের সঙ্গে, যেখানে কার্যত একনায়কতন্ত্রেই দেশ শাসন চলে। বিগত বেশ কয়েক মাস ধরেই ফের একবার উত্তর কোরিয়া ও দক্ষইণ কোরিয়ার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছে। এর আগেও একাধিকবার দক্ষিণ কোরিয়া লক্ষ্য করে মিসাইল ছোড়ে উত্তর কোরিয়া।দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ জানান, গত বৃহস্পতিবার বিকেল ৬টা ২০ মিনিট নাগাদ নাম্পোর পশ্চিম উপকূল এলাকা লক্ষ্য করে মিসাইল ছোঁড়া হয়। ওই মিসাইলগুলি কত দূর উড়ে গিয়ে ও কোথায় আছড়ে পড়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। অন্যদিকে, আমেরিকার ইন্দো-প্যাসিফিক কম্যান্ডের তরফে জানানো হয়েছে, উত্তর কোরিয়ার ছোড়া এই মিসাইলে আমেরিকা বা তার বন্ধু দেশগুলির নিরাপত্তায় কোনও ঝুঁকি নেই। তবে প্রাংগংয়ের ছোড়া মিসাইল এলাকায় অশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে।সম্প্রতিই কিম জং উনের বোন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত উত্তর কোরিয়া।উল্লেখ্য, উত্তর কোরিয়া ক্রমাগত যে পরমাণু হামলার হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরই আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়া-দুই দেশ মিলিতভাবে যৌথ সামরিক মহড়া শুরু করেছে। সম্প্রতিই দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের তরফে জানানো হয়েছিল, উত্তর কোরিয়া যেভাবে পরমাণু হামলার হুঁশিয়ারি দিচ্ছে, তার জন্য দেশগুলিকে সামরিক শক্তি বাড়ানো প্রয়োজন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১২ মার্চ ঃরবিবার, ২৭ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১২মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৭ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৭ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২৬ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.০৪ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২২.০৬এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৭৮শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৫৫মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ৪০মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃস্বাস্হ্য ভালোই থাকবে। আপনার বাসস্থান সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না বিবাহের যোগ হবেই।
বৃষভ রাশিঃগর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আজ, আপনার ভাইবোনরা আপনাকে আর্থিক সহায়তা চাইতে পারে।
মিথুন রাশিঃএকটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। নতুন চুক্তিগুলি লাভজনক মনে হতে পারে কিন্তু আকাঙ্খিত অনুযায়ী লাভ আনবে না- আর্থিক বিনিয়োগের সময় কোন হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবেন না।
কর্কট রাশিঃ কটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আর্থিক সংকট
সিংহ রাশিঃকাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে-
কন্যা রাশিঃআজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন।
তুলা রাশিঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে বেড়ানো আপনার আর্থিক ঝামেলাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
বৃশ্চিক রাশিঃজীবনের প্রতি গম্ভীর মনোভাব বর্জন করুন। ঝুঁকি বা অপ্রত্যাশিত লাভের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থান উন্নত হবেই।
ধনু রাশিঃ শারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন
মকর রাশিঃআপনার উচ্চ উদ্দীপনা সত্ত্বেও আপনি এমন কারোর অভাব অনুভব করবেন
কুম্ভ রাশিঃ একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। অতীতে যে সমস্ত লোকেরা তাদের অর্থ বিনিযোগে করেছিল তারা আজ সেই বিনিযোগে থেকে উপকৃত হবেই
মীন রাশিঃআপনার স্বাস্হ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা করা প্রত্যাখ্যান করুন। অসুস্থতা প্রতিহত করার এটি একটি ক্ষমতাশালী প্রতিরোধ। সম্পর্কে তিনি লিখিতভাবে এটি

কলকাতা ও উপকূলের জেলায় এখনই বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি হলেও কলকাতা এবং মহানগরী সংলগ্ন উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থাকবে। তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। ৩২ থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশেই ঘোরাফেরা করবে। তবে আকাশ মেঘলা থাকবে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। যদিও আগামী সপ্তাহেই কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণ ও উত্তর দুই বঙ্গেই। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহেই কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে। বাদ যাবে না উত্তরবঙ্গও। আবহবিদরা জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে এই মুহূর্তে একটি

সরকারি নিয়ন্ত্রণেই পোস্ত চাষ হবে রাজ্যে, চিঠি পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ পোস্তর দামে গেরস্থের ঘরে নাভিশ্বাস উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের কাছে পোস্ত চাষের অনুমতি চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন থেকে কেন্দ্রীয় রাজস্ব সচিব সঞ্জয় মালহোত্রার কাছে এই ব্যাপারে চিঠি গিয়েছে। তাতে সম্পূর্ণ সরকারি ফার্মে সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণে পোস্তচাষের কথা সরকার বিবেচনা করছে বলেজানতে পারা গিয়েছে। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ''আমাদের রাজ্যে ১৬৩টি সরকারি খামার রয়েছে। সেখানে সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণে পোস্তচাষ করা যেতেই পারে।'' নবান্ন সূত্রের খবর, কেন্দ্র এই অনুমতি দিয়ে দেবে, এটা ধরে নিয়েই রাজ্যের হর্টিকালচার বিভাগ ইতিমধ্যেই পোস্তচাষের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। বিশেষকরে জল জমে না এমন খামারগুলি আলাদা করে চিহ্নিত করা হচ্ছে। যা পোস্তচাষের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত। আসলে, পোস্ত চাষের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে বাংলায়।মন্ত্রী এই কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, ''বাংলার মানুষই সবচেয়ে বেশি পোস্ত খায়। চাহিদা সর্বাধিক। বাংলায় পোস্ত চাষ হলে কেন্দ্রকে আর বাইরে থেকে পোস্ত আমদানি করতে হবে না। যা অর্থনৈতিকভাবে বাংলা তথা দেশের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।'' বৃহস্পতিবারই মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় খাদ্য বাজেট নিয়ে বলতে গিয়ে পোস্ত চাষ নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ দাগেন। প্রশ্ন তোলেন, কেন মাত্র চারটি রাজ্যে পোস্ত চাষ হবে? বাংলা কেন পোস্ত চাষের অনুমতি পাবে না? মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী শিবিরে থাকা বিধায়কদেরও এই ব্যাপারে সরব হতে বলেন। কেন্দ্রকে লিখতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট যুক্তি, বাংলার মানুষ সবচেয়ে বেশি পোস্ত খায়। আলুপোস্ত, পোস্ত বড়া, ঝিঙেপোস্ত, রুইপোস্তসবই পছন্দের মেনু। তবু চড়া দামে ভিন রাজ্য থেকে পোস্ত কিনতে হচ্ছে। বাংলায় পোস্ত চাষ হলে রাজ্যবাসীকে ১০০ টাকায় পোস্ত খাওয়ানো যাবে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পোস্তচাষের ব্যাপারে নবান্নে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। সেখানেই কেন্দ্রের কাছে চিঠি পাঠানোর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। জানা গিয়েছে, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান সহ চারটি রাজ্যকে পোস্তচাষের অনুমতি দেওয়া আছে। পুণেতেও একটি সংস্থাকে গবেষণার স্বার্থে পোস্তচাষের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বাজারে পোস্তর চাহিদা আকাশছোঁয়া। কিন্তু জোগান সেই অনুপাতে কম। খুচরো দর কেজিপ্রতি ১৭০০-১৮০০ টাকা। প্যাকেটবন্দি পোস্তর দাম কেজি প্রতি ১৯০০-২৫০০ টাকা। আসলে নারকোটিক বিভাগের নিষেধাজ্ঞার কারণেই পোস্তচাষ করতে পারে না রাজ্যগুলি। শুধু কয়েকটা রাজ্যকে ছাড় দেওয়া আছে। এবার এই ছাড়ের পরিধি বাড়িয়ে বাংলাকেও অনুমতি দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ের সামনে বাসস্ট্যান্ডের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া,১১ মার্চ ঃ উলুবেড়িয়ার সাংসদ সাজদা আহমেদের সাংসদ তহবিলের অর্থে নির্মিত হাওড়া জেলার বেলপুকুরে শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ের সামনে বাসস্ট্যান্ডের, মৌলা নেতাজী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত গেট ও গড়চুমুক ধীবরপাড়ার কালভার্টের উদ্বোধন করলেন উলুবেড়িযার সাংসদ সাজদা আহমেদ। শনিবার শ্যামপুর এর বেলপুকুরে শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ের সামনে বাসস্ট্যান্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান,মৌলা নেতাজী বিদ্যালয়ের গেট ও গড়চুমুক ধীবরপাড়ার কালভার্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংসদ সাজদা আহমেদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্যআমপউরএর বিধায়ক কালীপদ মন্ডল, হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ্য নদেবাসী জানা, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীধর মন্ডল,শ্যামপুর ২নং ব্লকের বিডিও ফারহানাজ খানম,শ্যামপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলফিকার আলী মোল্লা প্রমুখ।

হাওড়ার ঘুসুড়িতে নির্মীয়মান বহুতলে আগুন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ মার্চ ঃ হাওড়ার ঘুসুড়িতে আগুন লাগল একটি নির্মীয়মান বহুতলে। ওই বহুতলের ভিতরে কাঠের তক্তা, বাঁশ থাকায় মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখা। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে চারিদিক। খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। আগুন আতঙ্কে স্থানীয়রাও বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় আগুন। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, ঘুসুড়ি অটোস্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত ওই নির্মীয়মান বহুতল। সেখানে বাজার গড়ে ওঠার কথা। মধ্যরাতের কিছু পরে আচমকা আগুন ধরে যায় ওই বহুতলে। ঢালাই হয়ে গিয়েছিল ওই বহুতলে। কাঠের তক্তা এবং বাঁশ লাগানো ছিল। তাতেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ওই এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ। ফলে রাতের অন্ধকারে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা আঁতকে ওঠেন স্থানীয় মানুষজন। আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়।

গ্রুপ সি পদে জেলা পরিষদ সদস্যা তৃণমূল নেত্রীর চাকরি গেল

বনস্পতি দে, হুগলি, ১১ মার্চ ঃ সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ৮৪২ জন গ্রুপ সি কর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। সেই তালিকায় নাম রয়েছে টুম্পা মেটের। চাকরির জন্য টাকা দূর অস্ত, এক প্যাকেট মিষ্টি পর্যন্ত কাউকে দেননি। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে চাকরি হারিয়ে এমনই প্রতিক্রিয়া দিলেন হুগলি জেলা পরিষদের তৃণমূল সদস্য টুম্পা মেটে (বাকুলি)। তাঁর দাবি, পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে চাকরি পেয়েছেন। তা সত্ত্বেও কেন চাকরি বাতিল হল তা বুঝতে পারছেন না। তবে এই ঘটনায় দল পাশে থাকবে বলেও আশাবাদী টুম্পা মেটে। জানা গিয়েছে, রিষড়া বামুনারীর বাসিন্দা টুম্পা মেটে হুগলি জেলা পরিষদের তৃণমূল সদস্য এবং তাঁর স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মেটে রিষড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। ২০১৮ সালে শ্রীরামপুর নেতাজি বয়েজ স্কুলে গ্রুপসি পদে টুম্পা চাকরি পান। পাঁচ বছর তিনি সেখানে করণিক হিসাবে চাকরি করেছেন। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ৮৪২ জন গ্রুপ সি কর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। সেই তালিকায় নাম রয়েছে টুম্পা মেটের।যদিও স্ত্রীর চাকরি বাতিল হওয়ায় হতবাক টুম্পা মেটের স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মেটেও। তিনি বলেন, চাকরির প্রয়োজন আমাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারের আছে। কিন্তু স্ত্রীর চাকরির জন্য কাউকে কোনও টাকা দিইনি। এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছিল। ওএমআর শিটে কিছু হয়ে থাকলে সেটা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বলতে পারবে। আমাদের জানা নেই। আমরা দুজনেই যেহেতু তৃণমূল করি, তাই চাকরি চলে যাওয়ায় সামাজিক সম্মান নষ্ট হবে। পাঁচ বছর ওই স্কুলে চাকরি করল তারপর কি করে কি হল আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। টুম্পা পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল। আমি নিজে ওকে পড়াতাম। এখন বিরোধীরা অপপ্রচার করবে। একইভাবে টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন টুম্পা মেটে। এই ঘটনায় দল পাশে থাকবে বলে আশাবাদী টুম্পা। তাঁর কথায়, ২০১৬ সালে পরীক্ষা দিই। তারপর কয়েকটি পরীক্ষা দিয়ে চাকরিতে যোগ দিই। মিডিয়ার মাধ্যমে দেখছি, এই চাকরিতে অনেক টাকা পয়সার লেনদেন হয়েছে। আমি কিন্তু কোনও টাকা লেনদেনে যুক্ত নই। কাউকে মিষ্টি পর্যন্ত দিইনি। এটা সিবিআই, ইডি জিজ্ঞাসা করলেও বলব। বিরোধীরা এটা নিয়ে হয়ত আমাকে আমার দলকে কালিমালিপ্ত করতে চাইবে। কিন্তু মানুষের জন্য সততার সঙ্গে কাজ করেছি। তাই দল পাশে থাকবে এটা মনে করি। অন্যদিকে, তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যর চাকরি বাতিলের ঘটনায় শাসকদলকে কড়া ভাষায় তোপ দেগেছেন বিজেপি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মোহন আদক। তিনি বলেন, যেভাবে গোটা রাজ্যে শিক্ষায় দুর্নীতি হয়েছে তা তৃণমূল অস্বীকার করতে পারবে না। হাইকোর্ট যে রায় দিচ্ছে সেটা যুক্তিসঙ্গত এবং গুরুত্বপূর্ণ। টুম্পা মেটে যতই অস্বীকার করুন, আদালত বিবেচনা করেই এই রায় দিয়েছে। তৃণমূল আর দুর্নীতি সমার্থক।বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে ইতিমধ্যে অনেকে চাকরি হারিয়েছেন। এবার এই তালিকায় যুক্ত হলেন খোদ হাইকোর্টের নির্দেশেই গ্রুপসি পদের চাকরি খোয়ালেন তিনি। টাকা দিয়েই বেআইনিভাবে টুম্পা মেটে চাকরি পেয়েছেন বলে অভিযোগ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার ররে তৃণমূল জেলা পরিষদ সদস্যর দাবি, টাকা তো দূরের কথা, এক প্যাকেট মিষ্টিও কাউকে দেননি। পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। তবে এই ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

নিখোঁজ শিশুর মৃতদেহ মিললো গঙ্গা থেকে, বেলুড়ে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, ১১ মার্চ ঃ গত হোলির দিন থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ছিল হাওড়ার বেলুড়ের আট বছরের এক শিশু। শনিবার সকালে অবশেষে গঙ্গা থেকে উদ্ধার হয় তার মৃতদেহ। গত ৮ মার্চ নিখোঁজ হয় অনুরাগ সাউ। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার হদিস পাযনি বাড়ির লোকজন। থানায় নিখোঁজ ডায়েরির পাশাপাশি নিরুদ্দেশ পোস্টার দিয়ে এবং ইঃ টারনেটে খোঁজার চেষ্টা করেও তার কোন হদিস পাযনি বাড়ির লোকজন। তবে সিসিটিভি ক্যামেরায় তার হেঁটে যাওয়ার ছবি দেখতে পান বাড়ির লোকজন। তবে, শনিবার সকালে গঙ্গা থেকে উদ্ধার হয় অনুরাগ সাউয়ের (৮) মৃতদেহ। এই ঘটনায় শোকের ছাযা নেমে এসেছে। পরিবারের লোকেদের অভিযোগ তাদের ছেলেকে কেউ মেরে গঙ্গায় ফেলে দিযেছে। বেলুড় থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। মা প্রিয়াঙ্কা কুমারী বলেন, ছেলেকে স্নান করার জন্য শ্যাম্পু দিয়েছিলাম। ওর কয়েকজন বন্ধু ঘরে চলে এলেও সে ঘরে আসেনি। অনেক জায়গায় খোঁজ চালানো হয়। গঙ্গার কাছে বেশ কয়েকবার যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি। এদিন ছেলে উদ্ধার হয়। মনে হয় ছেলেকে খুন করা হয়েছে। আগে জানলে সতর্ক হয়ে যেতাম। মামা রাহুল কুমার বলেন, আমাদের বাড়ির বাচ্ছা ১২টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। সিসি ক্যামেরায় যতটা দেখা গিয়েছে গঙ্গার দিকে যায়নি। মনে হচ্ছে গঙ্গায় মেরে ফেলে দিয়েছে। কারও সঙ্গে আমাদের শত্রুতা নেই।

ইআর-র আরপিএফ জাল নিয়োগের র‍্যাকেট ফাঁস করল

কলকাতা, ১১ মার্চঃ একটি গোপন তথ্যের ভিত্তিতে, শুক্রবার (১০.০৩.২০২৩), ইন্সপেক্টর RPFঅ্যাডমিন পোস্ট শ্রী বিষ্ণুকান্ত পান্ডের তত্ত্বাবধানে আরপিএফ জাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট র‍্যাকেট ফাঁস করল শিয়ালদহ ডিভিশনের একটি দল ক্রাইম ইন্টে লিজেন্স ব্রাঞ্চ শিয়ালদহের সহায়তায় বি আর সিং রেলওয়ে হাসপাতাল শিয়ালদহ এর আশেপাশে একটি অ্যামবুশ নজরদারি করেছিল ১৫.৩০ টা থেকে। পরবর্তীতে প্রায় ১৬.০০ ঘটিকায় তারা লক্ষ্য করে যে প্রায় ৫ জন ব্যক্তি সন্দেহজনকভাবে কিছু কাগজপত্র নিয়ে কাজ করছে। প্রাথমিক তথ্য তাদের কাছে পাওয়ার সাথে সাথে, আরপিএফ তাদের সম্ভাব্য সমস্ত কোণ থেকে ঘিরে রেখেছে। জিজ্ঞাসা করা হলে, তারা প্রকাশ করে যে তারা রেলওয়ের চাকরির জন্য মেডিকেল পরীক্ষার জন্য শিয়ালদহের বিআর সিং রেলওয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন

যারা তাদের রেলে চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদে, বি আর সিং হাসপাতাল এলাকায় ধরা পড়া চাকরীর র‍্যাকেটের সদস্য প্রকাশ করেছেন যে তিনি এই জাল চাকরীর র‍্যাকেটের শিকার তিন (০৩) প্রার্থীর মেডিকেল পরীক্ষা নিশ্চিত করতে শিয়ালদহ বিআর সিং হাসপাতালে পৌঁছানোর জন্য অন্য একজনের দ্বারা নিযুক্ত ছিলেন। তার কাছ থেকে উদ্ধার ও জব্দ করা জিনিসগুলো হলো (ক) মেডিকেল পরীক্ষার জন্য তিনটি কল লেটার, (খ) একটি পুরানো ও ব্যবহৃত সবুজ রঙের মোবাইল ফোন, (গ) একটি পুরানো ও ব্যবহৃত সিলভার রঙের মোবাইল ফোন। (ঘ) একটি রেজিস্টার যা চিকিৎসা পরীক্ষার বিবরণ রেকর্ড করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল, (ঙ) ৬০০০- টাকা নগদ এবং (চ) একটি চিনি পরীক্ষার কিট। ভুক্তভোগীরা লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন ভুয়া চাকুরিদাতাদের বিরুদ্ধে। মোট টাকা যার জন্য তাদের জাল চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তা হল ৫ লক্ষ টাকা (পাঁচ লক্ষ) এবং জাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্যাংকে ইতিমধ্যেই দেওয়া অর্থ হয়েছে ২.৫ লক্ষ টাকা (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)। অভিযোগ ও জব্দ তালিকা সহ অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং ভিকটিমদের কলকাতার নারকেলডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জএর কাছে হাজির করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে আবার গঙ্গায় ঝাঁপ যুবকের তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ শনিবার সকালে দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে এক যুবক গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে জানা গেছে। এদিন সকাল পৌনে ৮টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। ওই যুবক বাইক নিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে এসে বাইক রেখে ব্রিজের রেলিং টপকে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন বলে খবর। সূত্রের খবর, ওই যুবকের বাড়ি উত্তর কলকাতার কাঁকুড়গাছি ফুলবাগান এলাকায়। আরও জানা গিয়েছে পেশায় তিনি আইনজীবী। বাইক থেকে ওই যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিমধ্যেই তার খোঁজে গঙ্গায় তল্লাশি করছে রিভার ট্রাফিক পুলিশ। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, হাওড়া থেকে আমি কলকাতা যাচ্ছিলাম। দেখলাম একটা পুলিশে ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। তারপর দাঁড়িয়ে দেখি এক যুবককে সবাই বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ওই যুবক কোনও কথাই শুনছিলেন না। আমি তারপর খিদিরপুর বাজারে চলে যাই। ভেবেছিলাম যে ওই যুবককে উদ্ধার করা যাবে। কিন্তু এসে দেখলাম আমার ভাগ্য খারাপ। এই বাজে খবর শুনতে হল।

শিয়ালদহ মেন লাইনে বাতিল বহু ট্রেন, দেরিতে চলছে লোকাল, চূড়ান্ত ভোগান্তি যাত্রীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ শনিবার সকাল থেকে শিয়ালদহ মেন লাইনের ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়ায় চূড়ান্ত ভোগান্তির মুখে পড়তে হল যাত্রীদের। গন্তব্যে পৌঁছতে অনেকটাই দেরি হয়ে যাওয়ায় বেশ বিরক্ত নিত্যযাত্রীরা। জানা গিয়েছে, শিয়ালদহ মেন শাখায় নৈহাটি ও কল্যাণী স্টেশনের মধ্যে নন ইঃটারলকিংয়ের কাজ চলছে। যে কারণে শনিবার বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এই কাজের জন্যই দেরিতে চলছে বেশিরভাগ লোকাল ট্রেন। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। এদিন সকাল থেকে চাকরি ব্যবসা সহ নানা কাজে শিয়ালদহে আসতে হচ্ছে যাত্রীদের। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারছেন না তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রায় প্রতিটি ট্রেনই ২০-২৫ মিনিট দেরিতে চলছে। একাধিক স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকছে ট্রেন। এমনিতেই বেশ কিছু ট্রেন বাতিল, তার উপর বাকি লোকালগুলি দেরিতে চলছে। আবার কখন কোন ট্রেন ছাড়বে, তার ঘোষণাও সঠিক ভাবে করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। যাত্রীদের হয়রানির কথা মেনে নিয়ে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, নন ইঃটারলকিংয়ের কাজ চলছে। এর জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মাঝের সময়টা বেছে নেওয়া হয়েছে। যাতে পড়ুয়াদের কোনও সমস্যা না হয়। তাছাড়া সপ্তাহান্তে ভিড় তুলনামূলক কম হয়। আজ নয়তো কাল, কাজটা করতেই হত। যাত্রীদের সামান্য সমস্যা হবে ঠিকই। তবে ভবিষ্যতে সুবিধাই হবে।

হাওড়ার ডোমজুড়ের নোনাকুন্ডু'র একটি হাইস্কুলে শিক্ষকদের ঢুকতে বাধা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ মার্চ ঃ হাওড়ার ডোমজুড়ের নোনাকুন্ডু'র একটি হাইস্কুলে শিক্ষকদের ঢুকতে বাধা। অভিভাবকদের একাংশ এবং স্থানীয়রা শিক্ষকদের বাধা দেন বলে অভিযোগ। ডিএ বঞ্চনার প্রতিবাদে শুক্রবার সব সরকারি প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠন। এই ধর্মঘটে সামিল হওয়ায় হাওড়ার ডোমজুড়ের উত্তর ঝাঁপড়দহের একটি হাইস্কুলে শনিবার শিক্ষকদের ঢুকতে বাধা দেন স্থানীয় বাসিন্দারা এবং অবিভাবকদের একাংশ। শুক্রবার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটে সামিল হওয়ার কারণেই স্কুলে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে শনিবার ঘটনাস্থলে আসে ডোমজুড় থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, রাজ্য জুড়ে সরকারি অফিসগুলিতে শুক্রবার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। একমাত্র জরুরি পরিষেবা ছাড়া সরকারি কর্মচারীরা কোনও কাজ করবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যৌথ মঞ্চ। হাওড়ার ডোমজুড়ের ওই স্কুলেও এর প্রভাব পড়ে। শিক্ষকরা স্কুলে শুক্রবার গরহাজির ছিলেন বলে অভিযোগ। এই নিয়ে ক্ষুব্ধ

অভিভাবকদের একাংশ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা মিলে এদিন শিক্ষকদেরই স্কুলে ঢুকতে বাধা দেন বলে অভিযোগ। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ, এদিন স্কুলের শিক্ষকদের স্কুলে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। আমাকে খবর দেওয়া হয়। সেখানে গিয়ে জানা যায় প্রায় ১৫ জন পিকেটিং করছিল। এদের মধ্যে কয়েকজন অভিভাবক। বাকিরা একটি নির্দিষ্ট দলের কর্মী। তারা এসে এই কান্ড করে। স্কুলের শিক্ষকদের নামে কটূ কথা বলা হয়। কথা কাটাকাটি হয়। একপ্রকার জোর করে শিক্ষদের সঙ্গে নিয়ে স্কুল খুলে ঢোকা হয়। এরপর একপ্রকার জোর করে রুম খুলে ক্লাস শুরু করা হয়। পরে পুলিশ এসেছিল। পুলিশ এসে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে। নোনাকুন্ডুর স্থানীয় বাসিন্দা সুরজিৎ কুন্ডু বলেন, গতকাল সরকারের কোনও ঘোষণা না থাকা সত্ত্বেও স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মিড ডে মিল বন্ধ করে দেওয়া হয়। গতকাল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বলে দেওয়া হয় স্কুল ছুটি। এখানকার গরীব ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে পড়ে। গতকাল কেন মিড ডে মিল বন্ধ করে দেওয়া হলো এরই প্রতিবাদে এদিন প্রধান শিক্ষকের কাছে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রধান শিক্ষক তাঁদের ঠেলে বার করে দেন। আমাদের চোর বলা হয়। এরই প্রতিবাদে প্রধান শিক্ষকের ঘর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, গতকাল কোনও ঘোষণা ছাড়াই স্কুল বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। মিড ডে মিল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোনও কারণ ছাড়া পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছুটি দেওয়া ঠিক নয়। সেই কারণেই প্রতবাদ।

রাজ্যে শিশুদের মধ্যে শ্বাসকষ্ট নিউমোনিয়া ও অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা নিম্নমুখী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ রাজ্যে শিশুদের মধ্যে শ্বাসকষ্ট নিউমোনিয়া ও অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা নিম্নমুখী বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। আগে যেখানে এই রোগে প্রতিদিন আক্রান্তের সংখ্যা ৮০০ থেকে ৯০০র মধ্যে থাকছিল এখন তা দৈনিক ৫০০ থেকে ৬০০ র মধ্যে থাকছে বলে মুখ্য সচিব হরি কৃষ্ণ দ্বিবেদী জানিয়েছেন। তবে রাজ্য সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর এবং সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এরই মধ্যে দেশের নানা রাজ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ মাথাচারা দিয়ে ওঠায় সরকার উদ্বিগ্ন। অ্যাডিনো ভাইরাস জনিত পরিস্থিতি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার গতি প্রকৃতির ওপর নজরদারিতে মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। ৮ সদস্যের টাস্কফোর্স এর সদস্যরা হলেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, সাস্থ্য দপ্তরের ডিএম ই, ডি এইচ এস, ডক্টর সুকুমার মুখার্জী ।এবং ডক্টর গোপালকৃষ্ণ ঢালী। এই টাক্স ফোর্স প্রতিদিন সন্ধ্যায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। মুখ্য সচিব জানান, এখনও পর্যন্ত নিউমোনিয়া ও অ্যাডিনো জনিত কারণে ১৯ টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে ১৩ জন শিশুর কো মর্বিডি ছিল। এ রাজ্যে এই ভাইরাস পরীক্ষা অনেক বেশি করানো হচ্ছে বলে আক্রান্তের সংখ্যাও বেশি হচ্ছে বলেও মুখ্য সচিবের দাবী।

বালি খাদান, লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ রাজ্য সরকারের নতুন বালি খাদান নীতির আওতায় খাদান গুলিকে নিলামের মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে ১১০০ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হযেছে। যা ওই খাদান গুলি থেকে প্রাপ্য রযালিটি শেষ ও রাজস্বর থেকে অনেক বেশি। ১১৫৪ হেক্টর এলাকায় বিস্তৃত শতাধিক বালি খাদান নিলাম করার মধ্য দিয়ে এই রাজস্ব আদায় করা হবে বলে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা জানিযেছেন। বিধানসভায় আজ দফতরের বাজেট আলোচনার শেষে জবাবী ভাষণে শিল্পমন্ত্রী বলেন ২০২১ এ ওই নতুন বালি খাদান নীতি কার্যকর করার পরে চারটি পর্যায়ে বালি খাদান গুলি নিলাম করে নতুন মাইন ডেভেলপার ও অপারেটরদের বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। খাদান থেকে বালি তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৫৭ লক্ষের বেশি ই চালান তৈরি করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরের শেষে এই খাতে রাজ্য সরকার এই খাতে ৪০০ কোটি টাকার বেশি আয় করবে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বলেন রাজ্য সরকারের এই নতুন বালিখাদার নীতি পরিবেশ বান্ধব এবং ভাঙ্গন প্রবণ নদী উপত্যকাকে রক্ষা করতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। রাজ্য সরকারের নতুন খনিজ নীতির সাফল্য তুলে ধরে শিল্পমন্ত্রী জানান,রাজ্যে নতুন ১৫৯ টি খনিজ প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কোল বেড মিথেন উত্তোলন করে ৭৭ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায় করা গেছে।কয়লায় ১৪ কোটি টাকার বেশি রয়ালটি এবং প্রায় ১৮০০ কোটি টাকার বেশি সেস আদায় হয়েছে। এর আগে বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে বিজেপির অম্বিকা রায়, মনোজ টিগ্গা, শঙ্কর ঘোষ প্রমূখ রাজ্য সরকারের শিল্পনীতির কড়া সমালোচনা করেন। অম্বিকা বাবু বলেন, শিল্পক্ষেত্রে মাত্র ১৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে সরকার বুঝিয়ে দিয়েছে শিল্পকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বিসি রায় হাসপাতালে মৃত্যু আরও এক শিশুর, মৃত্যু বেড়ে ১৩৭

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ অ্যাডিনোভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত কমছেই না। বিসি রায় হাসপাতালে আরও এক শিশুর মৃত্যু হল। বেসরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই নিয়ে গত দুই মাসে রাজ্যে মৃত্যু হল ১৩৭ জন শিশুর। একের পর এক শিশুর মৃত্যুতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা রাজ্যে। শহর কলকাতার হাসপাতালগুলিতে কার্যতই ভিড় উপচে পড়ছে। শনিবার ভোররাতে বিসি রায় হাসপাতালে বনগাঁর হেলেঞ্চার বাসিন্দা সাত মাসের শিশুর মৃত্যু হয়। গত ন'দিন ধরে বিসি রায় হাসপাতালে ভর্তি ছিল ওই শিশু। বনগাঁ হাসপাতাল থেকে তাকে বিসি রায় হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল তাকে। পরিবারের দাবি, জ্বর ও শ্বাসকষ্টজনিত কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় শিশুটিকে। শিশুটির মৃত্যুর শংসাপত্রে নিউমোনিয়ার উল্লেখ রয়েছে।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে কমিউটারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ ০৯.০৩.২০২৩ তারিখে প্রায় ১৮,৫৫ ঘটিকায়, পার্ক স্ট্রিট স্টেশনের একজন অন ডিউটি RPF কর্মীরা প্ল্যাটফর্মের বসার চেয়ারের কাছে একটি মোবাইল ফোন খুঁজে পান। এই ফোনের কোনো দাবিদার খুঁজে না পেয়ে এবং যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পর, তিনি এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা দিয়ে ফোনের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। মাঝে মাঝে, প্রায় ১৯,২০ টায়, একজন যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে আসেন এবং ফোনটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর, ফোনটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আপের তোপ

দুরন্ত বার্তা, ১১ মার্চ ঃ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার স্বৈরাচারী মনোভাব নিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করছে বলে আম আদমি পার্টির রাজ্য শাখা অভিযোগ করেছে। আজ কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের রাজ্য মুখপাত্র সুশান্ত ভট্টাচার্য মণীশ সিসোদিয়ার মতো দলের একজন প্রথম সারির নেতা কে গ্রেফতার করে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে কি পাওয়া গিয়েছে তা জানতে চেয়েছেন। অন্যদিকে শুভেন্দু অধিকারী এবং মুকুল রায় বিজেপির সাথে যুক্ত হয়ে কিভাবে সব ধরনের মামলা থেকে মুক্তি পেলেন সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।

উত্তর পূর্ব রেলের ১৪৫১টি লেভেল ক্রসিং গেটে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে

গোরখপুর ১১ মার্চ ঃ নিরাপদ এবং নিরাপদ রেল চলাচল নিশ্চিত করার জন্য, শক্তি এবং পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য, এই রেলওয়ের ১৪৫১টি লেভেল ক্রসিং গেটে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। এর মধ্যে ৪৯৪টি লেভেল ক্রসিংয়ে সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। শক্তি সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে উত্তর পূর্ব রেলের ১৪৫১টি লেভেল ক্রসিং গেটে সৌর শক্তি এবং প্রচলিত বিদ্যুতের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে, যার মধ্যে উত্তর পূর্ব রেলের মোট ৪৯৪টি লেভেল ক্রসিং গেটে সৌর শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা

হচ্ছে। যাচ্ছেউত্তর পূর্ব রেলওয়ের লখনউ বিভাগের ১৩১টি লেভেল ক্রসিং গেট সৌর শক্তি দিয়ে এবং ২৮৪টি প্রচলিত বিদ্যুতের মাধ্যমে, ১৪৪টি ইজ্জতনগর বিভাগের লেভেল ক্রসিং গেট সৌর শক্তি দিয়ে এবং ৩০৬টি প্রচলিত বিদ্যুৎ দিয়ে এবং সৌর শক্তি ও বিদ্যুতের সাহায্যে বারাণসী বিভাগের ২১৯টি লেভেল ক্রসিং গেট তৈরি করা হচ্ছে। ৩৬৭ এ প্রচলিত বিদ্যুতের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। এইভাবে, উত্তর পূর্ব রেলওয়েতে মোট ১৪৫১টি লেভেল ক্রসিং গেটে ৪৯৪টি লেভেল ক্রসিং গেটে এবং ৯৫৭টি প্রচলিত বিদ্যুতের মাধ্যমে সৌর শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১০০ সংখ্যা, রবিবার, ২৭ ফাল্গুন ১৪২৯

স্বাধীনতার ইতিহাস আজও অজানা!

সম্পাদকীয় ১

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইতিহাস একটি বিশাল। এই সংগ্রামের ইতিহাস লেখা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ইংরেজ সরকারের সময়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে ধামা চাপা দিতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যা দিত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসও আজও ইংরেজ শাসকদের কাছে যুদ্ধাপরাধী। রাসবিহারী বোসকেও যুদ্ধাপরাধী বলে গণ্য করেছে ইংরেজ সরকার। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাকে এখনও তুলে নেওয়া হয়নি। ব্রিটিশ ভারতের কাছে এই দুইজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যুদ্ধাপরাধী বলে স্বীকৃত। তবে এবারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিল্লির রাজপথ থেকে ইংল্যাণ্ডে রাজা পঞ্চম জর্জের মূর্তিকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে নেতাজি সুভাষ বোসের মুর্তি বসিয়েছেন। রাজপথের নাম পরিবর্তন করে কতর্ব্য পথ তৈরি করেছেন তিনি। এবারে ভারত সরকার কমনওয়েলথ নেশন থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে। কমনওয়েল নেশনের অধীনে যেসব দেশ থাকবে তাদের মাথার ওপরে ইংল্যান্ডের রাজা বা রানি থাকবেন। ভারত একটি স্বাধীন দেশ। সে কেন কমনওয়েলথ দেশের অন্তর্ভূক্ত থাকতে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে মোদি সরকার। এতদিন ধরে ভারতীয় নৌ বাহিনীর পতাকাতে ব্রিটিশ সরকারের জাতীয় পতাকার চিহ্ন ছিল। এবারে সেটা তুলে দিয়েছেন মোদি সরকার। সেখানে এখন শুধু ভারতের পতাকা। ইউনিয়ন জ্যাক আর নেই। ভারতীয় নৌ বাহিনী বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী বাহিনী। এই বাহিনীর ওপরে নির্ভর করে ব্রিটিশরা এশিয়া শাসন করে গিয়েছে। জাপান অধিকার করেছে ভারতের এই ব্রিটিশ নৌ বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে। নৌ বিদ্রোহ হওয়ার ফলে ব্রিটিশ শক্তি বুঝতে পারলো যে তাদের আর ভারত শাসন করা একেবারে অসম্ভব। তারা তখন ভারত ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। সেই ভারতের স্বাধীনতার বিশাল ইতিহাস সম্পর্কে ভারতের জনগণ কিছুই বলতে গেলে জানে না। তারা একেবারে অন্ধকারে। বিপ্লবী অরবিন্দ কী ধরনের সংগ্রাম করেছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য তা কিন্তু বহু লোক বলতে পারে না। বাঘা যতীন কোথায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল আজকে সবাই তা ভুলতে বসেছে। কলকাতার ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে এখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বিস্তারিত ভালো আলোচনা যেমন করা হয়নি পাশাপাশি পাঠ্য বইতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে নেই। বহু ইতিহাসবিদেরা বলেছিলেন স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে একটি আলাদা পাঠ্যসুচি তৈরি করা হোক। উচ্চ শিক্ষায় ভারতের স্বাধীনতাকে নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ করে দেওয়া হোক ভারতীয় ছাত্রদের। কিন্তু সেটা আজও সম্ভব হয়নি। উল্টে দেখতে পাওয়া গেল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে একেবারে বিকৃত করা হচ্ছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপানই ছিল পাশে

সম্পাদকীয় ২

জাপানের সঙ্গে ভারতের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জাপান এগিয়ে এসেছিল। বিশ্বের আর কোনও দেশ সেই সময়ে ভারতের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। জাপান 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' তৈরি করতে সাহায্য করেছে। বিপ্লবী রাসবিহারী বোস এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে অস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে জাপান। ইতিহাস বলে, জাপানের সহযোগিতা না পেলে 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' তৈরি করা একেবারে অসম্ভব ছিল। বিপ্লবী রাসবিহারী বোসকে ভারতে ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারে ইংরেজ সরকার জাপানের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে। আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। কিন্তু জাপন সেই সময়ে ইংরেজদের কথাকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে শুরু করে। ভারতের বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বোস আওয়াজ তুলে দিয়েছিলেন, এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য। রাসবিহারী বোসের এই স্লোগানকে সমর্থন করে জাপান সরকার। এমনকী জাপানের রাজা এবং রানি রাসবিহারী বোসকে সম্মনান দিতে থাকে। সেই সমৌয় রাজার আদেশ ছিল রাসবিহারী বোসকে সব কিছু দিযে সাহায্য করতেহবে। তাঁর যেন কোনও অসুবিধা না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হলে জাপান জার্মানদের পক্ষ অবলম্বন করলে ইংরেজ সরকারের শত্রু দেশে পরিণত হয়। সেই সময়ে লুকিয়ে জাপান চলে গিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস। তিনি সেখানে গিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাসবিহারী বোস জাপানে থাকার সময়ে একজন জাপানী মহিলাকে বিবাহ করে সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। রাসবিহারী বোসকে জাপান সরকার 'রাইজিং অব দ্য সান' সম্মানে ভূষিত করেছিল। জাপান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্মান দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যতবারই জাপানে গিয়েছেন সেখানকার রাজা এবং রানি কবিগুরুর সম্মানে নৈশ ভোজের আয়োজন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানের চিঠি নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি জাপান দেখে যা উপলব্ধি করেছিলেন তা সবটাই লিপিবদ্ধ করা আছে। রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি জাপান সফর করেছিলেন। তিনি জাপানী মানুষদের শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলেন। স্বদেশে ফিরে এসে শান্তিনিকেতনে তিনি জাপান সরকারের সহযোগিতা নিয়ে জাপান ভবন নির্মাণ করেন। সেখানে ছাছাত্রীদের জাপনী ভাষা থেকে শুরু করে জাপানী শিল্পরীতিও শেখানো হয়। প্রতি বছরই জাপান সরকার স্কলারশিপ দিয়ে থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

স্বামী বিবেকানন্দের গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, পুজো না করে ফুটবল খেলতে। শরীর চর্চা করতে। শরীর চর্চা করে শক্তি অর্জন করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়।

বাংলার বিপ্লবীদের অস্ত্র লুঠ পরিকল্পনা

রবীন্দ্র কুমার শীল

১৯১১ সালে বিপ্লবী অরবিন্দ পণ্ডিচেরী চলে গিয়েছেন। তিনি আর বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামে থাকলেন না। এদিকে রাজা সুবোধ মল্লিক হতাশ হয়ে গিয়েছেন। তিনিও আর সশস্ত্র আন্দোলনের ব্যাপারে আগ্রহী নন। কিন্তু বিপ্লবী অরবিন্দ যে গুপ্ত সমিতি 'যুগান্তর' মাধ্যমে বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রামের রূপরেখা দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সেই পথ ধরে পরবর্তীকালে আবারও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করলো বাংলার বিপ্লবীরা। তারা সশস্ত্র সংগ্রাম করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ি থেকেই 'যুগান্তর' বিপ্লবী সমিতির কাজ এবং 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদন দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অরবিন্দ। অরবিন্দ আড়াল থেকে বিপ্লবী সংগ্রামকে পরিচালনা করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কলকাতাসহ বাংলার বিভিন্ন স্থান জুড়ে বিপ্লবীদের আখড়া বা আস্তানা তৈরি হতে থাকে। সেই সব আস্তানাকে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী ভেঙে চূরমার করে দিল ১৯০৮ সালে। এদিকে কারাগার থেকে বের হয়েই অরবিন্দ ঘোষণা দিলেন, তিনি আর বিপ্লবী দলে অংশ গ্রহণ করছেন না। বিপ্লবী দলে এখন যাঁরা বিপ্লবী দলে নাম লেখাতে এসেছেন তারা সবাই তরুণ। এই সব তরুণদের বিপ্লবী চিন্তার সঙ্গে প্রাচীন বিপ্লবীরা তাল মেলাতে পারবেন না। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করে এই সব তরুণরা বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে আরও বেশি দূর নিয়ে যেতে সক্ষম। এদের সঙ্গে কাজের পাল্লা দেওয়া একেবারে অসম্ভব। বাংলার বিপ্লবী আগুন ব্রিটিশরা স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। যে বিপ্লবী সংগ্রামের সলতে জ্বালিয়ে একবার জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন অরবিন্দ পরবর্তী কালে দেখতে পাওয়া গেল সেটা আবারও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথে রয়েছে মলঙ্গা লেন। সেখান থেকে মাথা চাড়া দিল একটি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী প্রতিষ্ঠা করলেন 'আত্মোন্নতি' সমিতি। সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জি। অরবিন্দ প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অবসর করলেও বাংলার বিপ্লববাদ থমকে যায়নি। এনারাই বাংলার বুকে আবার বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে মধ্য কলকাতার অবদান অসামান্য। তার মধ্যে তালতলা এবং মলঙ্গা লেনের নাম শীর্ষ স্থানে অবস্থান করে। এখানে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ১৮৪৮ সালে ১০ নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন তালতলার ৬৪ নম্বর নিয়োগী পুকুর ওয়েস্ট লেনের বাড়িতে (বর্তমান নাম তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী)। উনিশ কুড়ি পরে ১৮৬৪ সালে ২৯ জুন মলঙ্গা লেনে জন্ম গ্রহণ করলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ২৯ নম্বর মলঙ্গা লেনে। সুরেন্দ্রনাথের পরে সেই বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ভাই জিতেন্দ্রনাথ। (পরে ক্যাপ্টেন হন) নিজের মেজদার চেয়ে তিনি কম যান না। ডাক্তার যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁকে 'বাংলার নেপোলিয়ন' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। সেটা অত্যুক্তি নয়। তাঁর দেহে ছিল যেমন জোর তেমনি সাহস। তখনকার দিকে ইংরেজরা ভারতীয়দের দেখে উপহাস করতো এবং ঘৃণার চোখে দেখতো। ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য যৌবনের শুরুতে তিনি বিলেত পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছে জেটিতে নামা মাত্র তাঁকে মুখোমুখী হতে হয়েছিল ইংরেজদের সঙ্গে। ইংরেজরা তাঁকে অপমান করলে তিনি তার উত্তর দিতে দেরি করেননি। সঙ্গে সঙ্গে মার দিয়ে প্রমাণ করে দেন বাঙালি সম্পর্কে যা ভাবা হচ্ছে তা তিনি নন। বিলেতে থাকার সময়ে বহু এই রকম ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন জিতেন্দ্রনাথ। স্বদেশে ফিরে বাঙালি যুবকদের শক্তিশালী করে তোলা দিকে তিনি বেশি করে নজর দিতে থাকেন। ব্যায়ামাগার করে শরীরচর্চা করবার জন্য বাঙালি তরুণদের উৎসাহ দিতে শুরু করলেন। তখন বাঙালিদের যুদ্ধবিদ্যা শেখার পথ বন্ধ ছিল। তাঁর চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ''ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটি ট্রেনিং কোর''। ছাত্র জীবনে সুভাষচন্দ্রের যুদ্ধবিদ্যা শেখার প্রথম সুযোগ হয়েছিল এখানেই। তা ছাড়া ক্যাপ্টেন ব্যানার্জীর ঝোঁক ছিল বাঙালিদের সেনা বিভাগে এবং পুলিশের কাজে ঢোকানোর। এই মতলব কেন গ্রহণ করেছিলেন ক্যাপ্টেন ব্যানার্জি সেটা বুঝিতে নিশ্চয় অসুবিধা হয় না। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিচারপতি আসনে তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র নগেন সেনকে মসজিদ বাড়ির স্ট্রীটের বোমা মামলা থেকে বেকসুর খালাস দিয়েছিলেন। (কিং এ্যাম্পারার ভার্সেস নগেন সেন মামলা)। আইনের আওতার মধ্যে থেকে বিপ্লবী মামলাগুলোকে নিস্পত্তি করতে চেষ্টা করতেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কোনও সময়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না বটে। কিন্তু তিনি পরোক্ষভাবে বিপ্লবীদের তিনি সহযোগিতা করতেন। 'হাওড়া গ্যাং কেস'-এর পরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঠিকাদারির কাজ করতে শুরু করেন।

মধ্য কলকাতা অঞ্চলে বসবাস করতেন অনুকূল মুখোপাধ্যায় (জন্ম- ৩ নভেম্বর, ১৮৮৪ সালে), প্রভাস চন্দ্র দে (জন্ম জুন মাসে, ১৮৮৫), গিরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (জন্ম - ১৯ মে, ১৮৮৫ সালে)। ২৯ নম্বর বাড়ি. থেকে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়রা স্থানান্তর হওয়ার পরে সেই বাড়িতে আর একজন বিপ্লবী বসবাস করতেন। তাঁর স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান কম ছিল না। তিনি হলেন অংশু প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬০ নম্বর মলঙ্গা লেনে থাকতেন। ১৮৯৭ সালে মধ্য কলকাতায় একটি বিপ্লবী দল স্থাপিত হল। তার নাম দেওয়া হল ''আত্মোন্নতি সমিতি''। আর তাঁর প্রথম ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তর পূর্ব কোনে, তখনকার খেলাৎচন্দ্র ইন্সটিটিউশনের প্রাঙ্গণে। এই সমিতির প্রথম শাখা স্থাপিত ছিল ওই স্কুলের মাইনর ব্রাঞ্চে উঠানে। যে স্থানকে বলা হতো 'ভরদ্বাজের মাঠ' বহুবাজার এবং আমহার্স্ট স্ট্রীটের সংযোগ স্থলের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে। ১৯০৬ সালে জাতীয় মহাবিদ্যালয় (ন্যাশনাল কলেজ) প্রতিষ্ঠার সময়ে সমিতির মূল কেন্দ্রটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই প্রাঙ্গণে। ১৯১৭ সালে নিকসন সাহেবের নথিতে সব লেখা রয়েছে। আবার একই সময়ে একাধিক শাখা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ২৩ নম্বর মদন বড়াল লেনে এবং তালতলার বিভিন্ন স্থানে। মদন বড়াল লেনের কুস্তির আখড়া ছিল। তার প্রধান শিক্ষাগুরু ছিলেন অনুকূলচন্দ্র মুখার্জি। তবে সময়ে সময়ে গোপনে বিপ্লবী পরামর্শও দেওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হতো। প্রকাশ্য সভার করা না কলরেও বিপ্লবী চিন্তাধারা এই সভার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ লাভ করতো।

১৯০৮ সালে মানিকলতা বোমা মামলা এবং ১৯১০ সালে হাওড়া গ্যাং কেসের সময় থেকে বিপ্লবীরা বুঝতে পেরলেন যে দুই দশটা রিভালবার, বোমা এবং ডিনামাইট দিয়ে দেশের মধ্যে দু চারটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটানো যেতে পারে। কিন্তু সত্যিকারের ইংরেজ তাড়ানো একেবারে অসম্ভব। ফলে বিপ্লবীরা বিদেশ থেকে অস্ত্র আনার কথা ভাবতে শুরু করলো। আত্মোন্নতি সমিতি'র সসস্যদের সামনে রাখা হয়েছিল সমাজ সেবার কাজের ফর্দ। প্রতিষ্ঠিত হল 'নিঃস্বহিতৈষিণী সভা'। আর 'হিন্দু মহল ডিবেটিং ক্লাব' প্রভৃতি নাম দিয়ে আলোচনা সভার বৈঠক চলতো। সেই সময়ে এই সমিতির অধিনায়ক ছিলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু কলকাতার বিখ্যাত কামান বন্দুক বিক্রেতা 'আর বি রডা কোম্পানি'তে কাজ করতেন। তাঁর নাম কালিপদ মুখ্যার্জি (ইনি মন্ত্রী কালিপদ মুখার্জি নন)। কোম্পানির আবাসিক কর্মচারি হিসাবে থাকতেন ভ্যান্সিটার্ট রো-তে। কোম্পানির অস্ত্র গুদামের ভিতরে একটি কোয়ার্টারে। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর ওপরে দায়িত্ব পড়ে যে ওই বন্ধুটির সাহায্যে কোনও একজন তরুণকে সদস্যকে প্রথমে কোম্পানির কাজে ঢুকিয়ে দেওয়ার। (ক্রমশ...)

ভারত-পাকিস্তান মৈত্রী বৃদ্ধিতে চিন কি বাধা?

বিশেষ প্রতিনিধি

পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী বৃদ্ধি চিন কি বাধা হয়ে দাঁড়িছে তা নিয়ে সবার মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে চিনের তৃতীয়বারের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হয়েছেন ভারত বিরোধী শি জিনপিং। তাঁর এই তৃতীয়বারের জন্য প্রেসিডেন্ট হওয়ার পিছন একটি কৌশল কাজ করছে সেটা হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশকে চিনের অংশ করে নেওয়া, লাদাখের গালওয়ান উপত্যকাকে চিনের অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাইওয়ান দখল করা। তাই জন্য চিন এখন রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া কোনও সময়ে চিনের বিরুদ্ধে কোনও মত প্রকাশ করবে না এটা পরিস্কার। তার ফলে চিন যে কাশ্মীরে আর্থিক করিডর তৈরি করছে যা নিয়ে ভারত আপত্তি করতে শুরু করলেও তাতে রাশিয়া একেবারে নিরব। কোনও কথা বলছে না চিনকে। এদিকে গালওয়ান উপত্যাকা চিনে সেনাদের বীরত্বের কাহিনী প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছেন শি জিনপিং। তিনি বলেছেন গলওয়ান উপত্যকায় চিন সেনারা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছে। তিনি তৃতীয়বারের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে বসার সময়ে একবার গালওয়ান উপত্যকা পরিদর্শন করে গিয়েছেন এবং সেখানকার চিনা সেনাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। চিন যে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে একেবারে অপোষ করতে চায় না সেটা পরিস্কার। এদিকে আমেরিকা সেনেট বলে দিয়েছে যে অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অংশ। সেখানে চিনের কোনও অধিকার নেই। তার ফলে চিন আরও ক্ষিপ্ত বলা যেতে পারে। তারপরে আমেরিকা চিনের বেলুন ফঁটো করে দিয়েছে আকাশ পথেই। চিন সরকার থেকে বলা হয়েছিল পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করতে বেলুন পাঠানো হয়েছিল। সেটা কোনও গুপ্তচর বেলুন ছিল না। কিন্তু আমেরিকা চিনের কোনও কথা না শুনে চিনের বেলুনকে একেবারে ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। চিন বলেছিল, বেলুনকে ফেরৎ দিতে। আমেরিকা তাদের কথাকে একেবারে আমল দেয়নি। পরিস্কার করে বলে দিয়েছিল বেলুন ফেরৎ দেওয়ার কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। এটা আগে পরীক্ষা করা হবে। কোনও কোনও এলাকার ছবি তুলেছে তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। ফলে আমেরিকার সঙ্গে চিনের কূটনৈতিক বিরোধী শুরু হয়ে গেল বলা যেতে পারে। এদিকে জাপানও চিনকে হুঁশিয়ারী করে দিয়েছে। তাইওয়ানকে দখল করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল চিন। তার ফলে চিন ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা শুরু করেছিল তাইওয়ানকে লক্ষ্য করে। কিন্তু সেই ক্ষেপনাস্ত্রের একটি জাপানে গিয়ে ধাক্কা মারে। তাকে জাপান চিনের ওপরে বিরাগ হয়ে সতর্ক করে দিয়েছে। চিন এখন রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু ভারত পরিস্কার করে বলে দিয়েছে তাদের সিদ্ধান্তকে চিন যদি গ্রহণ

না করে তাহলে কিন্তু কোনও বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। চিনের বিদেশ মন্ত্রী জিন ইতিমধ্যে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে দিল্লি ঘুরে গিয়েছেন। তিনি ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্করের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে বৈঠক করেছেন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্করকে চিন সফরে আমন্ত্রণ করেছেন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী বলেছেন চিন যদি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে তাঁর চিন সফর কিন্তু হবে না। তার ফলে চিন একটু বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। এদিকে মাও সে তুং এর পর সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট হলেন শি জিন পিং। তিনি কঠোর হাতে সমালোচক এবং বিক্ষুব্ধদের দমন করেছেন। গোটা পার্টিকে একেবারে নিজের দখলে রাখতে পেরেছেন। আগে চিনের প্রেসিডেন্ট পদে কেউ দুই বছরের বেশি থাকতে পারবে না বিধান ছিল। সেই বিধান তুলে দিয়েছেন শি জিন পিং। নিজ ক্ষমতা বলে তিনি তৃতীয়বারের জন্য চিনের প্রেসিডেন্ট হলেন। তার বিরুদ্ধে আর কোনও প্রার্থী ছিল না। চিনি আবার চিনের সামরিক পদে চেরাম্যানও হলেন। তার ফলে তিনি যেমন একদিনেক কমিউনিস্ট পার্টির এবং দেশের প্রেসিডেন্ট হলেন আবার তিনি সামরিক বাহিনীর একচ্ছত্র অধিনায়ক হয়ে থাকলেন। এদিকে পাকিস্তান চিনের ভয়ে ভারতের সঙ্গে কোনও মৈত্রী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না সেটা পরিস্কার। তার কারণ হচ্ছে পাকিস্তান চিনকে কাশ্মীরে আর্থিক করিডর তৈরি করার জমি দিয়েছে ভারতকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে। এটা চিন এবং পাকিস্তান কৌশল করে ভারতকে চাপে রাখার সিদ্ধান্ত। কাশ্মীর নিয়ে ভারত এককভাবে কোন কূটনীতি সফল যাতে না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই চিন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পশ্চিমী দেশগুলি এখন রাশিয়ার সঙ্গে চিনের মৈত্রী থাকাটাকে একেবারে পছন্দ করছে না। তারা মনে করতে শুরু করেছে ইউরোপ বিরোধী জোট করার চেষ্টা করছে রাশিয়া এবং চিন। তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তান এবং মধ্য প্রাচ্যের ইসলামিক দেশগুলি। চিন রাশিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, কোরিয়া সহ আরও বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র মিলে ইউরোপ বিরোধী জোট করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এই জোটের মধ্যে ইরান, ইরাক পালেস্টাইন থাকতে পারে। তবে এ ব্যাপারে মত দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। সেই কারণে রাশিয়া সফর করতে আসছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন। ফলে ভারতকে এখন চিনের হাত থেকে বাঁচতে গেলে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপান এর গোষ্ঠী কোয়াডের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। এছাড়া ভারতের সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। পাকিস্তানের আর্থিক দুরাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কিছু ইসলামিক দেশগুলি অর্থ দিয়ে পাকিস্তানকে রক্ষা করার ব্যাপারে মত দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে আপাতত পাকিস্তান নিজেকে রক্ষা করতে পারলেও ভবিষ্যতে পাকিস্তানের অবস্থা কি হবে সেটা পরিস্কার নয়। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ভারত সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন তা পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে। তবে ভারত কারোর সঙ্গে বৈরী মনোভাব নিয়ে চলবে না সেটা পরিস্কার। আবার কাশ্মীর নীতি থেকে ভারত সরছে না। তার ফলে চিনের বেশ খানিকটা অসুবিধা হয়ে গিয়েছে। রাশিয়ার হাত ধরে এর সমাধান করার চেষ্টা করতে পারে রাশিয়া। তবে তাইওয়ান চিন আক্রমণ করলে যে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে এটা পরিস্কার। আমেরিকা পরস্কার করে বলে দিয়েছে যে তাইওয়ানকে রক্ষা করার ব্যাপারটা তাদের নিজস্ব কৌশল। এর থেকে আমেরিকা সরছে না।

সংস্কারের দুইদিনের মাথায় হাত দিলেই খুবলে আসছে পিচের রাস্তার চাদর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ মার্চ ঃ সংস্কারের দুইদিনের মাথায় হাত দিলেই খুবলে আসছে পিচের রাস্তার চাদর। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় নিম্নমানের কাজে সরব হলেন গোটা এলাকাবাসী। গ্রামীণ সড়ক বাঁশের ব্যারিকেড বেঁধে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার বাসিন্দারা। শনিবার দুপুরে ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার চাঁচল-১ নং ব্লকের কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের দুলিয়াবাড়ি এলাকায়। প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলে বিক্ষোভ ও অবরোধ। পঞ্চায়েত ভোটের মুখে সড়ক দুর্নীতি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। সম্প্রতি সপ্তাহ খানেক আগে দুলিয়াবাড়ি থেকে অবরবা পর্যন্ত প্রায় ৫ কিমি গ্রামীণ সড়ক সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে মালদা জেলা পরিষদ। ওই রাস্তার জন্য প্রায় ১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। তবে সড়ক সংস্কার হলেও তা নিম্নমানের বলে অভিযোগ তুলছে বাসিন্দারা। ওই এলাকার নিজের দাপটে ঠিকাদার কাজ ইচ্ছে মতো করে যাচ্ছে বলে দাবি। নিম্নমানের কাজের নালিশ জানানোর জন্য ঠিকাদারের খোঁজ করা হলে কোনো সন্ধান পান না বাসিন্দারা। শেষমেষ বাধ্য হয়ে বিক্ষোভে সামিল হলেন তারা। রাস্তায় ব্যারিকেড বেঁধে ও হাতে প্রতিবাদ প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভের জেরে আটকে পড়ে ছোটো বড়ো যানবাহন।অবশেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে এক ঘন্টা পর অবরোধ উঠে যায়। বিক্ষোভকারী এক বাসিন্দা কাজি আতাউর রহমানের অভিযোগ, সংস্কারের নামে নাটক হচ্ছে রাস্তায়। থুতু দিয়ে ছাতু মাখানো হচ্ছে। রাস্তার এবড়ো খেবড়ো অংশ বাদ দিয়েই মেরামত করা হচ্ছে। আবার যেখানো মেরামত হচ্ছে, সেখানে স্বল্প পরিমাণে মশলা দিয়ে পিচি করা হচ্ছে। হাত দিলেই খুবলে আসছে। বর্ষা

আসলেই রাস্তা ধুয়েমুছে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আরেক বাসিন্দা গুলেনুর বেগম অভিযোগ করে বলেন, সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। ভোট পাওয়ার আশায় মানুষকে শুধু দেখানোর জন্য এই রাস্তা সংস্কার করা হচ্ছে। কিন্তু আদৌও এই রাস্তা ব্যবহারের উপযোগী হবে না। ঝাঁট দিলেই বেরিয়ে আসছে রাস্তার কঙ্কালসার চেহারা। এমনভাবে নিম্নমানের কাজ হলে ভোট কাটবে এলাকায়। পঞ্চায়েত ভোটের আগে সংস্কারের ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির চাঁচল-১ নং ব্লক কো-কনভেনার প্রসেনজিত শর্মা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ সড়ক সংস্কারের জন্য যথার্থ অর্থ বরাদ্দ করলেও রাজ্য সরকার সেই কাজে কাটমানি বসিয়ে নিম্নমানের কাজ করছে। ঠিকাদার সংস্থা তৃণমূল নেতাদের মোটা অঙ্কের কাটমানি দিতে গিয়েই নিম্নমানের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। যদিও বিজেপির এই অভিযোগকে মানতে নারাজ মালদা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন। তিনি পাল্টা মন্তব্য করে বলেন, বিজেপির এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমি নিজে এলাকায় যাব। এবং কাজের গুণগত মান খতিয়ে দেখব। পাশাপাশি তিনি আরোও বলেন, গ্রামীণ সড়ক সংস্কারের ক্ষেত্রে যদি পাঁচ বছরের মধ্যে কাজ খারাপ হয় তাহলে তা ঠিকাদার বহন করবে।

হিমঘর কান্ডে আহতদের দেখতে হাসপাতালে এলেন সাংসদ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ মার্চ ঃ জলপাইগুড়ির বিভিন্ন হিমঘর কান্ডে আহতদের দেখতে হাসপাতালে এলেন সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়। শনিবার সকালে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এসে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। কথা বলেন চিকিৎসকদের সঙ্গেও। হিমঘরে আলুর বন্ড দেওয়াকে ঘিরে শুক্রবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল জলপাইগুড়ির বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঙ্গা সাহেববাড়ি সংলগ্ন গড়ালবাড়ি এলাকা। পাথর বৃষ্টি, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনার জেরে পুলিশের পক্ষ থেকে লাঠিচার্জ করা হয়। ছোঁড়া হয় কাঁদানে গ্যাস। রীতিমতো খন্ডযুদ্ধ বেঁধে যায় স্থানীয় বাসিন্দা, আলু চাষি ও পুলিশের মধ্যে। পুলিশকে লক্ষ করে পাথর ছুঁড়তে থাকে এলাকার মানুষ। পাথর বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে পাল্টা লাঠি চার্জ করে পুলিশ। ছোঁড়া হয় কাঁদানে গ্যাস। হাজার হাজার মানুষকে ছত্রভঙ্গ করতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে আসেন জেলা পুলিশ সুপার বিশ্বজিত মাহাতো। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন তিনি। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। শহর সংলগ্ন মোহিতনগর এলাকার একটি কোল্ড স্টোরেজের সামনেও ধাক্কাধাক্কি ও পদপিষ্ট হয়ে বয়স্ক মহিলা সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাদের সকলকেই জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার তাদের হাসপাতালে দেখতে আসেন সাংসদ।

বিয়ের অনুষ্ঠানের খাবার খেয়ে বিপত্তি, অসুস্থ শতাধিক

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১১ মার্চ ঃ বউভাতের অনুষ্ঠানের খাবার খেয়ে বিপত্তি। অসুস্থ শতাধিক। শনিবার গ্রামে পৌঁছেছে দু'টি মেডিক্যাল টিম। কী কারণে খাদ্যে বিষক্রিয়া হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের রঘুনাথপুর এলাকায় ঘটনা এটি। ঘাটালের রঘুনাথপুরের বাসিন্দা সৌরভ রায়ের বিয়ে হয় শীতলপুরে। শুক্রবার সন্ধ্যেয় বউভাত ছিল। অন্তত ১২০-১২৫ জন কনেযাত্রী ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর থেকেই বিপত্তি। একের পর এক সকলের বমি, বাথরুম শুরু হয়। তড়িঘড়ি অসুস্থদের ঘাটাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে ৪৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে এক অন্তঃসত্ত্বার অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক। তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হতে পারে। খাদ্যে বিষক্রিয়া নাকি অন্য কিছু? তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই গ্রামে পৌঁছেছে দু'টি মেডিক্যাল টিম। মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস, স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ পঙ্গানন মণ্ডলও ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন। আর নতুন করে কেউ অসুস্থ হচ্ছেন কিনা, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি মহিলা থানার ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ ঃ শিলিগুড়ি মহিলা থানার ব্যবস্থাপনায় এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ড স্থিত গুরুকুলের সহযোগিতায় এদিন আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হলো। এদিন গুরুকুলের ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে নারী দিবস উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি গুরুকুল থেকে শুরু হয়ে হাসমি চক হয়ে সেবক রোডের দিকে এগিয়ে যায় এবং হিলকার্ট রোড হয়ে গুরুকুলের দিকে ফিরে আসে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান মহিলা থানার আইসি মমতাজ বেগম সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বক্সিরহাটে সাংবাদিক বিরহের ঘটনায় অভিযুক্তকে আদালতে পাঠাল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১১ মার্চ ঃ বক্সিরহাটে সাংবাদিক বিরহের ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে পাঠাল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১০ মার্চ যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের ডাকা বন্ধের খবর করতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সাংবাদিক প্রদীপ কুন্ডু কে মারধর করা হয়। লিখিত অভিযোগে পাওয়ার পরেই বক্সিরহাট থানার পুলিশ আবু বক্কর সিদ্দিক নামে এক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার থেকে তুফানগঞ্জ মহকুমা দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে তোলা হয়।

'বহিরাগত' মন্তব্যের প্রতিবাদে আদিবাসীদের আন্দোলনে স্তব্ধ ঝাড়গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১১ মার্চ ঃ আদিবাসীদের 'পরিযায়ী' বলে রাজ্য বিধানসভায় মন্তব্য করেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এই নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন আদিবাসী সামাজিক সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের সদস্যরা। যদিও তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে বলে দাবি করেন মন্ত্রী। শনিবার সকাল থেকেই ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে বনধের পরিবেশ। বন্ধ দোকানপাট। অবরুদ্ধ রাজ্য এবং জাতীয় সড়ক। বন্ধ রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি বাস পরিষেবাও। এদিন সকাল থেকেই ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে বনধের পরিবেশ। ঝাড়গ্রাম আদালত চত্বর, জুবলি মার্কেটে বন্ধ দোকানপাট। অবরুদ্ধ রাজ্য এবং জাতীয় সড়ক। কলকাতা-মুম্বই ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের গজাশিমুলের কাছে পথ অবরোধ হয়। বিনপুর ১ নম্বর ব্লকের দহিজুড়ি মোড়ও অবরোধ করা হয়। তার ফলে বন্ধ সরকারি ও বেসরকারি বাস পরিষেবাও। ভোগান্তির শিকার নিত্যযাত্রীরা।

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করার দাবি জানিয়েছেন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের নেতা ডানগা হাঁসদা। তাঁর হুঁশিয়ারি, ক্ষমা না চাইলে বনধ অনির্দিষ্টকাল ধরে চলবে। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করার দাবি জানিয়েছেন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের নেতা ডানগা হাঁসদা। তাঁর হুঁশিয়ারি, ক্ষমা না চাইলে বনধ অনির্দিষ্টকাল ধরে চলবে। উল্লেখ্য, গত ২১ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাবের আলোচনায় আদিবাসীদের 'পরিযায়ী' এবং গোর্খাদের 'বহিরাগত' বলেই দাবি করেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তার প্রতিবাদ করেন কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিগ্গা। তিনি বলেন, মন্ত্রী ইতিহাসের অপলাপ করছেন। মন্ত্রীর ক্ষমাপ্রার্থনার দাবি জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলও।

কিছুতেই যেন থামতে চাইছে না শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ মার্চ ঃ কিছুতেই যেন থামতে চাইছে না শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল। পঞ্চায়েত ভোটের প্রার্থী বাছাই নিয়ে প্রকাশ্যে সংঘাত। বুথ কমিটির বৈঠকে তুলকালাম। দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ থেকে ধাক্কাধাক্কি। উপস্থিত নেতৃত্বের সামনেই চলতে থাকে বিক্ষোভ। সমগ্র ঘটনায় আবার অস্বস্তিতে তৃণমূল। তীব্র কটাক্ষ বিজেপির। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত থানা পাড়া বুথে শুক্রবার রাতে তৃণমূলের বুথ কমিটির বৈঠক ছিল। উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জীব গুপ্তা, জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি বিকাশ ব্যানার্জি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সেখানেই পঞ্চায়েত ভোটের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রার্থী হিসেবে উঠে আসে দুইজনের নাম। একজন বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্যা বাসন্তী দাস এবং অপরজন ব্লক তৃণমূলের সহ-সভাপতি সাগর দাস। কিন্তু এই দুটি নাম উঠে আসতেই বিবাদ শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে। এক পক্ষ দাবি করে প্রার্থী হিসেবে বাসন্তী দাস ছাড়া অন্য নাম যাবে না। এই নিয়ে তারা নেতৃত্ব কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় নেতৃত্বের সামনে ধাক্কাধাক্কি হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দুই পক্ষ। পরবর্তীতে উপস্থিত নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আছে পরিস্থিতি। এদিকে সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই ফের অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল। সামনে এসে পড়েছে অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্ধ। আর যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। বিজেপির দাবি কাটমানির বিনিময়ে তৃণমূলের প্রার্থী ঠিক হয়। সাথে বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়া বলেন কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হলে তৃণমূল একটা জায়গাতেও জিততে পারবে না। হরিশ্চন্দ্রপুর সদর বিজেপির ঘাঁটি। যদিও তৃণমূলের দাবি কোন ধাক্কাধাক্কি হয়নি। দল বড় হয়েছে তাই প্রার্থী হিসেবে একাধিক জনের নাম উঠে আসতেই পারে। হরিশ্চন্দ্রপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সঞ্জীব গুপ্তা বলেন একটা বুথেই আমাদের হাজারের বেশি কর্মী এসেছে বৈঠকে। এখানে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারবে না। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর।

অন্য কোনো দলের প্রয়োজন নেই, নিজেদের মধ্যে লড়াই করে হেরে যাবেন তৃণমূল নেতা-শেখ খলিল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ মার্চ ঃ সাইগাল গেছে, অনুব্রত গেছে, কুন্তল গেছে, পার্থ গেছে, অনেক লীলা খেলার পর তৃণমূল নেতাদের এক এক করে তিহার জেলে যাওয়া শুরু হয়েছে। তৃণমূল নেতাদের যা চরিত্র তৃণমূল কে মারতে সিপিআইএম, কংগ্রেস বা বিজেপি'র দরকার হবে না, তৃণমূল কে পেটাবে আর পুলিশ এত ব্যস্ত হয়ে যাবে যে মোটা মোটা খাতায় কেস লেখতে লেখতে এলাকায় যেতে পারবে না। হাটের পকেটমাররাই আজ তৃণমূলের জনগণের নেতা, সমাজ সেবক নেতা -শুক্রবার সন্ধ্যায় হরিশ্চন্দ্রপুর - ২ নং ব্লকের সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাইরা গ্রামে সিপিআইএম এর কর্মী সভা থেকে প্রকাশ্যে তৃণমূলকে দুর্নীতির তীরে তীর বিদ্ধ করলেন বাম নেতা সেখ খলিল। আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে সিপিআইএম। একের পর এক জনসভা করে চলেছে তারা। বন্যা ত্রানের কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি, ১০০ দিন প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ ও আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা চলছে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ও ২ নং ব্লকের একাধিক তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের দুর্নীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে রাজ্যবাসী। আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কে ব্যালট বাক্সে যোগ্য জবাব দেবে জনগণ বলে হুঁশিয়ারি দেন বাম নেতৃত্বরা। এদিনের কর্মী সভায় সিপিআইএম-এর সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখের পড়ার মতো। বাম নেতা আসমাউল হক জানান, তৃণমূলের দূতেরা জনগণের দুয়ারে গিয়ে ঝাঁটা পেটা খাচ্ছে, তোলা বাজ নেতাদের গাছে বেঁধে জনগণ গণধোলাই দিয়েছে যা সারা রাজ্য দেখেছে। এবার জনগণের ঘুরে দাঁড়ানোর সময় চলে এসেছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩০ টি আসনই সিপিআইএম জয়ী হবে বলে দাবি। এদিনের এই কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম- এর রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস, জেলা কমিটির সদস্য শেখ খলিল, হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নং ব্লকের ডিওয়াই এফআইএর সভাপতি আসমাউল হক ও লোকাল কমিটির সদস্য আইয়া ইরফান ও সোনু খান সহ এলাকার বাম নেতৃত্বরা।

বন প্রত্যাহার করলেন ব্যবসায়ী সমিতি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১১ মার্চ ঃ বন প্রত্যাহার করলেন ব্যবসায়ী সমিতি। বেশ কিছুদিন ধরে ব্যবসায় সমিতির সঙ্গে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের একাধিক বিষয় নিয়ে মতবিরোধ চলছিল। একাধিক বার প্রশাসনের কাছে সেই বিষয়গুলি নিয়ে আবেদন নিবেদন করলেও তারা গণ্ডপাত করেননি। এরপর ব্যবসা সমিতির পক্ষ থেকে ১৩ মার্চ কোচবিহার জেলা, ব্যবসা বন্ধের দিন ঠিক করা হয়। এরপর নড়েচড়ে বসেন পৌর প্রশাসন একাধিক কাউন্সিলর জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সাথে যোগাযোগ করেন। এবং পরবর্তীতে ব্যবসায়ীদের সাথে পূর্ব প্রশাসনের যেসব মতবিরোধ যেমন জমি হস্তান্তর অত্যাধিক হারে ভাড়া এবং কোচবিহার বাজারে একাধিক সংস্কার সবই পৌরসভা মেনে নিয়েছে তাই। তারা শনিবার বন তুলে নিলেন।

নওদায় বোমা বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দুই

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১১ মার্চ ঃ মুর্শিদাবাদের নওদার মধুপুর এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও এক জনের মৃত্যু হল। মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার ভোরে আহত কাবিজুল শেখের মৃত্যু হয়েছে । বৃহস্পতিবার রাতে এই বোমা বিস্ফোরণের কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল মেজবুল শেখ নামে এক ব্যক্তির। স্থানীয়দের দাবি, বৃহস্পতিবার রাতে মধুপুরে এক ব্যক্তির বাড়ির কাছের বোমা বাঁধার কাজ চলছিল। সেই সময় আচমকা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয় বোমা। সেই বিস্ফোরণের জেরে মৃত্যু হয় মেজবুলের। এই ঘটনায় মিরজুল শেখ (৫০) এবং কাবিজুল শেখ (৫২) নামে আরও দুজন গুরুতর জখম হন। গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছিল কাবিজুল ও মিরজুলের। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার ভোরে হাসপাতালে মারা যান কাবিজুল। মৃত কাবিজুল শেখ নওদা থানার মাঠপাড়া এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত কাবিজুলের বিরুদ্ধে নওদা ছাড়াও মুর্শিদাবাদের একাধিক থানাতে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এলাকাতে অস্ত্র কারবারি হিসেবে পরিচিত ছিল কাবিজুল।

আলিপুরদুয়ারে পথ অবরোধ করল সারা ভারত কৃষক সভা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১১ মার্চ ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় শনিবার পথ অবরোধ করল সারা ভারত কৃষক সভা। এদিন আলিপুরদুয়ারের চেকোতে সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষ থেকে পথ অবরোধ করা হয় । মূলতঃ আলু চাষ ও আলু চাষীদের বাঁচানোর স্বার্থে বিভিন্ন দাবিতে এই পথ অবরোধ। আলু কুইন্টাল প্রতি ১০০০ টাকায় কেনা , হিমঘরে আলু সংরক্ষনে কৃষকদের অগ্রাধিকার সহ বিভিন্ন দাবিতে এই পথ অবরোধ। ওপরদিকে আলিপুরদুয়ার এক নং ব্লকের শালকুমার এলাকায় ও সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষ থেকে পথ অবরোধ করা হয়।

পূর্বস্থলীর দোগাছিয়ায় মিষ্টি মেলা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১১ মার্চ ঃ এই বছরে ৫৩৩ বর্ষ পড়ল পূর্বস্থলী ১ ব্লকের দোগাছিয়া মিষ্টির মেলা। দোল উপলক্ষ্যে এই মেলা বসে, চলে বেশ কয়েকদিন। শ্রী শ্রী

চৈতন্য মহাপ্রভুর চারণভূমি নদীয়া জেলার নবদ্বীপ সংলগ্ন পূর্বস্থলীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কথিত আছে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের দোগাছিয়াতেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলি পড়েছিল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে এই দোগাছিয়া দোল উৎসব শুরু হয়েছিল ৫৩৩ বছর আগে। সেই ধারাবাহিকতা আজ ও বজায় আছে, বর্তমানে কিছু জিনিস বদলেছে। এই মেলা ইতিমধ্যেই পেল্লাই মিষ্টির মেলা নামে পরিচিত। এই মেলায় ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ২০০ টাকা, ৫০০ টাকা এক হাজার টাকা দামেরও মিষ্টি পাওয়া যায়। ১০০০ টাকা মিষ্টির ওজন ১০ কিলোগ্রাম। প্রতিবছর মেলার কয়েকদিন পূর্ব বর্ধমান তো বটেই পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকেও হাজার হাজার মানুষ এই মেলায় হাজির হন। উদ্দেশ্য এবং পেল্লাই সাইজের মিষ্টি কিনে বাড়ি ফেরা। লক্ষ লক্ষ টাকার মিষ্টি বিক্রি হওয়ায় এই এলাকার অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে মেলার খবর দূর দূরান্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে বলে দাবি কমিটির।

ভুয়ো নিয়োগপত্র, চাকরিতে যোগ দিতে এসে ধরা পড়ল যুবক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ মার্চ ঃ ভুয়ো নিয়োগপত্র নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল হাসপাতালে স্বাস্থ্য দফতরের গ্রুপ ডি পদে চাকরিতে যোগ দিতে এসে ধরা পড়ল এক যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃতের নাম মোক্তার আলি। তার বাড়ি মালদার ইংলিশবাজার এলাকায়। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে ভুয়ো নিয়োগপত্র নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সুপারের

কাছে যায় মোক্তার। গ্রুপ ডি পদে নিয়োগ হয়েছে বলে সুপারকে জানায় সে। কিন্তু, তার হাতে থাকা নিয়োগপত্র দেখে চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয় সুপার সঞ্জয় মল্লিকের। কারণ নিয়োগপত্রটি সম্পূর্ণ জাল ছিল। এরপরই মোক্তারকে বসিয়ে রেখে পুলিশে খবর দেন সুপার। তারপর গোটা ঘটনা শুনে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ফাঁড়ির পুলিশ মোক্তারকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পরে রাতে তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহাকুমা আদালতে পেশ করা হয় দশ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে।

ভোরের আগুনেই কৃষক পরিবারের জীবনে নেমে এল আঁধার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ মার্চ ঃ ভোরের আগুনেই কৃষক পরিবারের জীবনে নেমে এল অমাবস্যার নিকষ আঁধার। কৃষি ঋণ পরিশোধের জন্য তিল তিল করে জমানো অর্থ নিমেষে ছাই। ভোর রাতের অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্ব খুইয়ে দিশেহারা কৃষক পরিবার। শনিবার ভোররাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে মালদার চাঁচল থানার খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুর গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা জুবেদ আলীর বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। শনিবার ভোররাতে জুবেদ আলী সহ পরিবারের সদস্যরা ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। ঠিক সে সময় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। বাড়ির মালিক জুবেদ আলী আগুনের টের পেতেই চিৎকার শুরু করেন। তার চিৎকারে বেরিয়ে আসেন পরিবারের বাকি সদস্য থেকে শুরু করে আশেপাশের প্রতিবেশীরা। প্রতিবেশীরা সাব মার্সালের জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শেষমেষ ঘণ্টাখানেকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার দমকলে আর কেউ যোগাযোগ করেননি। যদিও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও আগুনের লেলিহান শিখার গ্রাসে চলে যায় নগদ আড়াই লক্ষ টাকা, দুই ভরি সোনার অলংকার, টিভি, ফ্রিজ, আলমারি, খাট, সোকেশ সহ যাবতীয় আসবাবপত্র। সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতি প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা বলে দাবি করেছে দুর্গত পরিবার। বাড়ির মালিক জুবেদ আলী বলেন, কৃষিকাজের জন্য ব্যাংক থেকে ২ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলাম। পাট ও সরষে বিক্রি করে তিল তিল করে ঘরে টাকা জমিয়ে ঋণ পরিশোধ করার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু ভোররাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সবকিছুকে ছারখার করে দিল। কিভাবে ঋণ পরিশোধ করব বুঝে উঠতে পারছি না। সর্বস্ব খুইয়ে এখন আমরা সর্বশান্ত। এলাকার বাসিন্দা বাটুল আলী বলেন, অগ্নিকাণ্ডে পরিবারটির সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। নগদ টাকা থেকে শুরু করে ঘরের সামগ্রী কোন কিছুই বাঁচানো যায়নি। ব্লক প্রশাসনের কাছে আমরা পরিবারটিকে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি। তবে শর্ট সার্কিটের জেরে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিক অনুমান।

লেনিনের মূর্তি ভাঙা ও অবমাননার বিরুদ্ধে মিছিল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ ঃ নকশালবাড়িতে লেনিনের মূর্তি ভাঙা ও অবমাননার বিরুদ্ধে শনিবার শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সামনে থেকে একটি মিছিল শুরু হয়ে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। জানা যায় নকশালবাড়িতে রাতের অন্ধকারে ভাঙা হয় লেনিনের মূর্তি। বুধবার রাতের অন্ধকারে বেঙ্গাইজোতে দুস্কৃতীরা হানা দেয় বলে অভিযোগ। সেখানেই লেনিনের আবক্ষ মূর্তিটি

অবাধে ভাঙচুর চালানো হয়। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এদিনের এই মিছিলের মধ্য দিয়ে লেনিনের মূর্তি ভাঙার ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও মূর্তি পুনঃর্নিমানের দাবি জানানো হয়। মিছিলটি যৌথভাবে সিপিআই (এম এল) লিবারেশন, সিপিআই (নিউ ডেমোক্রেসি) ও পিসিসি, সিপিআই (এম এল) দ্বারা আয়োজিত হয়। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম নেতা অভিজিত মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

মালদা জেলার বিভিন্ন বিধানসভায় শুরু হবে বুথ সশক্তিকরণ অভিযান

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ মার্চ ঃ সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিধানসভার পাশাপাশি মালদা জেলার বিভিন্ন বিধানসভায় শুরু হবে বুথ সশক্তিকরণ অভিযান। মালদা জেলা বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে জানানো হয় সশক্তিকরণ অভিযানের কথা। উপস্থিত ছিলেন, উত্তর মালদা কেন্দ্রের সাংসদ খগেন মুর্মু, বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত, সশক্তিকরণ অভিযানের রাজ্য ইনচার্জ বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। আসন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিভিন্ন বুথে ঘুরে কেন্দ্রীয় সরকারের গরীব কল্যাণ প্রকল্প মানুষ ঠিকঠাক পাচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখবেন বিজেপি নেতৃত্ব। আবাস যোজনা, খাদ্য সুরক্ষা যোজনা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা গরিব মানুষ পাচ্ছেন কিনা তা নথিভুক্ত করবেন বিজেপির নেতা-নেত্রীরা। বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছেন, ১২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বিজেপির পক্ষ থেকে বুথ সশক্তিকরণ অভিযান চালানো হবে।

ডাক্তারি পড়ুয়ার দেহে মিলল করোনা ভাইরাসের উপসর্গ, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ মার্চ ঃ মালদায় এক ডাক্তারি পড়ুয়ার দেহে মিলল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ। যা ঘিরে ফের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যে ওই পড়ুয়াকে নিভৃতবাসে পাঠানো হয়েছে। চিকিৎসা শুরু হয়েছে তাঁর। ডাক্তারি ছাত্রের করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে ওই পড়ুয়াকে নিভৃতবাসে রাখা হয়েছে। তাঁর মৃদু উপসর্গ রয়েছে। পাশাপাশি মালদা মেডিকেল কলেজের যে হস্টেলে ওই ছাত্র থাকত, সেই হস্টেলকে স্যানিটাইজ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। মালদা মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ওই কোভিড আক্রান্ত পড়ুয়া সম্প্রতি বাড়ি থেকে ফিরেছে। তার পর হাসপাতালেই করোনা ধরা পড়ে তার। তার চিকিৎসার পাশাপাশি হাসপাতালের অন্যান্য পড়ুয়াদের উপরও নজর রাখা হচ্ছে। কারোর দেহে কোনও উপসর্গ দেখা দিচ্ছে কি না সেদিকে কড়া নজর রাখছে কর্তৃপক্ষ।

রসনা

উৎসবে মিষ্টিমুখ করতে বিশেষ দু'টি পদ বানানোর পদ্ধতি

চুরমে কা লাড্ডু আর কাঞ্জি কে বড়ে (কাঞ্জিবড়া)

যে কোনও উৎসবে মিষ্টি বাঙালির পাতে থাকবেই। কোনও উৎসব মানেই জমিয়ে মিষ্টিমুখ। তবে সেই মিষ্টির স্বাদ আলাদা। মিষ্টি বলতে প্রথম যেগুলির কথা মনে আসে, তা হল চুরমে কা লাড্ডু আর কাঞ্জি কে বড়ে (কাঞ্জিবড়া)। আসর জমিয়ে দিতে চটপট শিখে নিন এই পদগুলি।

কিন্তু কি করে বানাবেন এই চুরমে কা লাড্ডু দেখে নিন- কি কি লাগবে-ময়দা ৫ টেবিল চামচ, সুজি ৩ টেবিল চামচ, খোয়াক্ষীর ১১২ কাপ, ঘি ৩ টেবিল চামচ, ছোট এলাচ গুঁড়ো ১ চিমটে, পেস্তা স্লাইস ২ টেবিল চামচ

কাজু কুচি ২ টেবিল চামচ, গুঁড়ো চিনি ১ কাপ, খেজুর কুচি ১ টেবিল চামচ,পোস্ত ১ কাপ। এর পরে কি করবেন- গ্যাস জ্বালান। প্যানে ঘি গরম করুন। এবার ময়দা, সুজি ওই ঘিয়ে একটু লালচে করে ভাজুন। খোয়াক্ষীর, এলাচ গুঁড়ো, পেস্তা, কাজু মিশিয়ে ভাল করে নেড়ে নিন। এরপর চিনি খেজুর মেশান। ভাল করে মিশ্রণটা তৈরি করুন। এবার এই মিশ্রণ একটা পাত্রে ঢেলে ঠান্ডা

করুন। পোস্ত দানা শুকনো খোলায় নেড়ে রাখুন। এবার ওই মিশ্রণ দিয়ে লাড্ডু তৈরি করুন এবং পোস্ত দানায় লাড্ডু বুলিয়ে নিন। ব্যাস হয়ে গেল এবার পরিবেশন করতে তৈরী হয়ে যান।

কাঞ্জি কে বড়ে (কাঞ্জিবড়া) বানাতে কি কি লাগবে দেখে নিন-বিউলির ডাল ৫০০ গ্রাম, আদা গ্রেট করা ১ ইঞ্চি, ধনেপাতা কুচি অল্প, হিং ২ চিমটে, নুন স্বাদমতো, সরষে গুঁড়ো ৪ চা চামচ, লাল লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ, জল পরিমাণ মতো, সাদা তেল ভাজার জন্য, হলুদ ১ চা চামচ

গোটা লাল লঙ্কা অল্প। কি বাবে বানাবেন দেখ নিন- বিউলির ডাল সারা রাত ভিজিয়ে মিহি করে বেটে নিতে হবে। এবার ভাল করে ফেটান। ব্যাটারটা ফুলবে। ওর মধ্যে ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা মেশান। প্যানে সাদা তেল গরম করুন। এবার বড়ার মতো করে তেলে ফেলুন। ছাঁকা তেলে ভেজে তুলে রাখুন। এরপর আঁচে তাওয়া বসিয়ে ওর মধ্যে হিং দিন। একটা মাটির সরা চাপা দিয়ে দিন। এবার সরা উলটে ওর মধ্যে গরম জল দিন। এরপর সরষে গুঁড়ো, লাল লঙ্কা গুঁড়ো, গোটা লাল লঙ্কা ও হলুদ ওর মধ্যে দিয়ে দিন। ভাজা বড়াগুলো ওতে দিয়ে দিন। একটা নরম মসলিনের কাপড় মুড়ে ২-৩ দিন রোদে রাখুন। তারপর সকলেকে দিতে পারেন।

তরকারিতে হলুদ বেশি হয়েছে, কি করবেন, জেনে নিন টিপস

জীবনে সুখের মধ্যে অন্যতম রন্ধন আর ভোজন সুখ। যিনি রান্না করেন আর যাঁরা সেই রান্নার অনবদ্য স্বাদ নেন, উভয়েরই আনন্দ। প্রিয় পদ রান্না করে প্রিয়জনকে খাওয়াতে কে না ভালো বাসেন। অথচ সেই রান্নাতেই যদি নুন, মশলা কমবেশি হয় তবে তো রান্নার স্বাদই পাল্টে যায়। কখনও কখনও সেই রান্নার জন্য নিন্দেমন্দও জোটে। বিশেষত নুন আর হলুদ বেশি হলে, একেবারেই নষ্ট রন্ধনশিল্প। কিন্তু মুশকিল হলে, মুশকিল আসানের রাস্তাও তো আছে। রান্নায় হলুদ বেশি হলেও তা কীভাবে সামলে নেবেন, রইল তার সহজ কিছু টিপস। অনেক সময় রান্নায় হলুদ বেশি হয়ে গেলে তার রং ও স্বাদ-দুটোই বদলে যায়। তাই রান্নার সময় সাবধান থাকতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনওভাবে এই ভুল হয়ে গেলে সংশোধনেরও উপায় রয়েছে।

সবচেয়ে সহজ উপায় গরম খুন্তির ব্যবহার। কড়াইতেই রান্নাটি রেখে দিন। আরেকটি ওভেন জ্বালিয়ে একটি খুন্তি ভাল করে গরম করে নিন। লোহার খুন্তি হলে ভাল হয়। তারপর গরম খুন্তিটি ওই রান্না করা তরকারির মধ্যে ডুবিয়ে রাখুন বেশ খানিকক্ষণ। ওই খুন্তিই টেনে নেবে হলুদের অতিরিক্ত রং।

এছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু উপায়। তরকারিতে বেশি করে টমেটো পিউরি দিয়ে দিন। তা অতিরিক্ত হলুদ এবং নুন-দুটিই টেনে নেবে। স্বাদও অটুট থাকবে। রান্না চলাকালীনই যদি বুঝতে পারেন যে তরকারিতে হলুদ বেশি হয়েছে, তাহলে আলু কুচিকুচি করে কেটে তাতে দিয়ে দিন। টেনে যাবে অতিরিক্ত হলুদ। এবং রান্নার পরিমাণও বাড়বে। যে সবজির তরকারি রাঁধছেন, সেই সবজিও ছোট ছোট টুকরো করে দিয়ে দিতে

পারেন, বাড়তি হলুদ শুষে নেবে ওই সবজি। এসব কোনও কিছু করতে না পারলে, দু, এক চামচ দুধ মিশিয়ে দিন ঝোলে। স্বাদও বাড়বে, অতিরিক্ত হলুদের সমস্যাও দূর হবে। পদটি খাওয়ার পর যদি বুঝতে পারেন যে হলুদ বেশি হয়েছে, তাহলেও উপায় আছে। পরেরবার খাওয়ার আগে তরকারি গরম করার সময় ফোড়ন দিন। অল্প তেল গরম করে শুকনো লঙ্কা বা লঙ্কাগুঁড়োর ফোড়ন দিয়ে তরকারিটি ঢেলে দিন। একটা সুন্দর রংও আসবে আর স্বাদও খুলবে।সুতরাং, তরকারিতে হলুদ বেশি হলে তার স্বাদ একেবারে মাঠে মারা গেল-এমনটা মেটেই বাববেন না। উপরের যে কোনও একটি প্রয়োগ করে সমস্যা দূর করতে পারেন। কেউ আর আপনার রান্না খেয়ে নিন্দা করতে পারবে না।

তেলেঙ্গানায় বিআরএস কর্মীদের বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দফতরে হাজিরা দিয়েছেন ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)'র এমএলসি কে কবিতা। শনিবার বেলা এগারোটা নাগাদ দিল্লির এপিজে আব্দুল কালাম রোডে অবস্থিত ইডির দফতরে হাজিরা দেন ৪৪ বছর বয়সী কে কবিতা। সূত্রের খবর, দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-এর মেয়ে কে কবিতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন গোয়েন্দারা। রেকর্ড করা হচ্ছে তাঁর বয়ান। কে কবিতা নিজেই জানিয়েছিলেন, তিনি ১১ মার্চ ইডির দফতরে হাজিরা দেবেন। সেই মতো বেলা এগারোটা নাগাদ ইডির দফতরে হাজিরা দেন। এদিকে, বিআরএস কর্মী ও সমর্থকরা তেলঙ্গানা বিজেপির সভাপতি বান্দি সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে বিআরএস এমএলসি কে কবিতার বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। বিক্ষোভকারীরা বান্দি সঞ্জয়ের কুশপুত্তলিকাও দাহ করেন।

বাইসাইকেলে করিমগঞ্জের শনবিল থেকে গুয়াহাটি এসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ যুবকের

গুয়াহাটি, ১১ মার্চ ঃ ৩৫ দিনে ৩৭০ কিলোমিটার সড়ক পথে বাইসাইকেলে যাত্রা করে গুয়াহাটি পৌঁছে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন করিমগঞ্জের শনবিল এলাকার জনৈক যুবক। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাসাক্ষাৎ করতে প্রায় এক মাস আগে গুয়াহাটি এসেছিলেন করিমগঞ্জ জেলাধীন রাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত শনবিল অঞ্চলের কালিবাড়ির নবীনগ্রামের পুলক নমঃশূদ্র ওরফে টিঙ্কু। অবশেষে নাছোড় পুলক আজ শনিবার সকালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা আজ দুপুরে তাঁর অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে পুলক এবং তাঁর যুগ্ম ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'আজ করিমগঞ্জ জেলার কালিবাড়ি নবীনগাঁওয়ের বাসিন্দা টিঙ্কু নমশূদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আপ্লুত হয়েছি। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে ৩৫ দিন সাইকেল চালিয়ে প্রায় ৩৭০ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে গুয়াহাটিতে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাঁর আন্তরিকতার জন্য তাঁকে অফুরন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এ ধরনের স্নেহ ও ভালোবাসা জনসাধারণের কল্যাণের স্বার্থে অটল হয়ে থাকতে সব সময় আমাকে অনুপ্রেরণা

প্রদান করবে।' প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একটু দেখা করার আশায় গত একমাস ধরে গুয়াহাটি মহানগরীতে ঘুরছিলেন টিঙ্কু। আবেগে নিজের শরীরে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সংবলিত উলকিও এঁকেছেন তিনি। আজ শনিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাসভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ফুলাম গামোছা ও ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানান রিঙ্কু। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাইসাইকেলের হ্যান্ডসবারে ধরে যুগ্ম ফটোও তুলেছেন। পরে আবার পুলককে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে মিষ্টিমুখ করিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা।

হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে দেখা করে বাইরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে টিঙ্কু জানান, মুখ্যমন্ত্রী নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, করিমগঞ্জে গেলে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কুল্লু সদর দফতরের অমরটেক্স শোরুমে আগুন

কুল্লু, ১১ মার্চ ঃ কুল্লু সদর দফতরের অমরটেক্স শোরুমে ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত কোটি টাকার সামগ্রী। আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। শুক্রবার গভীর রাতে আখড়া বাজারে অবস্থিত আমরটেক্সের শোরুমে হঠাৎ কালো ধোঁযা দেখে স্থানীয় লোকজন দমকল সার্ভিসকে খবর দেয়। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পৌঁছে শোরুমের শাটার খুললে শোরুমের ভেতরে আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। দমকল কর্মীরা আগুন নেভাতে শুরু করেন। অনেক চেষ্টার পর আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। কমান্ড্যান্ট হোম গার্ড নিশ্চিন্ত সিং নেগি জানিয়েছেন, আগুনে প্রায় এক কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে এবং আগুন লাগার সঠিক কার এখনও জানা যায়নি।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর দ্বারা চোরাই সামগ্রী ও প্রজাতি উদ্ধার

মালিগাঁও, ১১ মার্চ ঃ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষাবাহিনী (আরপিএফ) রুটিন তল্লাশির সময় বিভিন্নস্টেশন থেকেজীবন্তকচ্ছপ, সাল কাঠ ও তাজা কার্তুজ সহ ম্যাগজিন উদ্ধার করেছে। বালুরঘাটের আরপিএফ ও বালুরঘাটের জিআরপি যৌথ ভাবে ০৫মার্চ, ২০২৩তারিখে বালুরঘাট রেলওয়ে স্টেশনে ০৫৪২১ নং (মালদাটাউন বালুরঘাট) প্যাসেঞ্জার ট্রেনে রুটিন তল্লাশি চালিয়ে একটি জেনারেল কামরা থেকে ০৯টি দাবিহীন

ব্যাগ শনাক্ত করে। ব্যাগগুলি খোলার পর প্রায় ১২৪ কেজি ওজনের ১২টি জীবন্ত কচ্ছপ উদ্ধার হয়। পরবর্তী সময়ে বণ্য প্রাণী আইন অনুযায়ী বালুরঘাট (পশ্চিমবঙ্গ) বনদফতরের কাছে উদ্ধার কৃত কচ্ছপগুলি তুলে দেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ার জং. রেলওয়ে স্টেশনে ১৫৪৬৭নং (শিলিগুড়ি জং.-বামনহাট) প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ০৪ও০৭ মার্চ, ২০২৩ তারিখে তথ্যের ভিত্তিতে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের আরপিএফ তল্লাশি অভিযান চালায়। এই তল্লাশির সময়তারা যথাক্রমে ৮০০০ টাকা মূল্যের ১১পিস দাবিহীন সালকাঠ এবং ২০০০০ টাকা মূল্যের ১৭পিস দাবিহীন সাল কাঠ উদ্ধার করে। পরে উদ্ধারকৃত সাল কাঠগুলি রেঞ্জঅফিসার, ইস্টদামনপুর, আলিপুরদুয়ার (পশ্চিমবঙ্গ)-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। অন্য আরেকটি ঘটনায় ০৪ মার্চ, ২০২৩ তারিখে জলপাইগুড়ির আরপিএফটি মধুগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে এসএলআর রাইফেলের পাঁচটি তাজাকার্তুজ সহ একটি ম্যাগজিন উদ্ধার করে। অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে উদ্ধারকৃত সামগ্রীগুলি নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা পাঞ্জাব পুলিশের একজন সাবইন্সপেক্টরের।একটি নির্বাচন বিশেষ ট্রেন থেকে ম্যাগজিন ও কার্তুজগুলি পড়ে গিয়েছিল। পরে উদ্ধারকৃত সামগ্রী গুলি পাঞ্জাব পুলিশের সংশ্লিষ্ট সাবইন্সপেক্টরকে দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের আরপিএফ ট্রেনের মাধ্যমে চোরাই সামগ্রী ও বিভিন্ন প্রাণীর প্রজাতি পরিবহণের ক্ষেত্রে এবং স্টেশনগুলিতে কড়া নজরদারি চালিয়ে আসছে।

আমাদের সমাজে যারা হাতিয়ারের সাহায্যে কিছু তৈরি করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ঃ প্রধানমন্ত্রী

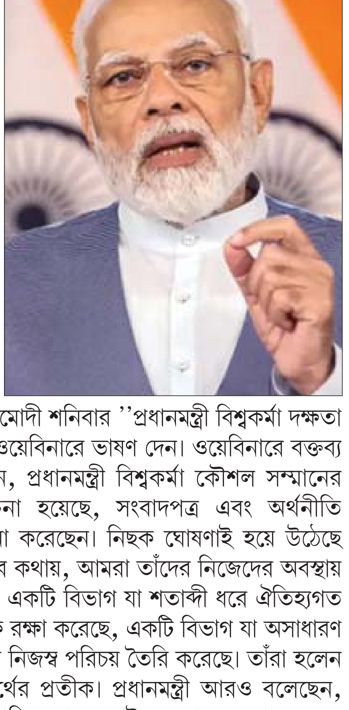

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ আমাদের সমাজে যারা হাতিযারের সাহায্যে নিজস্ব হাতে কিছু তৈরি করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভগবান বিশ্বকর্মাকে চূড়ান্ত স্রষ্টা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি হিসাবে বিবেচনা করা হয। তাঁর মূর্তির মধ্যে বিভিন্ন হাতিয়ার ধারণ করতে দেখা যায় তাঁকে। আমাদের সমাজেও যারা হাতিয়ারের সাহায্যে নিজস্ব হাতে কিছু তৈরি করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ''প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা দক্ষতা সম্মান'' শীর্ষক বাজেটপরবর্তী ওয়েবিনারে ভাষণ দেন। ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা কৌশল সম্মানের ঘোষণার পর ব্যাপক আলোচনা হয়েছে, সংবাদপত্র এবং অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা এটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিছক ঘোষণাই হয়ে উঠেছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমরা তাঁদের নিজেদের অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না। এটি এমন একটি বিভাগ যা শতাব্দী ধরে ঐতিহ্যগত পদ্ধতির মাধ্যমে নিজস্ব নৈপুণ্যকে রক্ষা করেছে, একটি বিভাগ যা অসাধারণ দক্ষতা এবং অনন্য সৃষ্টির মাধ্যমে নিজস্ব পরিচয় তৈরি করেছে। তাঁরা হলেন আত্মনির্ভর ভারতের প্রকৃত অর্থের প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এমনকি স্বাধীনতার পরেও, কারিগররা কখনই সরকারের কাছ থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় সহায়তা পাননি। ফলস্বরূপ, বর্তমানে এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের বেশিরভাগ মানুষ জীবিকার জন্য অদ্ভুত কাজ করেন। অনেকে পৈত্রিক পেশা ছেড়ে দিচ্ছেন। বর্তমানের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের ঢেলে সাজানোর ক্ষমতা তাঁদের ফুরিয়ে যাচ্ছে।

অমৃতসরে পাক ড্রোন গুলি করে নামাল বিএসএফ

অমৃতসর, ১১ মার্চ ঃ পঞ্জাবের অমৃতসরে ভারত পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তে একটি পাকিস্তানি ড্রোন গুলি করে নামালেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)'র জওয়ানরা। গুলি লাগার পর কৃষিজমিতে গিয়ে পড়ে ওই ড্রোনটি। তল্লাশি চালানোর পর তিনটি প্যাকেট উদ্ধার হয়। ওই প্যাকেট থেকে মিলেছে হেরোইন। শনিবার সকালে বিএসএফ জানিয়েছে, শনিবার ভোররাত ৩.১২ মিনিট নাগাদ অমৃতসরের ধনোয়ে কালানের কাছে একটি ড্রোনের শব্দ শুনতে পান। ড্রোনটি পাকিস্তানের দিক থেকে ভারতে উড়ে আসছিল। তৎক্ষণাৎ বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান এবং মাটিতে আছড়ে পড়ে ড্রোনটি। তল্লাশি চালানোর পর তিনটি প্যাকেট উদ্ধার হয়। ওই প্যাকেট থেকে মিলেছে ৩.০৫৫ কেজি হেরোইন।

মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে রাষ্ট্রপতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাত ডাঃ মানিক সাহার

আগরতলা, ১১ মার্চ ঃ ত্রিপুরায় দ্বিতীয় মেয়াদে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেছেন ডাঃ মানিক সাহা। এছাড়াও তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এবং বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এবং অর্থ মন্ত্রীর কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত সহায়তার আশ্বাস পেয়ে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এদিকে, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা উপমুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টন টিংসঙর সাথে দেখা করেছেন এবং তাঁদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা জানিয়েছেন, নয়াদিল্লিতে আজ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেছি। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার দ্বিতীয় মেয়াদে তাঁর আশীর্বাদ এবং শুভ কামনার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং'র সাথে সাক্ষাত করেছেন। ত্রিপুরায় বিজেপির বিপুল জয়ে রাজ্যবাসীকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। ত্রিপুরার উন্নয়নে ভারত সরকারের অব্যাহত সমর্থনের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনই কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সাথে দেখা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। এই সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী ত্রিপুরার জনগণের উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং ত্রিপুরাকে সভাব্য সমস্ত সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক এদিন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথে সাক্ষাতে রাজ্যে সরকারের পুণরায় প্রতিষ্ঠায় জনমনে আনন্দ উল্লাস সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে অনেক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ।

আজ হায়দরাবাদে আয়োজিত হচ্ছে সিআইএসএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবস

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার, ১২ মার্চ হায়দরাবাদের ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি অ্যাকাডেমিতে 'শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী' সিআইএসএফ এর ৫৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানের কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করবেন। শনিবার রাতেই তাঁর হায়দরাবাদ পৌঁছানোর কথা। এই প্রথম, সিআইএসএফ এর প্রতিষ্ঠা দিবস দিল্লির বাইরে কোথাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বর্তমানে সিআইএসএফ দেশের ৭০টি বিমান বন্দর, বন্দর, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং ১১টি খ্যাতনামা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। সিআইএসএফ এর ইতিহাসে এই প্রথমবার দিল্লির বাইরে রাইজিং ডে প্যারেড অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রয়াত কর্ণাটক কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি আর ধ্রুবনারায়ণ

মহীশুর, ১১ মার্চ ঃ অকালেই প্রয়াত হয়েছেন কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি ও প্রাক্তন সাংসদ আর ধ্রুবনারায়ণ। শনিবার সকালে মহীশুরের একটি মৃত্যু হয়েছে তাঁর। বুকের ব্যথা অনুভব করেছিলেন তিনি, সকাল ৬.৪০ মিনিট নাগাদ তাঁর গাড়ির চালক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।ডিআরএম মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ মঞ্জুনাথ জানিয়েছেন, বুকের ব্যথা অনুভব করায় আর ধ্রুবনারায়ণকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, ২০০৯-২০১৯ সাল পর্যন্ত চামরাজানগর লোকসভা আসনের সাংসদ ছিলেন আর ধ্রুবনারায়ণ। কংগ্রেস নেতার অকাল প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীসহ অনেক কংগ্রেস নেতারা ।

দক্ষিণ কামরূপের গরৈমারিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটনা

কামরূপ (অসম), ১১ মার্চ ঃ দক্ষিণ কামরূপের গরৈমারির পাঁচগুমিতে শনিবার রাতে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মহর উদ্দিন নামের এক ব্যক্তির দুটি কাঁচা ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সরকারি বরাদ্দ সৌরশক্তি চালিত সোলারের ব্যাটারি বিস্ফোরণের ফলে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে দাবি করা হচ্ছে। দুটি টিনের ছাউনি সংবলিত কাঁচা ঘর ভস্মীভূত হওয়ার পাশাপাশি ঘরে মজুত খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহারিক সামগ্রী, প্রয়োজনীয় নথিপত্র, নগদ টাকা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বলে দাবি করছেন ভুক্তভোগী মহর উদ্দিন।

বেঙ্গালুরুতে সড়ক দুর্ঘটনায় হত করিমগঞ্জের যুবক

গুয়াহাটি, ১১ মার্চ ঃ প্রায় একমাস আগে কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়ে আর অক্ষত বা জীবন্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরা হলো না করিমগঞ্জের জনৈক যুবকের। বেঙ্গালুরুতে সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে আজ শনিবার বেলা আড়াইটা নাগাদ প্রাণ হারিয়েছে করিমগঞ্জের চরগোলা এলাকার জনৈক রামলবণ রবিদাসের বছর ১৯-এর ছেলে রিপন রবিদাস। নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বড় ভাই রতন রবিদাসের সঙ্গে কাজের সন্ধানে গত ফেব্রুয়ারি মাসের দুই তারিখ বেঙ্গালুরুতে পাড়ি দিয়েছিল রিপন। কয়েকদিন পর বেসরকারি একটি কোম্পানিতে সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে যোগদান করেছিল সে। সব কিছু ঠিকঠাক ছিল। গত সাত মার্চ রাত আনুমানিক দশটায় ডিউটি সেরে সড়কের ফুটপত ধরে পায়ে হেঁটে বাড়িতে ফেরার পথে হঠাৎ করে তাঁকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে কেএ ১৯ এমএল ৯৭৫৩ নম্বরের একটি হোন্ডাই গাড়ি। ধাক্কা খেয়ে ফুটপাত থেকে রাস্তায় পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয় রিপন।উপস্থিতরা তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে স্থানীয় ইউনিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আইসিইউতে নিতে ভরতি করা হয়। কিন্তু টানা চারদিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আজ শনিবার বেলা ২.৩০ মিনিট নাগাদ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে রিপন রবিদাস।মৃত রিপনের বড় ভাই রতন বেঙ্গালুরু থেকে হিন্দুস্থান সমাচার কে জানান, ঘটনার পর স্থানীয় পুলিশ এসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িকে বাজেয়াপ্ত করেছে। কিন্তু তাঁরা খুব অসহায় বোধ করছেন। বেঙ্গালুরু শহরে তাঁরা এই কয়েকমাস আগে গিয়েছেন। এমতাবস্থায় সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রাণ হারাতে হয় ছোট ভাইকে। এখন কী করবেন, কীভাবে বাড়ি পৌঁছবেন, সেই দুশ্চিন্তায় ভুগছেন তাঁরা। নিরুপায় হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ বরাক উপত্যকার তিন জেলার বিধায়কদের হস্তক্ষেপ কামনা করেন দুর্ঘটনায় নিহত রিপন রবিদাসের ভাই রতন রবিদাস।

ভারতকে বিরোধী-শূন্য করাই বিজেপির প্রধান লক্ষ্যঃ রাঘব চাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি সাংসদ রাঘব চাড্ডা। ক্ষোভের সুরে রাঘব বলেছেন, ভারতকে বিরোধীশূন্য করাই বিজেপির প্রধান লক্ষ্য। দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় এই মুহূর্তে তিহার জেলে বন্দি রয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন দুই মন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া। বিরোধীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অতিসক্রিয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শানিবর বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন রাঘব চাড্ডা। এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাঘব চাড্ডা বলেছেন, বিজেপির লক্ষ্য হল ভারতকে বিরোধীশূন্য দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। তাঁরা চায় ভারতে একটিই দল থাকুক, এবং একটি নেতা থাকুক এবং তাঁরা প্রত্যেক রাজনীতিবিদকে কারাগারে পাঠাতে চায়। তাঁরা চায় ভারত স্বৈরাচারে পরিণত হোক।

গুয়াহাটির ব্রহ্মপুত্র তীরে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির লাশ

গুয়াহাটি, ১১ মার্চ ঃ রাজ্য জুড়ে অজ্ঞাতপরিচয়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনা যেন দিন দিন বৃদ্ধি হচ্ছে। অনুরূপ এক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে গুয়াহাটি মহানগর। আজ শনিবার সকালে গুয়াহাটির ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে রাজাদুয়ারঘাটে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির লাশ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এদিন সকালে ব্রহ্মপুত্রের তীরে জলে একটি ভাসমান লাশ দেখে স্থানীয়রা খবর দেন গুয়াহাটি সিটি পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশের দল এসে লাশটি উদ্ধার করে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। এউ খবর লেখা পর্যন্ত লাশের কোনও পরিচয় উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।

তবে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ব্যক্তিটির কবে, কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, তিনি কোথাকার বাসিন্দা, সে সবের তথ্য বের করতে তদন্ত চালানো হয়েছে, জানিয়েছেন পুলিশের তদন্তকারী অফিসার। পুলিশ অফিসারের ধারণা, মৃত ব্যক্তিটি উজান অঞ্চলের বাসিন্দা। জলে ভেসে এখানে এসেছে, অবশ্য গোটা বিষয় তদন্তসাপেক্ষ বলে জানান তদন্তকারী পুলিশ অফিসার।

Name Change

I, Subhash Chandra Saha S/o Nitya Gopal Saha residing at Rabindrapally, Purba Bardhaman, P.O & PS. – Burdwan, Dist – Purba Bardhaman, Pin-713101 declare that in my Son Subhajit Saha's Epic Card being No. UWX0652164, Pan Car being No. EEAPS5531G and Aadhaar Card No. 985623916267 my name has been recorded as Subhash Chandra Saha and in office record and educational certificates my name has been recorded as SubhashSaha. Thus Subhash Chandra Saha S/o Nitya Gopal Saha and SubhashSaha S/o Nitya Gopal Saha is the same and one identical person i.e., myself vide affidavit dated 06.03.23 sworn before the Ld. Executive Magistrate, Purba Bardhaman.

Name Change

I, SANWARA BEGUM (old name) W/O BENAZEER NAAZ Resident of Y-78 B, MADER SAHEB MATH, PO-BARTALA, PS-RAJABAGAN, PIN-700018 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SANOWARA BEGUM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/03/2023. SANWARA BEGUM and SANOWARA BEGUM both are same and one identical person.

Name Change

I, AFRIDUR JJAMAN BAGANI (old name) S/O BADRUJAMAN BAGANI Resident of Y-78 B, MADER SAHEB MATH, PO-BARTALA, PS-RAJABAGAN, PIN-700018 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) AFRIDUR JAMAN BAGANI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/03/2023. AFRIDUR JJAMAN BAGANI and AFRIDUR JAMAN BAGANI both are same and one identical person.

Name Change

I, SK ZIAUDDIN (old name) S/O SK AMIRULLA Resident of Q-552, S.A FAROOQUI ROAD, PO-GARDEN REACH, PS-METIABURUZ, PIN-700024 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SK ZAIULLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/03/2023. SK ZIAUDDIN and SK ZAIULLA both are same and one identical person.

Name Change

I, HATIM MAMA (old name) S/O EBRAHIM MAMA presently residing atEKTA LOTUS, BL-1, 9th Floor, Flat 9C, 18 Gobra Gorosthan Road, Tangra, Kolkata-700046 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) HATIM EBRAHIM MAMA (HATIM E. MAMA), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/03/2023. HATIM MAMA and HATIM EBRAHIM MAMA (HATIM E. MAMA) both are same and one identical person.

Name Change

I, ASOKE KUMAR PODDAR (old name) S/O RADHESHYAM PODDAR Resident of Niyamatpur Bagala Prasad Chakraborty Sarani, PO-Niyamatpur, Paschim Bardhaman, Pin-713359 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ASHOK KUMAR PODDAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/03/2023. ASOKE KUMAR PODDAR and ASHOK KUMAR PODDAR both are same and one identical person.

Name Change

I, JABER AHAMED MOLLA S/O SHALEYHOOR RAHAMAN MOLLA Resident of Patsaiat, PO-Chanditala, PS-Dankuni, Dist-Hooghly, Pin-712702WEST BENGAL, Indiado hereby solemnly affirm & declaring my daughter's actual name JARIN TASNIM instead of TASNIM JARIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/03/2023. JARIN TASNIM and TASNIM JARIN both are same and one identical person.

Name Change

I, JOGESH CH NASKAR(old name) S/O LATE KESHAB NASKAR resident of Vill& PO- Kundarali, PS-Baruipur, Dist-24 Parganas(South), Pin-743610 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) JOGESH NASKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/03/2023. JOGESH CH NASKAR and JOGESH NASKAR both are same and one identical person.

Name Change

I, MAHIMA BEGAM (old name) W/O SK SABIR ALI Resident of Vill-MelkiKutubpur, PO-Bhastara, PS-Gurap, Dist-Hooghly, Pin-712303 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MAHIMA KHATUN, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Chinsurah, Hooghly on 09/03/2023. MAHIMA BEGAM and MAHIMA KHATUN both are same and one identical person.

Name Change

I, SEKH SALAM(old name) S/O BASED SEIKH resident of Vill-Sultanpur, PO & PS-Memari, Purba Bardhaman-713146 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)SK ABDUL SALAM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/03/2023. SEKH SALAM and SK ABDUL SALAM both are same and one identical person.

Name Change

I, SOMENATH PAUL(old name) S/O AJIT PAUL Resident of Paschim Para Khatora, PS-Domjur, Dist-Howrah, 711411 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SOMNATH PAUL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/03/2023. SOMENATH PAUL and SOMNATH PAUL both are same and one identical person.

আলুর দাম না জাতীয় সড়কে আলু ফেলে অবরোধ চাষিদের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ মার্চ ঃ দীর্ঘদিন ধরে সঠিকভাবে আলুর দাম পাচ্ছেন না কৃষকরা এই দাবি করে আসছেন বিরোধীরা। রাজ্য সরকার আলু চাষিদের পাশে না দাঁড়ানোর জন্য বিরোধিতায় শরব বিরোধীরা। সেই

মর্মে শনিবার বর্ধমান ২ নম্বর ব্লকের শক্তিগড় বাইপাসে জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তায় আলু ফেলে পথ অবরোধ শামিল চাষীরা। জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে আলু চাষিরা শনিবার সামিল হয়েছিলেন এই বিক্ষোভে। সারা ভারত কৃষক সভার পূর্ব বর্ধমান জেলার সম্পাদক সমর ঘোষ বলেন, আলু চাষিরা সঠিকভাবে তাদের আলুর দাম পাচ্ছেন না যাতে আলুর দাম লাভজনকভাবে পায় সেই দাবি আমরা জানিয়েছি রাজ্য সরকারের কাছে। আমাদের দাবি রাজ্য সরকার ৫০০ টাকা বস্তা অর্থাৎ এক হাজার টাকা কুইন্টাল প্রতি কিনতে হবে রাজ্য সরকারকে। আলু চাষ করে ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন আলু চাষিরা। তাই এদিন আমরা এখানে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলাম। পূর্ব বর্ধমান জেলায় যেখানে যেখানে আলু চাষ হয় রায়না ১, রায়না ২, মেমারি, জামালপুর এবং বর্ধমান সদর দুই এর আলু চাষিরা এই বিক্ষোভে আজ শামিল। বর্ধমান দু'নম্বর ব্লকের ব্লক সমষ্টি ইউনিয়ন আধিকারিক এবং অফিসাররা আমাদের সাথে কথা বলেছেন আগামী ১১ তারিখ এসডিও সাহেবের নেতৃত্বে আলোচনায় বসা হবে সেখানে আমাদের আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি থাকবেন। তাই আমরা এই অবরোধ তুলে নিচ্ছি।

পুরানো মোবাইল কিনে বিপত্তি, গৃহবধূকে বাড়ি থেকে বের করে দিল পরিবার

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১১ মার্চ ঃ পাড়ায় আসা ভাঙাচোরা বিক্রেতার কাছ থেকে নিজের জমানো এক হাজার টাকা দিয়ে একটা এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন কিনেছিলেন গৃহবধূ। আর সেই ফোন কেনার কারণেই তাঁকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল পরিবারের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থানায় সেই ফোন জমা দিতে এলেও কোন লাভ হয় নি। ফোন ফের নেয়নি ক্যানিং থানার কর্তব্যরত পুলিশকর্মী। এদিকে থানায় ফোন ফেরত না দিয়ে বাড়িতে গেলে বাড়িতে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে নিদান দিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। এমতাবস্থায় বেজায় ফাঁপরে পড়েছেন ক্যানিংয়ের বধূকুলা গ্রামের বাসিন্দা মাফুরা লস্কর নামে ওই গৃহবধূ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই একটি এন্ড্রয়েড ফোনের শখ ছিল মাফুরার। কিন্তু নতুন ফোন কেনার মতো সাধ্য ও সামর্থ্য কিছুই ছিল না তাঁর। পরিবারের আর্থিক অবস্থাও খুব ভালো নয়। গ্রামের সাধাসিধে অশিক্ষিত ওই গৃহবধূ তাই পুরাতন, ভাঙাচোরা জিনষপত্র বিক্রেতার কাছ থেকে ফোনটি কিনেছিলেন সকলের অগোচরে। মাস খানেক আগে ফোনটি কিনলেও কোনভাবে সেই ফোন অন করতে না পেরে শুক্রবার রাতে স্বামী নুর আলম লস্করকে দেখান। স্ত্রীর হাতে টাচ স্কিনের ফোন দেখেই অবাক হয়ে যান নুর আলম। কিভাবে সে এই ফোন পেলেন এবং কেন পুরাতন এই ফোন কিনেছেন তাঁর কৈফিয়ত তলব করেন তিনি। কিন্তু স্ত্রীর উত্তরে খুশি না হয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন। এদিকে মাফুরার শাশুড়িও বিষয়টি জানতে পেরে অবিলম্বে ফোন থানায় ফের দিয়ে আসার নির্দেশ দেন। থানায় ফোন জমা দিয়ে না এলে কোনভাবেই বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে না এমনকি ছেলে মেয়ের মুখ পর্যন্ত দেখতে দেওয়া হবে না বলে নিদান দেন সাবেরা লস্কর। রাতেই মারুফাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শনিবার সকালেই সেই মোবাইল ফোনটি ক্যানিং থানায় ফেরত দিতে হাজির হন ওই গৃহবধূ। কিন্তু একাধিকবার সেটি থানায় কর্তব্যরত ডিউটি অফিসারের কাছে জমা দিতে গেলেও তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি তাঁর কোন কথাই সেই পুলিশকর্মী শুনতেই চাননি বলে দাবি ওই গৃহবধূর। অবশেষে থানায় ফোন ফের দিতে না পেরে দীর্ঘক্ষণ থানার বাইরে বসে কান্নাকাটি করেন তিনি। মারুফা বলেন, সখ করে কিনেছিলাম ফোনটা। কিন্তু এর জন্য ঘরছাড়া হতে হবে বুঝিনি। থানায় ফের দিতে এলেও পুলিশ তা নেয় নি। কি করবো বুঝতে পারছি না। মারুফার স্বামী বলেন, আমরা গরীব মানুষ, দিন আনি দিন খাই। ওই পুরাতন ফোন সেটা আদৌ চোরাই ফোন কিনা জানি না। এই নিয়ে বিপদে পড়তে পারি। তাই ওকে বলেছি থানায় জমা দিয়ে আসতে। শনিবার বিকেলে বিষয়টি থানার আইসি সৌগত ঘোষের নজরে এলে এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তিনি। ওই মহিলাকে পুলিশের উদ্যোগেই বাড়িতে ফেরানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

রঙ তুলিতে সাজানো হয়েছে বিদ্যালয়

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১১ মার্চ ঃ রঙ আর তুলির আঁচড়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর বোর্ড ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সজ্জিত বিদ্যালয় জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে। রঙ তুলিতে সাজিয়ে তোলা হয়েছে বিদ্যালয়ের প্রবেশ মুখ। দেওয়ালে দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে নানা মনিষীর ছবি ও বাণী। এভাবেই রং তুলির আঁচড়ে সাজিয়ে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে স্কুলকে শিশুবান্ধব করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারই উদ্বোধন করা হলো শনিবার। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিপিএসসি চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন, সিএডিসির চেয়ারম্যান সুভাষ চন্দ্র রায়, ছিলেন জটেশ্বর দু-নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সমরেশ পাল, ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবজিত পাল সহ বিশিষ্টজনেরা। বিদ্যালয়ের এই অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে সব পক্ষই।

অমৃত ভারত স্টেশন ফেজ-এক-এর অধীনে ১৫ টি নির্বাচিত স্টেশনে বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া, বিভাগীয় অফিসারদের সাথে ১০.০৩.২০২৩ তারিখে ডানকুনি, বর্ধমান এবং চন্দননগর স্টেশন পরিদর্শন করেছেন।

কোচবিহার মেডিকেল কলেজে অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত ছয় জন শিশু, উদ্বেগ বাড়ছে অভিভাবকদের মধ্যে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১১ মার্চ ঃ ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলেছে জ্বর - সর্দি - কাশি। মূলতঃ ছোট ছোট শিশুরাই বেশিরভাগ জ্বর সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত চাপ বাড়ছে হাসপাতাল গুলিতে। তারই মধ্যে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ছয় জন শিশু অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কারণে বর্তমানে দুশ্চিন্তায় রয়েছে সাধারণ মানুষ এবং অভিভাবকরা। চলতি মাসেই কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ২৫ জন শিশুর নমুনা পাঠানো হয়েছিল অ্যাডিনো ভাইরাসের সংক্রমণের পরীক্ষা করার জন্য। এই ২৫ জনের মধ্যে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ থেকে ১০ জন শিশুর নমুনা পাঠানো হয়েছিল পরীক্ষার জন্য। দেখা গিয়েছে সেই ১০ জন শিশুর মধ্যে ৬ জন শিশুর অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত। যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে শুরু করে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। তাই শিশুদের মধ্যে বাড়তি নজরদারি চালাচ্ছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। শুধু কোচবিহার জেলা নয় কোচবিহার জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলা এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যেও নজর রেখে চলেছে জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর। প্রতিদিন জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং আসাম থেকে আসা শিশুদের ডাটা সংগ্রহ করছে স্বাস্থ্য দপ্তর। কোনভাবেই যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে না পড়ে তার জন্য প্রতিনিয়ত জেলা জুড়ে জ্বর- সর্দি- কাশিতে আক্রান্ত শিশুদের ডেটা সংগ্রহ করছে স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের গাইড লাইন অনুযায়ী কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ২৪ ঘন্টার জন্য শিশুরোগ বিশেষজ্ঞকে রাখা হয়েছে। এছাড়াও বহিঃর্বিভাগে শিশুদের ডাক্তার দেখাতে যাতে কোনরকম সমস্যা না হয় তার জন্য শিশুদের বহিঃর্বিভাগ একেবারে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার মেডিকেল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় বলেন, স্বাস্থ্য দপ্তরের গাইডলাইন অনুযায়ী মেডিকেল কলেজে সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে। শিশুদের জন্য আলাদা করে ওপিডি খোলা হয়েছে। সকাল আটটা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত সেখানে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা থাকছে। এছাড়াও বিকেল চারটার পর থেকে পরের দিন সকাল আটটা পর্যন্ত ইমারজেন্সিতে একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ থাকছে। ২৪ ঘন্টাই শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ২০০ থেকে আড়াইশো শিশু চিকিৎসার জন্য আসছে। প্রত্যেকেই জ্বর- সর্দি - কাশি এই ধরনের উপসর্গ নিয়ে আসছে। তার মানে এই নয় সকলেই অ্যাডিনো

ভাইরাসে সংক্রমিত। বেশ কিছু শিশুর উপসর্গ দেখে অ্যাডিনো ভাইরাসের উপসর্গ মনে হয়েছে চিকিৎসকদের। তাদের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। সেই রিপোর্ট বর্তমানে এসে পৌঁছেছে। কোচবিহার মেডিকেল কলেজ থেকে ১০ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছিল। সেই ১০ জনের মধ্যে ৬ জন অ্যাডিনো ভাইরাসে সংক্রমিত। তবে বর্তমানে তারা ভালোই রয়েছে। প্রতিনিযত্ নজর রাখা হচ্ছে যাতে প্রত্যেকটি রোগী সুস্থ পরিষেবা পায়। এছাড়াও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য কোন রোগী আসলে তাকে ফেরত পাঠানো যাবে না। এবং কোন রোগীকে রেফার করা যাবে না। যা চিকিৎসা হওয়ার এখানে হবে।

মেমারির সোমেশ্বর দূর্গাপুজো কমিটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ মার্চ ঃ মেমারি সোমেশ্বর তলা সার্ব্বজনীন দুর্গাপুজো ৭৫ বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পুজোর আগে নানান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আর এই ৭৫ বর্ষকে সামনে রেখে এদিন শনিবার সোমেশ্বর তলা আটচালায় একটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করা হয়। ফিতে কেটে প্রদীপ প্রজ্জলন করে এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের উদ্বোধন করেন মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালের বিএম ওএইচ ডাঃ দেবাশীষ বালা, মেমারি পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন বিষয়ী, ভাইস চেয়ারম্যান তথা সোমেশ্বর তলা সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি সুপ্রিয় সামন্ত, কমিটির সদস্যগণ সহ উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিনামূল্যে এইরকম একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করায় উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানান, মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালের বিএম ও এইচ ডাঃ দেবাশীষ বালা। উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানানোর পাশাপাশি মেমারি পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন বিষয়ী সকলকে প্লাস্টিক ব্যবহার না করার পাশাপাশি জল অপচয় বন্ধ করারও আবেদন জানান এবং মেমারিবাসীকে জল নিকাশি সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে আজ থেকে মেমারি পৌরসভা এলাকায় জলনিকাশী নালা গভীর ভাবে পরিস্কার করার কাজ শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি। এই সোমেশ্বর তলা আট চালায় বিগত দিনে চরক বা গাজন উপলক্ষ্যে যাত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো কিন্তু বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই কমিটির সদস্যদের কাছে সেই যাত্রাপালা আয়োজন করার আবেদন জানান মেমারি পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন বিষয়ী। সোমেশ্বর তলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আগামী দিনে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং তারই আজ প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এমনটাই জানান কমিটির সভাপতি সুপ্রিয় সামন্ত। এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে বর্ধমানের শরণ্যা বেসরকারি হাসপাতালের সহযোগিতায় ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা মেডিসিন, চক্ষু, ডায়েট, ফিজিওথেরাপি ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এদিন চিকিৎসকদের মধ্যে ছিলেন মেডিসিনের ডাঃ স্বস্তিকা রায়, চক্ষু বিশেষজ্ঞ সরণ গিরি, ডায়াবেটিসিয়ান ডাঃ পল্লবী পালিত, হাসপাতালের মার্কেটিং ম্যানেজার রিয়াজ মহসিন সহ নার্স ও ব্রাদাররা। রিয়াজ মহসিন জানান এখান থেকে চিকিৎসায় যাদের চক্ষু অপারেশন বা কোন রোগ নির্ণয় হলে তাদের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন এবং যা মেডিসিন ডাক্তারবাবুরা লিখবেন তা বিনামূল্যে এখান থেকে দেওয়া হবে। তারা এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবিরে অংশগ্রহণ করতে পেরে আনন্দিত এবং এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে সচেষ্ট থাকেন বলে জানান মাল্টি স্পেশালিটি বেসরকারি হাসপাতালে ম্যানেজার রিয়াজ মহসিন। এছাড়াও আগামী ৫ জুন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও শুভ মহালয়ার পূর্ণ লগ্নে এলাকার দুঃস্থ দরিদ্র মানুষদের বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হবে বলেও জানান, উদ্যোক্তাদের পক্ষে দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য্য। এলাকার বহু মানুষ এদিন এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে এসে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। কেবলমাত্র আলোর রোশনাই, আকাশচুম্বী মন্ডপে যে মেমারি সোমেশ্বর তলা সার্বজনীন দুর্গাপুজো উদ্‌যাপন কমিটি তৃপ্ত নয়, তার মাঝেও মানবিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের এক অনন্য নিদর্শন মেমারির বুকে তুলে ধরল।

মা ও পাঁচ বছরের শিশুকন্যার মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য কাটোয়ায়

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ মার্চ ঃ কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের ইসলামপুর গ্রামের বাসিন্দা রসুল সেখের একই সিমানায় দুটি আলাদা বাড়ি থেকে তার বৌমা ও ৫ বছরের নাতনির মৃতদেহ উদ্ধার হল শনিবার বিকালে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছা।য় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান পূর্ব বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত পুলিস সুপার (গ্রামীণ) ধ্রুব দাস, কাটোয়ার এসডিপিও কৌশিক বসাক সগ আইসি তীর্থেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিস বাহিনী। পুলিস সূত্রে জানা গেছে মৃতের নাম নার্সিনা বিবি (২৩) ও তার মেয়ে ফার্সিনা খাতুন(৫)। কাটোয়া থানার ইসলামপুর গ্রামে তাদের বাড়ি। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো ময়নাতদন্তের জন্য। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গেছে, এদিন বিকাল চারটে নাগাদ মা ও মেয়ের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান শ্বশুর রসুল শেখ। এরপরেই তিনি প্রতিবেশীদের খবর দেন। তারপরেই পুলিস আসে। একই সীমানায় রসুল শেখের দুটি বাড়ি। একটি টালির চাল ও খলপা বেড়া দেওয়া দু' কামরার ঘরের বাড়ি। আর পাশেই সদ্য একতলা বাড়ি তৈরি করা হয়েছে তাদের। টালির চালের বাড়ি থেকে নার্সিনা বিবির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আর সদ্য নির্মান করা বাড়ি থেকে ফ্যানের সঙ্গে মেয়ে ফার্সিনার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহ যখন উদ্ধার হয় তখন ওই বধূর বাড়িতে কেউ ছিল না। এমনকি শ্বশুরও প্রতিবেশীদের ডেকেই পালিয়ে গিয়েছে। এটি নিছক আত্মহত্যা না খুন তা নিয়ে এখনও ধন্দে পুলিস। আরও জানা গিয়েছে, রসুল শেখের ছেলে মন্টু শেখ কেরলে রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন। মন্টু বাড়িতে স্ত্রী নার্সিনা বিবি, মেয়ে ফার্সিনা খাতুন ও এক ছেলেকে রেখে যান। পাঁচ মাস আগেই তিনি কেরল গিয়েছেন। ইসলামপুরের বাড়িতে নার্সিনা বিবিদের সঙ্গে শ্বশুর রসুল শেখ, শাশুড়ি কোহিনুর বিবি, ননদ সেলিনা খাতুনও থাকতেন। এদিন নার্সিনা বিবির শাশুড়ি, ননদ বাড়িতে ছিলেন না। তারা কোথায় গিয়েছেন তা কেউই বলতে পারছেন না। আর নার্সিনা বিবির সাত বছর বয়সের ছেলে তার সঙ্গে থাকতেন না। পিসির বাড়িতেই ছোট থেকে থাকে। শুধুমাত্র পাঁচ বছরের মেয়েকে নিয়েই ওই বধূ থাকতেন। মৃতার এক জামাইবাবু আলিদ শেখ বলেন, আমার শালির ওই পাঁচ বছরের মেয়েকে নিয়েই শ্বশুর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে অশান্তির সূত্রপাত। কারন মেয়েটার শারিরীক ভাবে একটু সমস্যা থাকায় প্রায়ই আমার শালির সঙ্গে ওর শাশুরি অশান্তি করত। এমনকি ওকে মেরে ফেলার জন্যও বলত। তিনি আরও বলেন, কয়েকদিন আগে আমার শালি মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। তারপর সেখান থেকে এসে বাড়িতে ফিরে তার সোনার হার ও একজোড়া কানের দুল হারায়। সেটা নিয়েই শাশুরি অশান্তি করে। এবার আমার শালি নিজে আত্মহত্যা করেছে। নাকি ওদের মা ও মেয়েকে মেরে ফেলেছে তা জানি না। তবে আমরা থানায় অভিযোগ জানাব। এদিন ওই বধূর বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় প্রতিবেশীরা ভিড় করেছেন। মায়ের সঙ্গে পাঁচ বছরের শিশুকন্যারও মর্মান্তিক ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল তা নিয়েই শোকে ভেঙে পড়েছেন তারা। প্রতিবেশীদের একাংশ জানান, কি করে হল কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে শাশুড়ির সঙ্গে প্রায়ই ঝামেলা হত। ঘটনাস্থলে গিয়ে দুটি বা।ই দেখেন পুলিসের অফিসারেরা। মৃত বধূর মোবাইলটি উদ্ধার করা হয়েছে। তবে কাটোয়া থানার পুলিস একটি খুনের মামলা রুজু করেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই কাটোয়া থানার পুলিশ একটি খুনের মামলার রুজু করেছে এবং খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

কালিয়াচকে বোমা উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করল সিআইডি

দুরন্ত বার্তা, কালিয়াচক, ১১ মার্চ ঃ কালিয়াচকে বোমা উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করল সিআইডি বোম স্কোয়াড টিম ও দমকল বাহিনী। এত পরিমাণে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকাজুড়ে। বোমাগুলো উদ্ধার হয়েছে কালিয়াচক থানার জালুয়াবাধাল অঞ্চল এর গঙ্গানারানপুর এলাকায়। একটি লিচু গাছের নিচে একটি ব্যাগে তিনটি বোতল দেখা যায়। পাশাপাশি প্লাস্টিকে মোড়ানো কয়েকটি ব্যাগও দেখতে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশ এসে এলাকাটি ঘিরে রাখে। গত কাল বিকেল হয়ে যাওয়ার কারণে বোম স্কোয়াড টিম ঘটনাস্থলে আসেনি। আজ শনিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিআইডির বোম স্কট দল দমকল দপ্তর ও কালিয়াচক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। বোম স্কোয়াড টিম আসার পর বোমা গুলি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটের আগে এত পরিমাণে বোতল বোমা উদ্ধার হওয়ায় বিশাল চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে এলাকাজুড়ে।

স্কুল গেটে তালাঃ গাছতলায় ক্লাস করে ফিরে গেল ছাত্রছাত্রীরা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ মার্চ ঃ সরকারি ছুটির দিন না হওয়া সত্ত্বেও বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের সড়াইটিকর গ্রাম- পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মির্জাপুর গ্রামের নরেন্দ্রনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ থাকলো শনিবার। ঘুরে গেলো ছাত্র- ছাত্রী সহ স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষিকারা। ওই স্কুলে বর্তমানে রয়েছেন ৭ জন শিক্ষক - শিক্ষিকা ও ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী। বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় বাচ্ছারা পেল না মিডডে মিলের খাবার। কারন হিসাবে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা জানিয়েছেন, অন্যান্য দিনের মতই, সকাল ১০ টায় স্কুলে এসে গেটে তালা খুলতে গিয়ে দেখেন, শিক্ষকদের দেওয়া তালা ছাড়াও প্রতিটি গেটে অন্য আর একটি করে তালা দেওয়া রয়েছে। ওই তালাগুলি স্কুল বন্ধ থাকাকালীন কেউ বা কারা লাগিয়েছেন বলেই মনে করছেন উপস্থিত শিক্ষক- শিক্ষিকারা। এর উপস্থিত শিক্ষক- শিক্ষিকারা স্কুল পরিচালন সমিতির সদস্যদের বিষয়টি জানান। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করে বলা হয়, গতকাল অর্থাৎ ১০ মার্চ সরকারি ছুটির দিন না হওয়া সত্ত্বেও স্কুল বন্ধ করে রেখেছিলেন শিক্ষক - শিক্ষিকারা। ওইদিন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য ডিএ সহ বিভিন্ন দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল রাজ্যজুড়ে । ওই ধর্মঘটে এই বিদ্যালয় নরেন্দ্রনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়. শিক্ষক- শিক্ষিকারা অংশগ্রহণ করায়, বিদ্যালয় বন্ধ রেখেছিলেন। ওইদিন স্কুল এসেও বন্ধ থাকায় ফিরে যায় ছাত্র-ছাত্রীরা। রান্না হয়নি মিড ডে মিলও। অভুক্ত অবস্থাতেই ফিরে যায় ছাত্র-ছাত্রীরা । আর এরিই প্রতিবাদে মির্জাপুর গ্রামের বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে তালা লাগিয়ে দেয়। গ্রামবাসীদের তালা গেটে লাগানো থাকায় শনিবার উপস্থিত শিক্ষক- শিক্ষিকারা উর্দ্ধতন কতৃপক্ষকে বিষয়টি জানায় এবং পাশের গাছতলায় ছাত্র- ছাত্রীদের কিছুক্ষন পড়ানোর পর বাড়ি চলে যেতে বলেন। এরপর নিজেরা দুপুর ২টো পর্যন্ত গাছতলায় অপেক্ষা করে নিজেদের তালা গেটে লাগিয়ে বাড়ি চলে যান।

পূর্ব রেলওয় বি.আর. সিং হাসপাতাল ০৯.০৩.২০২৩ তারিখে পূর্ব রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ মেডিক্যাল ডিরেক্টর ড. রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য্যের দক্ষ নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় বি.আর. সিং হাসপাতালের নেফ্রোলজি ওয়ার্ডে বিশ্ব কিডনি দিবস উদ্‌যাপন করেছে।

চুরি হল চাপাকল, জল সঙ্কটে ভুগছে নুরগঞ্জের ৫০ টি পরিবার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ মার্চ ঃ দুষ্কৃতিদের দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ বাসিন্দারা। রাতের আঁধারে পানীয় জলের চাপাকল খুলে পালালো দুস্কৃতিরা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। চাপাকল চুরির হওয়ার পরে এলাকায় দেখা দিয়েছে জল সঙ্কট। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার চাঁচল-১ নং ব্লকে কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের নুরগঞ্জ দক্ষিণপাড়ায়। চুরির ঘটনা নিয়ে পুলিশ অভিযোগ জানাবেন বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে রাতেই চাপাকল থেকে জল সংগ্রহ করেছে বাসিন্দারা। শনিবার সকালে জল আনতে গেলে চোখ কপালে ওঠে গ্রামের বধূদের। আস্ত ওই চাপাকলটি চুরি করে পালিয়েছে দুস্কৃতিরা। নুরগঞ্জের বাসিন্দা সেনাউল ইসলাম, সাইরি বিবি ও মিনসারুল আলিরা জানান, আমাদের ৫০ টি পরিবারের পানীয় জলের একমাত্র ভরসা জিল এই চাপাকল। চুরির পরে অন্যপাড়া থেকে জল এনে সাংসারিক জীবন চলছে। পঞ্চায়েতের তরফে জলের ব্যবস্থা করলে উপকৃত হব। পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসিন্দাদের জল সঙ্কট দূরীকরণের জন্য ছয় বছর আগে ওই এলাকায় চাপাকলটি বসানো হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ইউসুফ আলি জানান, জল সঙ্কট কিভাবে মেটানো যায়,তা পঞ্চায়েতে আলোচনা করা হবে।

বিধবার টাকাপয়সা-গয়নাগাটি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ১১ মার্চ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়ে বিধবার টাকাপয়সা- গয়নাগাটি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার যুবক। শনিবার ভাঙড়ের বোদড়া এলাকা থেকে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে সোনারপুর থানার পুলিশ। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে সহবাস করেছেন। তার পর বিধবার টাকাপয়সা-গয়নাগাটি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে ধৃতের নাম করিম মোল্লা (নাম পরিবর্তিত)। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬, ৪১৭ এবং ৪০৬ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, কর্মসূত্রে নির্যাতিতার সঙ্গে পরিচয় হয় যুবকের। বছর তিনেক আগে ওই মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পর তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। দু'জন একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন। নির্যাতিতার অভিযোগ, মাস তিনেক আগে তাঁকে কিছু না বলে হঠাই উধাও হয়ে যান করিম। বিভিন্ন ভাবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন। এক বার যোগাযোগ হয়েওছিল। কিন্তু অভিযুক্ত তাঁর সঙ্গে আরও কোনও রকম সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করেন। ওই মহিলার অভিযোগ, তাঁর বাড়ি থেকে পালানোর আগে গয়না-সহ লক্ষাধিক নগদ টাকা নিয়ে গিয়েছেন করিম। এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ভাঙড়ে যুবকের সন্ধান পায় পুলিশ। গ্রেফতার কর হয় অভিযুক্তকে। এই নিয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি মোহিত মোল্লা বলেন, ''নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। শনিবার তাঁকে আদালতে তোলা হয়েছে। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।''

রমরমা বেআইনি মাটির কারবার ক্যানিংয়ে

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১১ মার্চ ঃ মাস খানেক আগে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস ক্যানিং থানা এলাকায় বেআইনি মাটির গাড়ির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে তা অবিলম্বে বন্ধের জন্য থানাকে লিখিত চিঠি দিয়েছিলেন। বিধায়কের চিঠি পেয়ে কয়েকদিন তা বন্ধও ছিল। এলাকায় বেআইনি মাটির গাড়ির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ বেশ কয়েকটি গাড়ি আটক করে, তার চালককে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করে। কিন্তু বিধায়কের অভিযোগের পর এক মাস কাটতে না কাটতেই পুনরায় ক্যানিং থানা এলাকায় বেআইনি মাটির গাড়ি চালু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি বিধায়ক আই সি ক্যানিংকে লিখিত অভিযোগ জানান বেআইনি মাটির গাড়ি বন্ধের দাবিতে। বেআইনি মাটির গা।ি চলাচলের জন্য এলাকার সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা তিনি যেমন চিঠিতে উল্লেখ করেন, তেমনি এলাকার জলাশয়গুলি বেআইনি ভাবে বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি। তিনি আরও বলেন এই মাটির গাড়ি চলাচলের কারণে মাটি রাস্তায় পড়ছে, সেখানেও দুর্ঘটনা ঘটছে। গাড়িগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি আবেদন জানান। বিধায়কের অভিযোগ পেয়েই ক্যানিং থানার পুলিশ বেশ কয়েকদিন এলাকায় অভিযান চালায়। প্রায় আট দশটি গাড়ি আটক করে এবং সেগুলির বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থাও গ্রহণ করে। কিন্তু পুলিশের নজরদারি একটু কমতেই ফের বেআইনি মাটির গাড়ির রমরমা শুরু হয়েছে ক্যানিং জুড়ে। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, আমি অভিযোগ জানানোর পর পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে। যদি কেউ পঞ্চায়েতের অনুমতি নিয়ে নিজের বাড়ির পুকুর, ডোবা ভর্তি করেন বা নিজের বাড়ি উঁচু করেন সেক্ষেত্রে কিছু বলার নেই। কিন্তু সরকারি জলাশয়, খাল, বিল বেআইনি ভাবে বন্ধ করলে পুলিশ নিশ্চয় ব্যবস্থা নেবে। ক্যানিং থানা সূত্রের খবর, বেআইনি মাটির কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে শনিবারও এই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে।

ডোমজুড়ে বোমা উদ্ধার নিয়ে এলাকায় আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ মার্চ ঃ হাওড়া ডোমজুড় থানা এলাকার কোরলা লতিবপুরে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে শনিবার ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ একটি নির্জন এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা উদ্ধার করে। এগুলো একটি ব্যাগের মধ্যে রাখা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বোম স্কোয়াডে খবর দেওয়া হয়। বোম স্কোয়াডের কর্মীরা এসে বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে। শনিবার এলাকা থেকে এতগুলো তাজা বোমা উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। এলাকাবাসীদের ধারণা সামনে পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে দুষ্কৃতিরা বোমা জড়ো করছে। কিন্তু কে বা কারা এই এলাকায় এই তাজা বোমা রেখে গেলো তার তদন্ত করছে ডোমজুড় থানার পুলিশ।

সীমান্তে বিপুল গাঁজা ও ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১১ মার্চ ঃ উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া ও মালদা জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পৃথক অভিযান চালিয়ে বিএসএফ ২ লাখ ৫৮ হাজার ৯০০ টাকা মূল্যের ১২৬১ বোতল ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করেছে। শনিবার চোরাকারবারিদের ধাওয়া করার সময় এলাকায়. তল্লাশি করার সময়, জওয়ানরা সীমান্ত চৌকি পাঁচবেড়িয়া থেকে ২৫০ বোতল ফেনসিডিল এবং ৭৪ বোতল ফেনসিডিল এবং সীমান্ত পোস্ট সুটিয়া থেকে ৪৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। অন্যদিকে জওয়ানরা সীমান্ত ফাঁড়ি রাঙ্গিয়াপোতা, সীমান্ত ফাঁড়ি দোবরপাদা, সীমান্ত ফাঁড়ি শাসনি, এমএস পুর এবং মাহাদিপুরে মোট ৯৩৭ বোতল ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করেছে।

ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের পাশে এমি, নিলামে বিশ্বকাপ ফাইনালের গ্লাভস

রোজারিও, ১১ মার্চঃ তিনি বিতর্কিত চরিত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তার হৃদয়টা বিশাল প্রমাণ করে দিলেন এমি মার্টিনেজ। আর্জেন্টিনার সমর্থকদের কাছে লিওনেল মেসি যতটা গুরুত্বপূর্ণ, কাতার বিশ্বকাপে তার চেয়ে কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। গোলের নীচে তিনি একাই বদলে দিয়েছিলেন নীল সাদা জার্সির ভবিতব্য। ৩৬ বছর পর আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতেছে তো ওই গ্লাভস জোড়ার ভেতরে থাকা বিশ্বস্ত হাত দুটোর কারণে! ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ানোর আগে ফ্রান্সের কোলো মুয়ানির নেওয়া একটি শটে অবিশ্বাস্য সেভ করেন মার্তিনেজ। টাইব্রেকারেও গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি সেভ করেন। গ্লাভস জোড়া তাই মার্তিনেজের নিজের কাছে স্মারক হিসেবে রেখে দেওয়ার কথা। গোলকিপার তা করেননি। তিনি ভেবেছেন ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের কথা, তাই বিশ্বকাপে সেরা গোলকিপারের পুরস্কার 'গোল্ডেন গ্লাভস'জয়ী মার্তিনেজ সেই গ্লাভস জোড়া নিলামে তুলেছিলেন। ফাইনালে টাইব্রেকারে মার্তিনেজ যে গ্লাভস জোড়া পরেছিলেন, শুক্রবার তা নিলামে ৪৫ হাজার ডলারে,

ভারতীয় টাকা প্রায় ৪০ লাখ মূল্য তা বিক্রি হয়েছে। আর্জেন্টিনার গ্রারাহান হাসপাতালের ক্যানসার ওয়ার্ড। দেশটিতে শিশুদের প্রধান হাসপাতাল এটি। সেই হাসপাতালের ক্যানসার ওয়ার্ডে টাকাটা দেওয়া হবে। নিলাম চলাকালীন মার্তিনেজ বলেছেন, ''বিশ্বকাপের গ্লাভস দান করে সাহায্যের সুযোগ পাওয়ায় আর দ্বিধা করিনি। কারণ এতে ছেলেদের কল্যাণ হবে।'' মার্টিনেজ মনে করেন একটা দেশের ভবিষ্যৎ যারা তাদের উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে কাজে লাগাতে পারছেন এর থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে না। তাই শিশুদের ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এইটুকু সাহায্য করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছেন তিনি। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে নিজের বিশ্বকাপ ফাইনালের গ্লাভস জোড়া নিলামে তোলার খবর ঘোষণা করেছিলেন আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো। তখন ওই গ্লাভস জোড়াতে অটোগ্রাফও দিয়েছিলেন তিনি। বিশ্বকাপ ফাইনালে যে গ্লাভস পরে দলকে জিতিয়েছিলেন, তা স্বাভাবিকভাবেই ডিবুর কাছে বিশেষ। সে কথা তিনি স্বীকার করেন।

শুভমনের শতরানের পর বিরাটও সেট, চাপে অজিরা

আমেদাবাদ, ১১ মার্চঃ বিরাটের ব্যাট জ্বলে উঠলে, বাকিরা শুধুই দর্শক। শতরান এখনও হয়নি। তবে তাঁর ধৈর্য আরও ভালো কিছুরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। বর্তমান প্রজন্মের সেরা ব্যাটার এবং ভবিষ্যৎ। দু-জনের থেকেই ফেরেন। সেই অস্বস্তি কাটতে খুব বেশি সময় লাগেনি। বরং দিনের শেষে ভারতীয় শিবিরে এক রাশ স্বস্তি। দিনের খেলার ৭০ শতাংশ সময়ের নায়ক যদি শুভমন গিল হন, বাকি ৩০ শতাংশ নিঃসন্দেহে বিরাট কোহলির। বোলিংয়ে চাপে ফেলেন। মার্ফির বলেই লেগ বিফোর হন ৪২ রানে। ভারতীয় ইনিংসে প্রাণ ফেরান শুভমন গিল, বিরাট কোহলি। তাদের রানিং বিটউইন দ্য উইকেট খুবই ভালো। শুভমন গিল শতরানের পর প্রচণ্ড গরমে বাঁ হাতি কম্বিনেশনের জন্যই জাডেজাকে ব্যাটিং অর্ডারে আগে পাঠানোর সিদ্ধান্ত। দিনের শেষে তা কাজে দিয়েছে। বিরাট কোহলি ব্যক্তিগত ৪২ রানে পৌঁছতেই ঘরের মাঠে টেস্ট ক্রিকেটে ৪ হাজারের

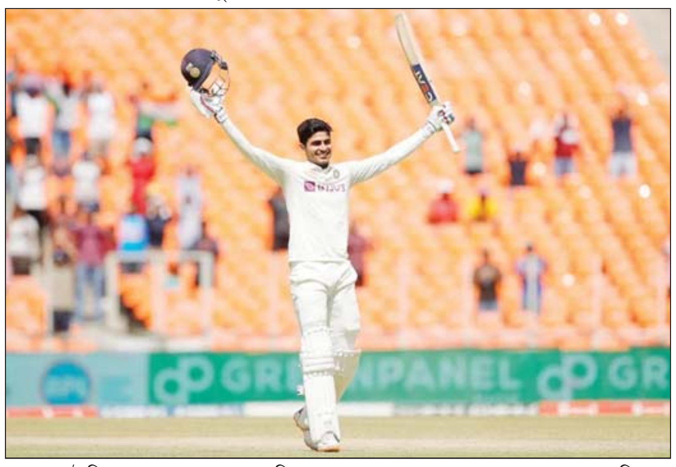

অনবদ্য ইনিংস এল। প্রথম জন নিঃসন্দেহে বিরাট কোহলি, দ্বিতীয় জন শুভমন গিল। ভবিষ্যৎ তারকার শতরানে যখন বিরাট কোহলি হাসি মুখে হাততালি দেন সেই দৃশ্য বন্দী করে রাখার মতোই। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ৪৮০ রান করে ভারতকে চাপে রেখেছিল। শুভমন-বিরাট পাল্টা চাপে রাখলেন অজিদের। প্রথম সেশনে ভালো খেলছিলেন আগের দিনের অপরাজিত ওপেনিং জুটি। রোহিত লুজ শটে ৩৫ রানে প্রথম সেশনে একমাত্র রোহিতের উইকেট হারিয়ে ৯৩ স্কোরে পৌঁছায় ভারত। শুভমন গিল-চেতেশ্বর পূজারা জুটি দ্বিতীয় সেশনের শুরুতে সমস্যায় পড়েন। রিভার্স সুইং হচ্ছিল। মিচেল স্টার্ক-ক্যামেরন গ্রিন কিছুটা অস্বস্তিতে রাখেন। দু-দিক থেকে স্পিনার এনেও চাপে রাখার চেষ্টা করেন স্টিভ স্মিথ। শুভমনের ক্ষেত্রে সেই পরিকল্পনা কাজে দেয়নি। চেতেশ্বর পূজারা ভালো খেলছিলেন। কিন্তু অফ স্পিনার টড মার্ফি রাউন্ড দ্য উইকেট কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েন। পায়ে টান ধরে। বিরাটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্কোর এগিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু নাথান লিয়ঁর একটি ডেলিভারিতে পরাস্থ হন। অফস্টাম্পের বাইরে থেকে শার্প টার্ন। পায়ে টান ধরায় মনসংযোগেও ব্যাঘাত ঘটে। লেগ বিফোর হন শুভমনও। ১২৮ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলে মাঠ ছাড়েন। গ্যালারি দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানায়। বিরাট কোহলির সঙ্গে ক্রিজে যোগ দেন রবীন্দ্র জাডেজা। ডান ও মাইলফলকে। এখানেই থেমে থাকেননি। টেস্ট কেরিয়ারের ২৯তম অর্ধশতরান করেন বিরাট কোহলি। দ্বিতীয় নতুন বল নেওয়ার সুযোগ থাকলেও অস্ট্রেলিয়া অপেক্ষা করে। অবশেষে ৯৪ ওভারের দ্বিতীয় নতুন বল নেয়। তাতেও মনসংযোগে ব্যাঘাত ঘটেনি কোহলি-জাডেজা জুটির। দিনের শেষে ৪৪ রানে জুটি অবিচ্ছিন্ন। ভারত মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে ২৮৯ রান তুলেছে। এখনও পিছিয়ে ১৯১ রানে।

গোল্ডেন গ্লাভস নয়, মোহনবাগানকে ট্রফি জেতাতে চান বিশাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চঃ অ্যাওয়ে ম্যাচে ড্র করে কিছুটা স্বস্তিতে এটিকে মোহনবাগান। সোমবার ঘরের মাঠে সেমিফাইনালের ফিরতি লেগের ম্যাচ। হোম ম্যাচের সুবিধা তুলতে চান হুয়ান ফেরান্দো। এ বারের আইএসএলে লিগ পর্বে হায়দরাবাদকে এক বার হারিয়েছে এটিকে মোহনবাগান। আর একটি ম্যাচে মোহনবাগান হারে হায়দরাবাদের কাছে। সেমিফাইনালে প্রথম দেখায় অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয় মোহনবাগান-হায়দরাবাদ দ্বৈরথ। সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগই ভাগ্য গড়ে দেবে। গত আইএসএলে এই হায়দরাবাদের কাছেই প্লে অফে হারে মোহনবাগান। তাই প্রীতমদের কাছে এই ম্যাচ বদলার। তবে বাগান কোচকে ভাবাচ্ছে ফুটবলারদের ক্লান্তি। টানা ম্যাচ খেলার ধকলই একমাত্র চিন্তার কারণ বাগানের স্প্যানিশ কোচের কাছে। হায়দরাবাদের ফুটবলাররা কাছেই স্বপ্ন থাকে এই সম্মান পাওয়ার। আমারও স্বপ্ন ছিল গোল্ডেন গ্লাভস পাব। এই সম্মান আমাকে আরও ভালো খেলতে উদ্বুদ্ধ করবে। তবে শুধুমাত্র গোল্ডেন গ্লাভসেই আমি সন্তুষ্ট নই। শেষ দুটো ম্যাচেও অপরাজিত থাকতে চাই।'' বিশাল আরও বলেন, ''গোল্ডেন গ্লাভস পেলেও আমাকে এখনও নিজের সেরা ফর্মে পৌঁছতে হবে। একজন গোলকিপারের কাজই হল, গোল অক্ষত রাখা। সেটাই করেছি শুধুমাত্র। এজন্য আমি সতীর্থ ফুটবলার এবং কোচেদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাদের জন্যই এই সম্মান পেয়েছি। এই সম্মান ওদেরই উসর্গ করছি। তবে ট্রফি না জিতলে এ সবের দাম থাকবে না। তাই আইএসএল খেতাব জিততে চাই।'' হিমাচল প্রদেশ থেকে উঠে এসেছেন বিশাল কাইথ। লিগের সব ম্যাচে যে খেলার সুযোগ পাবেন তা প্রথমে ভাবতেই পারেননি। মোহনবাগান

সেমিফাইনালের আগে বেশ কয়েকটা ম্যাচে বিশ্রাম পেয়েছেন। এ বার দুরন্ত ছন্দে রয়েছে মোহনবাগান। ১১টা ম্যাচে কোনও গোল হজম করেনি সবুজ-মেরুন। রক্ষণের পাশাপাশি এর কৃতিত্ব প্রাপ্য গোলকিপার বিশাল কাইথেরও। এ বার গোল্ডেন গ্লাভসও পেয়েছেন বিশাল। বাগানের তিন কাঠি আগলে রাখার কারিগর বিশাল অবশ্য এখানেই থামতে চাইছেন না। ট্রফি তোলার স্বপ্ন তাঁর চোখে মুখে। বিশাল বললেন, ''গোল্ডেন গ্লাভস পেয়ে বেশ ভালো লাগছে। যে কোনও গোলকিপারের সমর্থকদের ভালোবাসা জানাতেও ভুলছেন না বাগান গোলকিপার। ওড়িশা ম্যাচে মাথায় ও কাঁধে চোট পেয়ে অ্যাম্বুলেন্সে মাঠ ছেড়েছিলেন। ওই অবস্থায় সমর্থকদের উৎকণ্ঠা দেখেছিলেন বিশাল। হাসপাতালে থাকার সময়ও অনেক মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা ও আরোগ্য কামনার বার্তা পেয়েছেন বিশাল। যা সবুজ-মেরুন সমর্থকদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সমর্থকদের হাতে এ বার আইএসএল ট্রফি তুলে দেওয়াই লক্ষ্য বিশাল কাইথের।

'রোজ তিন-চার বার কাঁদতাম'

হর্ষলের মুখে সেই কঠিন মুহূর্তের কথা

বেঙ্গালুরু, ১১ মার্চঃ শিয়রে কড়া নাড়ছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। বর্তমানে হইহই করে চলছে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ। তার মধ্যেই ক্রিকেট ভক্তরা আইপিএল শুরু হওয়ার দিন গোনা শুরু করে দিয়েছে। আসন্ন আইপিএলের আগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের তারকা অল-রাউন্ডার হর্ষল প্যাটেল নিজের জীবনের কঠিন মুহূর্তের কথা তুলে ধরেছেন আরসিবির পডকাস্টে। গত বছর, আইপিএল চলাকালীন হর্ষলের দিদি অর্চিতা প্যাটেল প্রয়াত হন। তিনি সেই সময় দলের সঙ্গেই ছিলেন। হঠাৎ করে দিদির প্রয়াণের খবর পাওয়ার পর, তিনি জৈব সুরক্ষা বলয় ভেঙে বাড়ি যান। সেই কঠিন সময়ে তিনি প্রতিদিন নিজের রুমে তিন-চার বার করে কাঁদতেন। ২০২২ সালের এপ্রিলে আইপিএল চলাকালীন হঠাৎই শোকের ছায়া নেমে আসে আরসিবির তারকা হর্ষল প্যাটেলের জীবনে। আরসিবির পডকাস্টে হর্ষল জানান, তাঁর দিদি মারা যাওয়ার পর তিনি একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন। হর্ষল বলেন, ''যখন আমার দিদি মারা গিয়েছিল, আমি এক সপ্তাহ ধরে শোকের মধ্যে ছিলাম। ও ৯ এপ্রিল (২০২২) মারা যায়। ওই সময় আমি কোয়ারেন্টাইনে ছিলাম। আমি তখন বাড়িতে ফিরে আমার ভাগ্নি, ভাগ্নে ও বাড়ির সকলের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। আমি ওদের কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা ওই সময় ফোনেই কথা বলেছিলাম। কারণ ওই একটাই মাত্র বিকল্প ছিল আমাদের কাছে। তার ঠিক সাত দিন পর আমার ছেলের জন্ম হয়। সেই সময় আমি সত্যিই বুঝতে পারতাম না যে, আমি কেমন অনুভব করছি। আমার আনন্দিত হওয়া উচিত, কিনা আমার দুঃখ পাওয়া উচিত ছিল। সেটা বোঝা আমার জন্য কঠিন হয়ে উঠেছিল। মনের মধ্যে সারাক্ষণ একটা ঢেউ উঠত।'' এরপর হর্ষল আরও বলেন, ''ওই সময় দিদির কথা বার বার মনে পড়ত। যার ফলে আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসত। আমি নিজের রুমে প্রতিদিন তিন-চার বার করে কাঁদতাম। তারপর আমি আমার ছেলের মুখটা যখন দেখতাম, তখন ভীষণ আনন্দ পেতাম। এমন একটা সুন্দর শিশুমুখ আমাকে সেই কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল।'' সকলেই জীবনে কোনও না কোনও সময় কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়েও ফেলেন। হর্ষলও পেরেছিলেন কঠিন সময় পেরিয়ে আসতে। তিনি বলেন, ''যখন ভালো কিছু ঘটে বা খারাপ কিছু ঘটে তখন আমি স্থিতিশীল থাকতে চাই। ওই দুই সপ্তাহ আমার কাছে নিজেকে দেখার একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, যে কতটা ভালোভাবে আমি এই কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারি। আমি আমার পরিবারকে সর্বোত্তম উপায়ে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং ওরাও আমাকে সর্বোত্তম উপায়ে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এবং আমরা এটির মধ্য দিয়ে এসেছি।

আপনি যদি নিজের সঙ্গে সৎ না থাকেন তবে সেটা বোকার মতো কাজ হবে। আপনি কেন খুশি নন বা কেন আপনি সফল নন তার কারণগুলি খোঁজার জন্য যদি আপনি ক্রমাগত নিজের বাইরের কারণগুলি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন তা হলে আপনি সঠিক পথে এগোচ্ছেন না। তাই বাইরে যা হচ্ছে সেই বিষয়গুলি আমাকে যাতে আলোড়িত না করে সেদিকেই আমি লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করে গিয়েছি। যখন খারাপ সময় গিয়েছে, আমি অন্যের ভরসার পাত্র হওয়ার চেষ্টা করেছি।''

'চ্যাম্পিয়ন সানিয়া' টেনিস কুইনকে চিঠি পাঠিয়ে প্রশংসা মোদির

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চঃ সদ্য পেশাদার টেনিস কেরিয়ারে ইতি টেনেছেন ভারতের টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জা। দু'দশকের পেশাদার কেরিয়ারে একঝাঁক সাফল্যের দেখা পেয়েছেন সানিয়া। সদ্য অবসর নেওয়া সানিয়া মির্জাকে এ বার চিঠি লিখে প্রশংসা করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোশ্যাল মিডিয়ায় মোদির পাঠানো সেই চিঠি তুলে ধরেছেন সানিয়া। একইসঙ্গে ভারতের টেনিস সুপারস্টার সানিয়া ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। সানিয়াকে ভারতের অন্যতম সেরা টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে উল্লেখ করেছেন মোদি। পাশাপাশি সানিয়াকে অনেকের অনুপ্রেরণা বলেও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদির পাঠানো চিঠির ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরে সানিয়া প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ক্যাপশনে সানিয়া লিখেছেন, 'আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তিনি এই যে সুন্দর, অনুপ্রেরণামূলক কথা লিখেছেন, তার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি সব সময় আমাদের দেশের হয়ে প্রতিধিনিত্ব করতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত বোধ করেছি। আমি সব সময় নিজের সেরাটাই উজাড় করে দিতে চেয়েছি। ভারতকে গর্বিত করার জন্য আমি যা করতে পারি সব সময় সেটাই করে যাব। আপনার সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।' চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে দুবাইতে কেরিয়ারের শেষ পেশাদার ম্যাচে খেলেন সানিয়া। সেই ম্যাচে প্রথম রাউন্ডেই হেরে যান তিনি। এরপর চলতি মার্চে হায়দরাবাদে ফেয়ারওয়েল ম্যাচে শেষ বার খেলেছেন সানিয়া। চিঠিতে সানিয়াকে প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছেন, 'টেনিসপ্রেমীদের এটা মেনে নেওয়া কঠিন যে, আপনি এখন পেশাদারভাবে আর খেলবেন না। ভারতের অন্যতম সেরা টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে আপনি ভারতীয় খেলাধুলোয় একটি বিশেষ ছাপ রেখে গিয়েছেন। আপনি ক্রীড়াবিদ হয়ে ওঠার জন্য আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আপনি যখন ১৩ই জানুয়ারী একটি লাইফ আপডেট ঘোষণা করেছিলেন, তাতে আশ্চর্যজনকভাবে ছ'বছর বয়স থেকে আপনার যাত্রাপথের কথা তুলে ধরেছিলেন। বিশ্বমানের টেনিস প্লেয়ার হয়ে ওঠার জন্য আপনাকে আক্ষরিক অর্থে কোর্টে বার বার লড়াই করতে হয়েছিল। ভারতের হয়ে পদক জেতা আপনার জন্য সবচেয়ে বড় সম্মানের বিষয়, আপনি এটাও লিখেছেন। আমি বলতে পারি, আপনি ভারতের গর্ব। আপনার সাফল্য প্রতিটি ভারতীয়ের হৃদয়ে পরম আনন্দ দিয়েছে।'

আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের আর এক পেসার

মুম্বই, ১১ মার্চঃ চোট বাধ সেধেছে বহুবার। কখনও কাঁধে, কখনও গোড়ালিতে তো কখনও হ্যামস্ট্রিংয়ে। বরাবরই চোটের কারণে মাঠ থেকে দূরে থাকতে হয়েছে অজি পেসার ঝাই রিচার্ডসনকে। এ বার সেই তালিকায় যোগ হল আরও এক টুর্নামেন্ট। এ বার আইপিএল। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে ছিটকে গেলেন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ থেকেও। বার বার ঘুরে ফিরে সেই চোটের কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে তাঁকে। চোটের কারণেই ভারতের সঙ্গে ওডিআই সিরিজ থেকেও বাদ পড়েছেন ইতিমধ্যেই। এত সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে অনেকেই তিতি বিরক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর চোটে বড় সমস্যায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। জসপ্রীত বুমরাকে পাওয়া যাবে না। তার উপর আরও এক পেসার ছিটকে যাওয়া মুম্বই শিবিরে বড় ধাক্কা। চোট প্রসঙ্গে রিচার্ডসন বলেন, ''চোট তো খেলার অঙ্গ। তবে এটি হতাশাজনক। বর্তমানে এমন একটি অবস্থায় রয়েছি যেখান থেকে ফিরে আসার জন্য আমি প্রস্তুত। ক্রিকেট খেলতে আমি ভালোবাসি। অতীতের চেয়ে ভালো ক্রিকেটার হয়ে ফিরে আসার জন্য আমি কঠোর পরিশ্রম করবো।'' এই বছরের আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের হয়ে খেলার কথা ছিল রিচার্ডসনের। কিন্তু সেই প্রত্যাশায় জল ঢাললো চোট। ইতিমধ্যেই অস্ত্রোপচার হয়েছে রিচার্ডসনের। যার ফলে আইপিএল-তো বটেই, এমনকি জুন মাসের অ্যাসেজেও অনিশ্চিত তিনি। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যাডাম ভোগস বলেন, ''আমরা প্রত্যেকেই ওর জন্য চিন্তিত। চোট সারিয়ে যত তাড়াতাড়ি দলে যোগ দিতে পারবে ততই ভালো। গত প্রায় এক বছর ধরে চোট নিয়ে বিধ্বস্ত হয়ে আছে ও।''

মেসি-এমবাপের ক্লাব ছাড়া নিয়ে যা বললেন পিএসজি কোচ

প্যারিস, ১১ মার্চঃ চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বিদায়ের পর টালমাটাল এক পরিস্থিতিতে পড়েছে পিএসজি। এক দিকে ইউরোপিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে টানা ব্যর্থতার যন্ত্রণা। অন্য দিকে দলের শীর্ষ তারকাদের ক্লাব ছাড়ার গুঞ্জন। সব মিলিয়ে খুব একটা ভালো সময় কাটছে না প্যারিসের ক্লাবটির। ব্রেস্তের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে এসব অপ্রীতিকর বিষয় নিয়ে কথা বলতে হয়েছে পিএসজি কোচ ক্রিস্তফ গালতিয়েরকে। কোচ বলেছেন, ক্লাবে থাকার জন্য কিলিয়ান এমবাপেকে তাঁর বোঝানোর প্রয়োজন নেই। আর চ্যাম্পিয়নস লিগে ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা লিওনেল মেসির আগেও ছিল বলে মন্তব্য করেছেন গালতিয়ের। চ্যাম্পিয়নস লিগকে পাখির চোখ করে দল গঠন করলেও এ প্রতিযোগিতায় বারবার ব্যর্থতা দেখেছে পিএসজি। দলের এমন পরিস্থিতিতে শোনা যাচ্ছে ক্লাব ছাড়তে যাচ্ছেন এমবাপে। ফরাসি ফরোয়ার্ডকে ক্লাব না ছাড়ার অনুরোধ করবেন কি না, জানতে চাইলে গালতিয়ের বলেছেন, ''ক্লাবে থাকার জন্য আমার কিলিয়ানকে (এমবাপে) বোঝানোর প্রয়োজন নেই। কিলিয়ান নিজেই এটা বলবে। এ মুহূর্তে আপনি যে খেলোয়াড়কেই জিজ্ঞেস করেন, সবাইকে একই অবস্থায় পাবেন, দলের বিদায়ে তারা সবাই হতাশ।'' পিএসজিতে থেকে এমবাপে দলকে সাহায্য করবে, এমনটাই প্রত্যাশা গালতিয়েরের, ''কিলিয়ানকে বিবেচনায় নিলে সে পিএসজির খেলোয়াড়, যা সে প্রতি ম্যাচেই প্রমাণ করেছে। সাফল্য লাভে সে দারুণভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর সে ভালো পারফর্ম করে দলকেও আরও উঁচুতে উঠতে সাহায্য করতে চায়।'' শুধু এমবাপেই নন, মেসি-রামোসের ক্লাব ছাড়ার প্রসঙ্গও এখন বেশ আলোচনায়। পিএসজির বিদায়ের পর এ দুজনের অবস্থা কেমন তা জানাতে গিয়ে গালতিয়ের বলেছেন, ''এ দুজন দারুণ খেলোয়াড়, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের অবিশ্বাস্য রেকর্ড ও

অর্জন আছে। তারা এ ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম।'' মেসি-রামোসের চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার অভিজ্ঞতা নিয়ে গালতিয়ের আরও বলেছেন, ''তারা নিজেদের ক্যারিয়ার থেকেই জানে, কীভাবে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে হয়। পাশাপাশি তাদের বাদ পড়ার অভিজ্ঞতাও আছে। এসবে তারা অভ্যস্ত। তারা অনেক উঁচু মাপের খেলোয়াড়। কীভাবে এক ম্যাচের তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে অন্য ম্যাচ খেলতে হয়, তা তাদের জানা আছে। আর তাদের ব্যক্তিগত অবস্থান বা চুক্তির পরিস্থিতি নিয়ে যদি বলি তবে তারা এমন মানুষ, যারা এসব মুহূর্ত ভালোভাবেই সামলাতে পারে।'' এদিকে শুক্রবার সফলভাবে নেইমারের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। মরসুম শেষে ক্লাব ছাড়ার গুঞ্জন আছে এই ব্রাজিলিয়ান তারকারও।

নেইমারের অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ, কত দিনের জন্য মাঠের বাইরে!

প্যারিস, ১১ মার্চঃ গোড়ালির অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ হল নেইমারের। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে নেইমার খবর দিয়ে লিখেছেন, 'আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরব'। তবে তিনি কবে মাঠে ফিরতে পারবেন, এখনই তা বলা সম্ভব নয়।

কেরিয়ারে একটা বড় সময় চোটের কারণে ভুগেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। সেটা জাতীয় দলের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা ক্লাব ফুটবল। এ মরসুমেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছে পিএসজির। এর মধ্যে বড় ধাক্কা ছিল নেইমারের চোটও। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি লিগ ওয়ানের ম্যাচে লিলের বিরুদ্ধে লিগামেন্টে চোট পান নেইমার। এরপর থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন। ক'দিন পরই জানানো হয়, নেইমারের চোট এতটাই গুরুতর, তাঁর অস্ত্রোপচার করাতে হবে। প্রাথমিক ভাবে আন্দাজ করা যায়নি নেইমারের চোট কতটা গুরুতর। ১৯ ফেব্রুয়ারি লিলের বিরুদ্ধে চোটের পরই তাঁকে তুলে নেওয়া হয়। ক'দিন ক্রাচ নিয়েই হাঁটছিলেন। লিগ ওয়ানের ম্যাচে মাঠে উপস্থিতও থাকছিলেন। এর মধ্যেই জানানো হয়, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় লেগে বায়ার্নের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না নেইমার এবং তাঁর অস্ত্রোপচার করাতে হবে। বায়ার্নের বিরুদ্ধে প্রথম লেগে ০-১ হেরে পিছিয়ে ছিল পিএসজি। তাও আবার ঘরের মাঠে। ফলে বাড়তি চাপ ছিল পিএসজি শিবিরে। দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে নেইমারকে ছাড়াই নামতে হয়। দ্বিতীয় লেগে অ্যাওয়ে ম্যাচেও হার, এ বারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দৌড় শেষ পিএসজির। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এ মরসুমে দৌড় শেষ হলেও ঘরোয়া লিগ জেতার সুযোগ রয়েছে পিএসজির সামনে। যদিও এ মরসুমে নেইমারকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অস্ত্রোপচার প্রসঙ্গে ক্লাবের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'নেইমারের অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে।' দোহার একটি হাসপাতালে নেইমারের অস্ত্রোপচার হয়েছে, এমনটাই জানিয়েছে পিএসজি। তবে কত দিনের জন্য তাঁকে পাওয়া যাবে না, এ বিষয়ে কোনও ধারনা নেই পিএসজিরও। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'প্রক্রিয়া মেনে এ বার রিহ্যাব চলবে নেইমারের।'

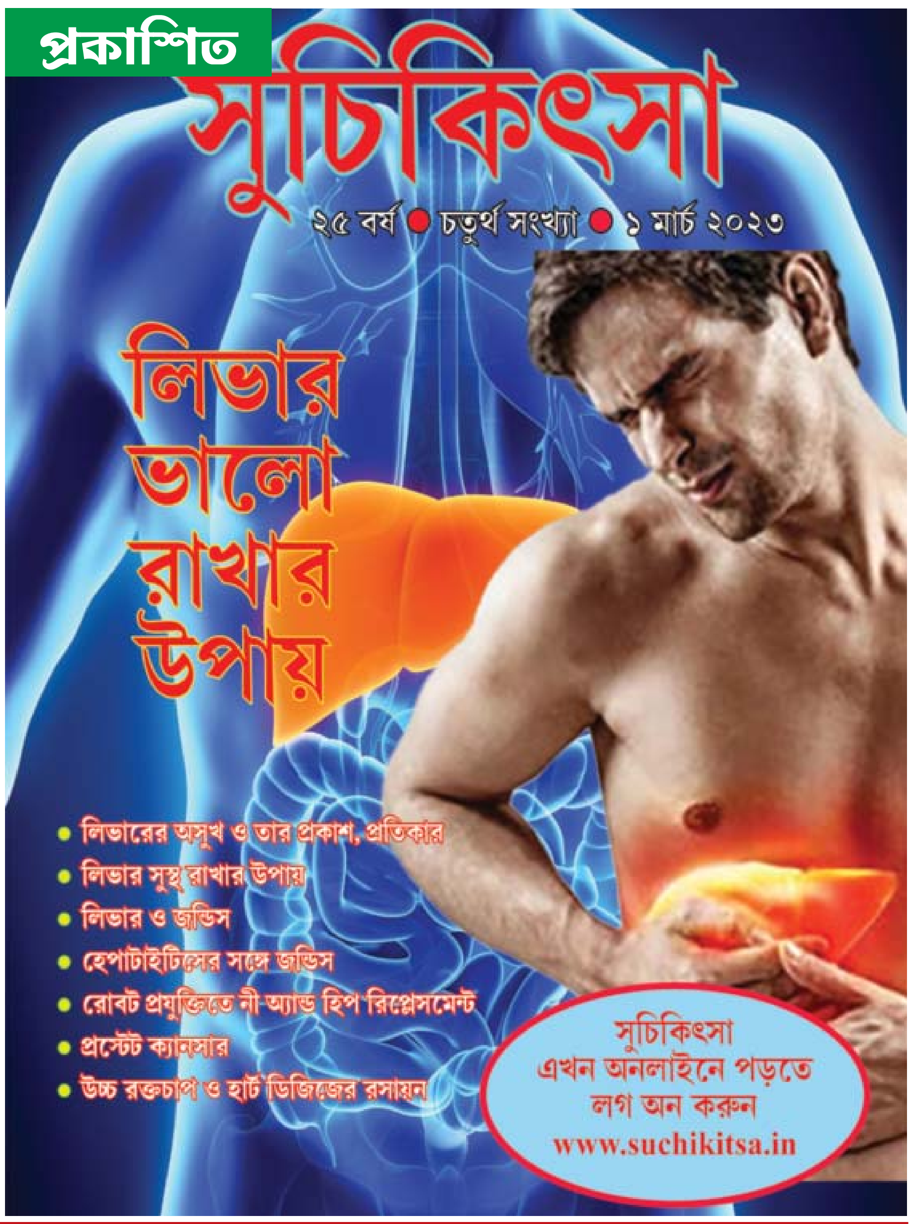

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501